সারার্ণব।

অর্থাৎ

বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রোদিত সারসমন্বিত তত্ত্বোপদেশপ্রকাশক

গ্রন্থ

আন্দুল সমাজান্তঃপাতী মহিয়াড়ী নিবাসী অধুনা
কাণপুর প্রবাসী

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিরচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হংসবাক সারার্ণবী-ভাষা।

কলিকাতা

বি, পি, এম্‌স্‌ যন্ত্রে বি, পি, মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২ নং ঝামাপুকুর লেন।

সন ১২৮৫।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

সারার্ণব

দ্বিতীয় খণ্ডের অনুক্রমণিকা।

সারার্ণব প্রথম খণ্ডে "উপদেশতত্ত্ব হইতে সংগীততত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদায় গ্রন্থে বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তিসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে জীবন্মুক্তির কারণ এক ব্রহ্মবিদ্যায় ভক্তি ও জ্ঞানের অভেদ নির্দ্দেশ করণার্থ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভ করিতেছি। যে বিদ্যা প্রভাবে অন্য জীবাপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাকে বিজ্ঞান-বিদ্যা আর যে বিদ্যা প্রভাবে মনুষ্য মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাকে প্রজ্ঞান নামা "ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়া তাবত শাস্ত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই শ্রীবিদ্যা সরস্বতী দেবীই যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের আরাধনীয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব-বাক্য দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যথা,—

"ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতিকশ্চন।"

হে দেবি! সর্ব্ববিদ্যার আদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাশক্তি-সরস্বতী তুমি আমাদেরও জননী; বিদ্যাস্বরূপে তুমি সকল জগৎকে জান, তোমাকে কেহ জানে না।

শম্ভু ব্রহ্মবিদ্যাকে "কেহ জানে না" বলাতে তিনি অস্মদাদির দুর্জ্ঞেয়া ও দুষ্প্রাপ্যা বুঝিতে হইবে, কেন না স্বতঃ সিদ্ধ সহজ জ্ঞান আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও অনাদি অবিদ্যা-মায়ার সাপত্ন্যতায় সে জ্ঞানের বিস্মৃতি হইয়া থাকে; অতএব স্মরণার্থ গুরু শাস্ত্র উপদেশ সাপেক্ষতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অজ্ঞান নাশিনী ভক্তি-মালিনী সেই বাগবাদিনী গুরু মুখ হইতে নিঃসৃতা হইয়া সাধকের মনে মনোনীতা ও নিদিধ্যাসিতা হইলেই বরদা হয়েন এমত পুর্ব্ব পরমপরাগত অনুসাশন আছে, তজ্জন্য আমি বিবিধ বিদ্যাবিশারদ সদ্গুরু স্বরূপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবৎ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমেন্দ্র সরস্বতী স্বামীকৃত "হংসবাক্" নামক ব্রহ্মবিদ্যা বিধায়ক সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদে সারার্ণবের দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ করিলাম। গ্রন্থের ভাব ও স্বামীজীর মনোগত অভিপ্রায় তন্মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক ভাষার্থ যত সহজ ও বোধগম্য হইতে পারে তাহা করিয়াছি, এ কারণ ভরসা করি যে সজ্জন

পাঠকগণ পাঠানন্তর বিধিমত মনন পরায়ণ হইলে নিঃসংশয়ে স্বধর্ম্মসাধনে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

এক জন স্বদেশীয় সন্ন্যাসী কৃত এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ হইলে দেশের মুখোজ্জলের সহিত দেশস্থ ভ্রাতৃগণেরও মনোজ্জল হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া "হংসবাক" কে সারার্ণব মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করিলাম। স্বামীজীর স্মৃতি ধৃতি বৈরক্তি প্রভৃতি অন্যান্য অসামান্য গুণ গণের মধ্যে একটী মহৎ গুণ এই যে, তিনি কোন শাস্ত্র বা সম্প্রদায়ের নিন্দা না করিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র ইতিহাস বেদাঙ্গ দর্শন নীতি ও যুক্তি সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করতঃ অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনার্থ "সকলি সত্য সকলি সত্য" বলিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসবাকের এক মহৎ গুণ এই যে তন্মধ্যে বৈদিক শব্দময়ী বাগ্‌বানীর প্রভাব প্রদর্শন করিতে করিতে, শব্দাতীত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ স্বরূপ নিরূপণ করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে পরম বীজ, জগদ্বীজ, ভুবনকোষ, সংসারবৃক্ষ মহাবাক্য চতুষ্টয়ের দ্বাদশ প্রকার অর্থ, জীবোৎপত্তির ঔপাধিক প্রকরণ, কাল ও মৃত্যুর লক্ষণ, অবস্থা চতুষ্টয়, বৈদিক ক্রোড় পত্র, প্রণবোপাসনা, অজপা গায়ত্রী মন্ত্র ও জীবন্মুক্তি ইত্যাদি গুহ্য এবং সারবান বিষয় সকল অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হওয়াতে জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু উভয়বিধ পাঠকের পরমোপকারক হইয়াছে। বহু পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ একত্রিত করতঃ বহু কষ্টে যে জ্ঞান লাভ হওয়া দুর্ল্লভ, এই হংসবাক ভাষা পাঠ পূর্ব্বক পাঠকগণ তাহা প্রাপ্ত হইবেন এ প্রকার বিশ্বাসের সহিত আমি প্রার্থনা করিতেছি যে গ্রন্থ প্রতিপাদিতা বাগবাণী পাঠক মাত্রের মনঃধ্বান্ত দূরী করণ পূর্ব্বক ঐক্যতা সম্পাদন করুন। তাঁহারা যেন অ-কারে ব্যঞ্জনের ন্যায় এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বে সমতা প্রাপ্ত হয়েন।

পাঠকগণ কোন বিষয়ে সন্দীহান হইলে যদি জানিতে পারি, তবে ভঞ্জনার্থ চেষ্টা করিব ইতি।

৭ আশ্বিন ১২৮৫ সাল। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কাণপুর।

নির্ঘণ্ট।

তৃতীয়াধ্যায়। ৪৯। ৫৫।

চতুর্থাধ্যায়। ৫৬। ৬৬।

সারার্ণব।

হংসবাক্-সারার্ণবীভাষা।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রের "মূলসূত্র" শিরস্থ সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তর্গত ওঁ কারের স্বরূপার্থ ব্যাখ্যানসূত্রে ভগবান বেদব্যাস যেমন শুদ্ধমতি পৃথাপুত্র অর্জ্জুনকে বৎস কল্পনা করতঃ উপনিষদ্‌সার গীতার্থ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থকর্ত্তা সরস্বতী স্বামীও সেইরূপে স্বীয় নির্ম্মলা বুদ্ধিকে হংসী কল্পনা করতঃ বেদতন্ত্র পুরাণাদির সহিত প্রণবের একবাক্যতা সপ্রমাণ মানসে পরমার্থতত্ত্ব-পূর্ণ এই অধ্যাত্মতত্ত্ব "হংসবাক্" আরম্ভ করিতেছেন, যথা ;—

"ওঁ ইতি মূলসূত্রং তস্যোপব্যাখ্যানং করোমি।"

অর্থাৎ সকল শাস্ত্র যে সূত্রে গ্রথিত, সেই "মূলসূত্র" ওঁ কারের "উপব্যাখ্যান" (পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কৃত ব্যাখ্যানের উপর বিশেষ ব্যাখ্যান) প্রথমতঃ করিতেছি। কি সে বিশেষ ব্যাখ্যান তদর্থে কহিতেছেন,—

"যদেতৎ অ ক থাদি।"

অর্থাৎ মনুষ্যাদি জীবমস্তিষ্ক স্বরূপ সহস্রদলকমলস্থ ওঁকারের নিম্নে, ললাটে যে ত্রিরেখা আছে, তত্রস্থ যে অ ক থ এই তিনটী বর্ণ ইহাদের প্রণবের ন্যায় "আদি" সংজ্ঞা হয়। স্বরবর্ণের আদি অ, বত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণের যে দুইভাগ, তাহার প্রথম ষোড়শের আদি ক, এবং দ্বিতীয় ষোড়শের আদি থ, অতএব সর্ব্বাদি প্রণবের সহিত ত্রিপুটী মধ্যস্থ বর্ণত্রয়ের সাযুজ্যতা সপ্রমাণার্থ প্রথমতঃ আদিশব্দের বর্ণানুসারিক অর্থ করিতেছি যথা,—

"আ ইত্যধিদৈবতং দ মাত্রতেজঃ ই মাত্র সন্ধিঃ" আদিঃ।

অর্থাৎ "আ" অধিদৈব ঈশ্বর "দ" তৈজস অধিভূত "ই" প্রকৃতি যোগ সন্ধিতে "আদি" (অধ্যাত্মা) পুরুষ হয়েন। প্রথম বিগ্রহবান প্রণব পুরুষকেই সর্ব্বাদি বুঝায়। যেমন অ উ ম কার বিন্দুযুক্ত প্রণব আদিপুরুষ, সেইরূপ

ত্রিকোণস্থা অ ক থ কার মণ্ডলে প্রকৃতি ও আদিকারণ রূপিণী হয়েন। অধিস্থ পুরুষ অধিকরণ প্রকৃতি উভয়েই আদিপদবাচ্য। কি প্রকারে প্রকৃতি আদি-কারণ তদর্থ কহিতেছেন ;—

"অ মাত্র সন্ধানং পুরুষযোগঃ ক মাত্র স্পর্শঃ প্রকৃতিরূঢ়ঃ থ মাত্র স্থবিষ্ঠস্তদেতৎ সত্যং।"

ওঁ কারাখ্য প্রজ্ঞান পুরুষের আদ্যবর্ণ অ-কার যোগে ক-কার (স্পর্শবর্ণ) রূঢ় প্রকৃতি সচৈতন্যা হইয়া থ মাত্রায় স্থবিষ্ট (স্থূল) রূপবান হয়েন ; অর্থাৎ অ-কার (প্রাণরূপ সূর্য্য) ক-কার (আকাশে) আরূঢ় হইয়া থ কারে (মণ্ডলে) যেমন প্রকাশমান (দৃশ্য) হয়েন ; তদ্রূপ আত্মা সেইমত সপ্তশীর্ষণ্য-প্রাণময় (কারণ) শরীর হইতে মনোময় (সূক্ষ্ম) শরীরে, পরে সূক্ষ্মশরীর হইতে (বিজ্ঞানময়) স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিগ্রহবান জীব (পুরুষ) হয়েন। ইহাতে প্রকৃতিস্থ পরমাত্মার মনোময় সূক্ষ্ম (দিব্য) দেহে দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব এবং বিজ্ঞানময় (অন্নরসবিকার) স্থূলদেহে (বুদ্ধিমান) জীবত্ব হইয়া থাকে। অতএব দেহমাত্র অকারাদি অক্ষর তন্ময় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা শব্দ ব্রহ্ম তন্ময় এমত প্রকৃতি পুরুষ বিবেকাধিকারে "আমিই পরমব্রহ্ম" ইত্যাদি সাংখ্যীয় সাহসবাক্য যদিচ অশাস্ত্রীয় নয়, তথাচ অযৌক্তিক হইতে পারে এই আশঙ্কা নিবারণার্থ গ্রন্থারম্ভে অভিমুখ স্বামীজী পূর্ব্বাপর শ্রুতি তাৎপর্য্য, ন্যায় মীমাংসা ও যুক্তিপর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যথা,—

"অরে হে ভূতে হংসি! পরমব্রহ্মাহমস্মি। স পরমাত্মা পরো ভগবান স্বয়ং স্বরূপতোঽগুণোঽপি সন্ তটস্থ লক্ষণাৎ স্বমায়াবশীকৃত্য তদ্‌বিলসিতগুণেষু গুণবানিব বিশ্বস্বর্গাদ্যুতিস্থিকীর্ষুস্তদ্‌গুণকল্পিতং মহদাদি বিরচিতং বর্ণস্বরমাত্রা বলং আত্মন্যারোপ্য তত্তদুপাধি স্বভাবং অনৃতমিদং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিমৎ ত্রৈগুণ্যবিষয়ং কালাদিপরিচ্ছেদ্যং ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্ম্যং অধিদৈব সন্ধি সদসদ্রূপং অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং সত্তাস্ফূর্ত্তি স্ফুরণদানতঃ স্বেন সর্ব্বাত্মনা প্রত্যগভিন্ন চিদ্রূপেনাভিব্যাপ্য তদন্তঃ প্রবিষ্টো ব্যষ্টিসমষ্ঠি ব্যক্তাব্যক্ত স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চজাত-

মচেতনং চেতয়িত্বা স্বাংশাংশকলৈকানেকান্ ব্যবস্থাপ্য তত্তদুপাধি বৈশিষ্ঠাৎ কালকর্ম্ম স্বভাবাৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু স্থূলসূক্ষ্ম চতুর্ব্বিধ যোনিজন্যাব্যক্তেষু সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্বস্বরূপং আত্মানং প্রজ্ঞান ঘণমবিদ্যয়া সদনাদৃত্যভূতমাত্রোপাধ্যবিদ্যা কামমাত্রাশ্রিতা প্রায়শঃ প্রেয়সো হেতোঃ প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মোপলক্ষিত কৃষ্ণগতিরূপদক্ষিণায়ণ মোহান্ধ তমসি সংসারবর্ত্মনি বর্ত্তমানা পরিচরন্তি। তেহবৈ বিধিনিষেধহতধিয়োস্তি নাস্তি নানাভেদাভেদমিশ্র দ্বৈতাদ্বৈতেহামুত্রান্যার্থবাদিনঃ কেবলকর্ম্মনিষ্ঠাঃ কামকামিনঃ কামজায়িনঃ স্যুরিতি।"

অর্থাৎ হে সম্বোধনস্থানীয়ে, সম্বোধনযোগ্যে "দ্বিতীয়স্বরূপে" হংসিকে! সেই প্রণব প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম আমিই হই। এই "সেই" পরমাত্মা স্বয়ং স্বরূপতঃ নিগুর্ণ হইয়াও তটস্থ-লক্ষণ * দ্বারা স্ব প্রকৃতি ত্রিকোণমণ্ডলা মায়াকে বশীভূত করতঃ তন্নিষ্ঠগুণে গুণবানবৎ প্রতীয়মান হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি পালন সংহার করিবার ইচ্ছুক হইয়াছেন। সেই মায়াকল্পিত মহত্তত্বাদি বিরচিত বর্ণ স্বর মাত্রা বল প্রভৃতি মিথ্যা গৌণ উপাধিকে আপনাতে আরোপ অর্থাৎ "আমার" ইত্যাকার ভাবনা করতঃ স্বভাবতঃ জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিবান ও ত্রিগুণ বিষয়, ত্রিকাল পরিচ্ছেদ্য হইয়া সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়াত্মক অধিদৈব সন্ধিতে সৎ ও অসৎ রূপ দেব পশ্বাদি সংজ্ঞা ভেদে অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈব কার্য্য, ভোগ ভোগ্য ভোক্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় ও দেবতা উৎপন্ন করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অন্বয় ও ব্যতিরেক (হয় ও নয়) বিচারের সহিত আত্মসত্তা স্ফুরণের দ্বারা অভিন্নচিদ্রূপে সর্ব্বান্ত প্রবিষ্ট হইয়া ব্যষ্টিসমষ্টি ব্যক্ত অব্যক্ত স্থূল সূক্ষ্ম তাবৎ অচেতন প্রপঞ্চ জাতমাত্রকে সচেতন করিতেছেন। স্বীয় অংশ অংশাংশ কলা ভেদে ভেদাভেদ ব্যবস্থাপূর্ব্বক উপাধি ও কালকর্ম্মস্বভাব বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত স্থূল সূক্ষ্ম চতুর্ব্বিধ যোনি-

---

* তটস্থ লক্ষণ,—স্থির হইয়াও অস্থিরবৎ দর্শনকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন নদী-তটস্থ সুস্থির বৃক্ষাদিকে নৌকা হইতে গমনশীল বোধ হয়। যেমন নৌকাস্থ বা রথস্থ ব্যক্তি স্থিত হইয়াও আপনাকে চলায়মান বোধ করে।

জন্য অব্যক্ত কারণে (মায়ায়) সৎ ও অসৎ রূপে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিতে অনুভূত "সর্ব্বস্বরূপ" উপাধি মাত্র (অসৎকে) আশ্রয় করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রায় প্রেয় হেতু প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম লক্ষিত (কৃষ্ণগতি) দক্ষিণায়ণাখ্য নিকৃষ্টগতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক মোহান্ধতম সংসারবর্ত্মে (মায়াকুহরে) বর্ত্তমান হইয়া বিচরণ করিতেছেন। তাহাতে বিধিনিষেধ ব্যবস্থায় হতবোধ প্রায়, ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য চিন্তায়, অস্তি নাস্তি ভেদাভেদ মিশ্র দ্বৈত অদ্বৈত বস্তু বিচারণায় ইহকাল পরকাল বাদীর ন্যায়, কেবল কর্ম্মনিষ্ঠা পরায়ণ (কামী) হইয়া আছেন!।

কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপন মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পরমাত্মা স্বমহিমা বিস্মৃত পশুর মত কি চিরকালই মায়ীকদেহে অবস্থিতি করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ সাপেক্ষতা প্রদর্শনচ্ছলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন; যথা, "যেমন কোন সামান্য মায়াবী আপন অদ্ভুত অভিনয়-কার্য্য সন্দর্শনের পূর্ব্বে ক্রিয়ার আবিষ্কারক উপক্রম ও উপসংহার উভয় বিষয় উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া রাখে, পরাবরজ্ঞ পরমাত্মাও সেইরূপে আগমাখ্য তন্ত্র ও নিগমাখ্য বেদ শাস্ত্রে স্বীয় বন্ধন মুক্তির উপায় অগ্রে অক্ষরবদ্ধ করিয়া পরে এই সংসাররূপ রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" অতএব কর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ বন্ধন-দশায় যে চিরবাস করিবেন এমন অভিপ্রায় নয়, তদর্থে কহিতেছেন, যথা,—

"তত্র যঃ কশ্চিৎ বিরলস্ত্যক্তৈষণঃ কর্ম্মচিতান্ লোকান্ পরীক্ষ্য প্রায়ঃ শ্রেয়সো হেতোঃ পুত্রাদিত্রয়ৈষণা ত্যাগাৎ বিধিনিষেধ শুদ্ধবিৎ সমোহমাত্রদর্শী নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মো-পলক্ষিত শুক্লগতি স্বরোত্তরায়ণ জ্যোতির্ব্বর্ত্মনি প্রবর্ত্তমান-স্তত্ত্বজিজ্ঞাসু,তস্মৈ পদ্মোদ্ভবে পাদ্মকল্পে পঙ্কজজন্ম ব্রহ্মণে পরস্মাৎ ব্রহ্মণোহন্যোহহং মত্তোহন্যৎ পরব্রহ্মেতি বা ন বা নানাজ্ঞানবতাং সর্ব্বভূতানাং হৃদিসতীং স্মৃতীং বিতন্বতা পরা পরা শক্তিমতা ব্রহ্মণো সূত্রাত্মনা প্রাণেন ঘোষবতা সবিদ্যয়া গুহায়াং সন্নিবিষ্টো ভূতমাত্রোপাধিং তিরস্কৃত্য অণোরণীয়োংশং মহতো মহৎ স্বাত্ম তত্ত্বোপলব্ধি বিজ্ঞান বিদ্যোতয়ন্ আদি কবের্ব্রহ্মণো মুখেভ্যস্তদ্দৃগ্গতাং স্বেনে-

ষিতাং স লক্ষণাং সরস্বতীং প্রকাশয়িষন্ অজোহজায় ব্রহ্ম কর্ম্মণে হৃদা হৃদয়মিদমুপদিশতি।"

অর্থাৎ সেই কর্ম্মনিষ্ঠারূপ দক্ষিণায়ণ পথে যে কোন বিরক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ বা আবদ্ধজীব, কর্ম্মফল স্বরূপ স্বর্গাদি লোক সকল পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া (শ্রেয়ঃ) মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু, পুত্র বিত্ত কুটুম্বাদি বাসনাত্রয় হেয়বোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক, বিধিনিষেধ বিচার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে সম (অমাত্র) দর্শী হইয়া, অর্থাৎ যেমন অ কার অন্য বর্ণান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তদ্বর্ণাকারে প্রকাশ পায় তদ্রূপ পরমাত্মাও মায়াবিকারে বিকারী, অতএব মায়াবিকার মিথ্যা, অকারের ন্যায় পরমাত্মাই সত্য ইত্যাদি এক অদ্বৈতজ্ঞানদর্শনবিশিষ্ট হইয়া নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মোপলক্ষিত শুক্লগতিরূপ উত্তরায়ণ জ্যোতির্ব্বর্ত্মে (মোক্ষমার্গে) প্রবর্ত্তমান হইয়াছেন, তাঁহার উপলক্ষে সদ্‌গুরু যেমন মুক্তি উপদেশ করেন, তদ্রূপ পাদ্মকল্পে "পরব্রহ্ম হইতেআমি অন্য কিম্বা আমা হইতে পরব্রহ্ম অন্য কি না"—ইত্যাদি সংশয়াপন্ন চিত্ত আদিজীব ব্রহ্মার প্রবোধার্থ বন্ধমুক্তির উপায়স্বরূপ, তাঁহার হৃদয়প্রবিষ্ট অন্তর্যামী পরমাত্মা এই মহাবাক্য চতুষ্টয় উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উপদেশ সেই আদিকবির হৃদ্গতা জ্ঞানময়ী স্বরস্বতীর প্রেরণা দ্বারা ভূতমাত্রের কল্যাণার্থ মুখ হইতে নির্গত ও প্রচার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিদ্যার নাম চতুষ্পাদ ব্রহ্মবিদ্যা একারণ সেই বেদমাতাও চতুষ্পাদ হয়েন, এবং সেই চতুষ্পাদে এক বেদেরও চারি ভাগ হইয়াছে। কি সেই উপদেশ তদর্থ কহিতেছেন, যথা—

১ মহাবাক্য।	২ বেদমাতা।	৩ বেদ।	৪ বীজ।
১। প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মঃ।	তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং।	ঋগ্।	ঋতং।
২। অহং ব্রহ্মাস্মি।	ভর্গোদেবস্যধীমহি।	যজু।	অথ।
৩। তত্ত্বমসি।	ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।	সাম।	সৎ।
৪। অয়মাত্মা ব্রহ্মঃ।	পরোরজসে শাব্দং।	অথর্ব্ব।	ওঁ।

এই মহাবাক্য অর্থাৎ বৈদিক ব্রহ্মোপদেশ চতুষ্টয়ের যথাবৎ ষোড়শকল ব্যাখ্যারম্ভে শিষ্টপরম্পরাচরিত মঙ্গলাচরণ স্বরূপ পরব্রহ্মের স্মরণ করিতেছেন, যথা—

"ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশঃ সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।"

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ।"

"তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশকং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

অর্থাৎ "ওঁ তৎসৎ" এই মহামন্ত্র দ্বারা যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয়, তিনি চতুরঙ্গে "পূর্ণ এক"। যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে স্বজন করিয়া বেদ সমুদায় উপদেশ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষুদিগের বুদ্ধিপ্রকাশক সেই এই পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই।

যজ্ঞ দান তপ ও ব্রহ্মচর্য্য অথবা কেবল (ত্যাগ) সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য, এই চারিপাদ ধর্ম্মাচরণে বা তুষ্ণীভাব দ্বারা যে পরমাত্মজ্ঞানে অমৃতত্ব* প্রাপ্তি হয়, সেই পরমাত্মা চতুষ্পাদপূর্ণ, অর্থাৎ চতুরঙ্গে এক। একারণ এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া উপদেশ চতুষ্টয় প্রচার করিতেছেন। অতএব এক ঋগ্বেদ পরব্রহ্মের কেবল একাঙ্গমাত্র প্রকাশ করিয়া যজু, সাম, অথর্ব্ব, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করেন। এ নিমিত্ত "ওঁ তৎসৎ" এই চতুরাক্ষরী মন্ত্রের অর্থ দুই শ্লোকে করিতেছেন, যথা—

"যেন বাস্য মিদং বিশ্বং রোচিসা পটতন্তুবৎ।
"সুভদ্র শ্রবসে তস্মৈ সদহং ব্রহ্মণেঽভবং।
"নমস্তুতে সতে তুভ্যং সদসদাত্মনে শতং।
"প্রভবামি সদাত্মাহং সচ্চিদানন্দ তন্ময়ঃ।"

অর্থাৎ যাঁহার রশ্মি (তেজাংশু) দ্বারা এই বিশ্ব পটতন্তুর ন্যায়ে আচ্ছাদিত আছে, সেই সুভদ্রশ্রব (মঙ্গলদাতা) ব্রহ্ম "সৎ" অহং শব্দার্থে আমিই হই। সদসদাত্মক সত্যস্বরূপ সদাত্মা! তোমায় শত শতবার নমস্কার; যেহেতু সচ্চিদানন্দ তন্ময়তায় তুমিই "অহং" প্রতাপ ও প্রভাব বিশিষ্ট হও! কি প্রকার সেই "অহং প্রভাব" তদাখ্যানের সহিত জগদুৎপত্তির বীজ নিরূপণ করিতেছেন। যথা—

"আনন্দং পরমং বীজং যতো বৈ জগদুদ্ভবেৎ।
"যস্মিন্নুস্তদ্বিলয়ং যাতি তস্তাতি ব্যক্তমব্যয়ং।"

অর্থাৎ আনন্দই পরমবীজ যাহার প্রভাবে যাহা হইতে সংসারবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার লয়প্রাপ্ত হয়, অতএব সেই আনন্দই অব্যক্তকারণ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী বীজ ব্যক্ত হয় বলা যায়। পুনশ্চ,—

* অমৃতত্ব,—পরমাত্ম ভাব।

"সম্মাত্রানন্দমাশ্রিত্য বীজাকারায় প্রস্ফূরৎ।
"কার্য্যানাং কারণং সত্যং বাচ্যবাচকতামগাৎ।"

অর্থাৎ "সৎমাত্র" নির্গুণ নিরবয়ব নিত্য "অস্তিমাত্র" পরব্রহ্ম (আনন্দ মাত্রা) ত্রিরেখা বা ত্রিকোণস্থা অ ক থাদি প্রকৃতি মণ্ডলকে আশ্রয় (অবলম্বন) করিয়া তদাধারে বীজ হইতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত প্রণবাকার মূলস্বরূপে অঙ্কুরিত (সুত্রিত) হইয়াছেন, একারণ প্রণবকেই "মূলসূত্র" বলিয়া শ্রুতি ব্যখ্যা করেন। অতএব সেই "মূল" কার্য্যের কারণ সত্যস্বরূপে বাচ্যবাচকতাপ্রাপ্ত বৃক্ষাকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। অব্যক্ত ও অব্যয়বীজরূপ শুদ্ধ পরমাত্মা আনন্দপ্রাচূর্য্যে শব্দব্রহ্মরূপ বিশাল বেদবৃক্ষে মহাবাক্যরূপ অমৃত ফলচতুষ্টয় ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাই সত্য। যেমন অব্যক্ত শব্দমাত্র বীজাকারে অক্ষর তন্ময় হইয়াছে সেইরূপ নিত্য নির্গুণ সত্যজ্ঞানানন্দ পরব্রহ্ম আনন্দাধারেও আনন্দগুণে গুণীবৎ তন্ময় হইয়া রূপাদি (বিরাটাদি) বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছেন। সেই জগৎকারণ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা কি প্রকারে স্ব স্বরূপ বোধক নাদ (শব্দ) বীজ (অক্ষর) রূপ ধারণ করিয়া বাচ্য হইয়াছেন তাহাই কহিতেছেন, যে ;—

"শ্রীকণ্ঠস্তৈজসঃ সন্ধৌ প্রাজ্ঞান্তঃ প্রণবোঽভবৎ।"

অর্থাৎ শ্রীকণ্ঠ অকার এবং তৈজস উ কার সন্ধিতে যে ও কার নামক সন্ধ্যক্ষর তাহাতে আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ মকার স্বশক্তি "অনুস্বারে" (বিন্দুরূপে) লয় বা নিমগ্ন হওয়াতে ওঁকার প্রকাশ হইয়াছেন। বিশেষার্থ যথা—

শ্রীকণ্ঠ শব্দে জ্ঞানশক্তি আদ্যাবিদ্যা সরস্বতীর ষোড়শদলযুক্ত কণ্ঠভূষণ স্বরূপ ষোড়শ স্বরবর্ণের আদি অ কার, আর ইচ্ছাশক্তি পরাবিদ্যার দ্বাদশদলযুক্ত হৃদয়াম্বুজের প্রভাস্বরূপ দ্বিতীয় বর্ণ তৈজস উকার সংযোগে উদিত যে "অধিদৈব ও অধিভূত সন্ধি বিগ্রহ" (ওকার) অর্থাৎ নপুংসক (মিথুন) বর্ণ, তাহাতে ক্রিয়াশক্তি মূল প্রকৃতির চতুর্দ্দল কমলদলাশ্রিত আনন্দ-বিন্দুরূপ প্রাজ্ঞ মকার (কীলক) সংযুক্ত হওয়াতে শক্তিত্রয় সম্পন্ন প্রণবপুরুষ প্রকাশ হইয়াছেন। ইনি প্রকৃতি পুরুষ ও মিথুন, সর্ব্বশক্তিমান "শব্দব্রহ্ম" সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের সাক্ষীরূপে অবস্থিত। অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে (চিচ্ছক্তিকে) উর্দ্ধে ধারণ করিয়া বিরাট হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা ঈশ্বর এবং বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞ নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রণব সকল উপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ডের মূল, জ্ঞানস্বরূপ, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকার করিয়াছেন, কেন না তৎপ্রতিষ্ঠিত পরমপুরুষ যাঁহাকে শ্রুতি "পরব্রহ্ম" বলেন, স্মৃতি

তন্ত্র পুরাণও তাঁহাকে কখন পুরুষবোধে নারায়ণ, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য, কাল বলিয়া, কখন বা প্রকৃতি বোধে আদ্যাশক্তি, মহামায়া ভগবতী, দেবী, জননী, ধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী, কালী, কমলা, ঈশানী বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলে বেদে প্রণবপুরুষকে "সর্ব্বরূপ" বলিয়া যে স্তুতি করেন, তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তন্ত্রপুরাণে তাঁহাকে "শক্তিমান" বলেন, অতএব শক্তির প্রাধান্য মান্য করিয়া উপাসনাকল্পে উপাস্যদেবতার ধ্যানাদিও তদনুযায়ী হইয়াছে, যথা—"শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতা" এবং স্তুতির্যথা, "শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্ত প্রভবিতুং" ইত্যাদি। এতাবতা অশব্দব্রহ্ম প্রকৃতি সহসংযোগে প্রথম (নাদ) শব্দময়, পরে (অক্ষর) বর্ণময় হইয়া ব্যক্ত হইয়াছেন, প্রণব মন্ত্রবীজ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং আনন্দবীজাঙ্কুরিত প্রণবমূলক বিশ্বে ওঁকারাকার আত্মদেবতাকে "বিশ্ববীজ" বলা যায়। যিনি শিবশব্দে আনন্দময় হয়েন।

সেই সর্ব্বসাক্ষী সচ্চিদানন্দ ওঁকারাত্মক পরমপুরুষ বীজরূপে বিরাটদেহে কোথায় আছেন, তাহা মনুষ্যদেহের সহিত ঐক্যতা সাধন সহকারে লক্ষ্য করাইবার উদ্দেশে কহিতেছেন, যথা,—

"সহস্রদলানামন্তর্দ্বাদশদল পঙ্কজে।
"বসত্যোঙ্কারমাত্রোপি বর্ণাঃ পঞ্চানুনাসিকাঃ॥
"জিহ্বামূলীয়োপধ্বানীয়ো নাদবিন্দুঃ শিবঃ স্বয়ং।
"তদ্‌ভাষা ভাষিতাঃ সর্ব্বে প্লুতাঃ স্বরাশ্চকাশিরে॥
"ততো বৈ ত্রিরেখা ভদ্রে কর্ণিকাপুট সন্নিধৌ।
"অ ক থাদি ত্রিষোড়শী হ ল ক্ষ কোণ লক্ষিণী।
"ইদং বৈ কারণং লিঙ্গং সুষুপ্তি স্থানমুচ্যতে।
"তৎ কার্য্যং তৈজসং স্বপ্নং ষট্‌চক্রে বিন্দুব্যাপিনী॥
"চতুর্দ্দলে মূলাধারে ব শ ষ সা ইতি বৈক্রমং।'

অর্থাৎ শিরস্থ সহস্রদল কমলান্তর্গত দ্বাদশদল পঙ্কজের সর্ব্বোচ্চ দলে শিবরূপ প্রণবপুরুষ এবং তাঁহার বামাবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে ৮ ০ নাদ বিন্দু, অ ই উ মাত্রা (কলা) ত্রয়, ঙ ঞ ণ ন ম পঞ্চ অনুনাসিক, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় এই একাদশাক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী আত্ম (শিব) পরিবারগণ নিত্য অচলভাবে বিরাজিত আছেন, তাঁহাদের

প্রভায় অন্যান্ত তাবৎ বর্ণ গুণপ্রাপ্তে দীর্ঘ প্লুত রূপে প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অন্যান্ত বর্ণসকল কোথায়, তদর্থে কহিতেছেন, যে, ঐ দ্বাদশদল কমলকর্ণিকার সন্নিধি যে (অবলালয়) ত্রিরেখা, তাহার ঊর্দ্ধ বাম ও দক্ষিণ রেখায় অ ক থ এই ত্রিষোড়শী (৪৮) এবং কোণত্রয়ে হ ল ক্ষ (৩) একত্রিত (৫১) একপঞ্চাশত বর্ণ অবস্থিতি করেন এইব্রহ্মাণ্ড গোলককে (প্রাজ্ঞ) কারণ শরীর সুষুপ্তি স্থান, এবং তাহারি কার্য্য স্বরূপ কণ্ঠকে (তৈজস) সূক্ষ্মশরীর স্বপ্নস্থান বলা যায়। এই প্রকারে ষটচক্রে আনন্দবিন্দুব্যাপিনী দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণে এই দৃশ্যমান (বিরাট) স্থূলশরীর অবধারিত হইয়াছে। এই ক্রম অবলম্বনে সেই অব্যক্তা-নাদময়ী (জ্ঞানরূপা সরস্বতী) পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে চারিপ্রকার বাণী নামে অ ক চ ট ত প য শ ইত্যাদি ঊর্দ্ধাধ পর্য্যায়ে অষ্ট বর্গে এবং শরীরচতুষ্টয়ে বিভক্তা ও সুব্যক্তা হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি "কেবলা বাণী" স্বরূপে অব্যক্তা ও ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাকারণ শরীরে তুরীয়াবস্থায় পরব্রহ্মেই নিত্য অবস্থিত, অথচ মূলাধারে তিনিই পরাবাণী স্পন্দনবতী আদ্যা-বালা, মণিপুরে পশ্যন্তী নামে দৃষ্টিমতি কিশোরী তারা,—হৃদয়ে মধ্যমা নামে সর্ব্বাঙ্গপূর্ণা (ষোড়শী) যুবতী, এবং মুখে বৈখরী নামে প্রৌঢ়া বৃদ্ধা, ব্যক্তা, প্রকাশ বা ফলবতী (ভুবনা) হয়েন। এই চতুর্থী বৈখরী বাণীই চতুর্থী বিদ্যা ভুবনেশ্বরী, যাঁর রূপে শিবাদি জীবও মুগ্ধ হয়েন। অন্তর্ব্বাহ্যে বিভক্তা মাত্রিকা বর্ণাত্মিকা শারদা বাণী বিবিধাকারে বিবিধ স্থানে বিবিধক্রমে ব্যাপ্তা আছেন তাহার প্রমাণ, যথা—

"শূন্যে ব্রহ্মাণ্ডগোলে চ পঞ্চাশচ্ছূন্যমধ্যগে,
"পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা তদন্তে কালিকা স্থিতা।"

অর্থাৎ শূন্যে মহাকাশে, ব্রহ্মাণ্ডে, গোলে ভূতলে, পঞ্চাশৎ শূন্যে অক্ষরে, পঞ্চশূন্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ে, অথবা স্বাধিষ্ঠানাদি পঞ্চচক্রে কিম্বা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত মধ্যে পশ্যন্তী রূপা বাণী "তারা" নামে, এবং তদন্তে অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধ দৃষ্টিসীমান্তে * মূলাধারে পরাবাণী "কালিকা" নামে অবস্থিতি করেন।

পদে পদে গমনশীলা কালশক্তি তারা "প্রতিপদী" নামে, ত্রিগুণে, করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ইত্যাদি গুণযুক্ত সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। চন্দ্রের ন্যায় সেই কার্য্য-ব্রহ্ম-ব্রহ্মার হ্রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি লয় আছে বলিয়া পুরাণে তাঁহাকেই জীবরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কাল কর্ম্মের অধীন ব্রহ্মার দিবা রাত্র পরিমাণে জাগ্রত স্বপ্ন

* দৃষ্টিসীমা, সন্ধিস্থল; যাহাকে "হোরাইজন" বলে। তদন্তে।

সুষুপ্তির ভোগ দর্শন হয়, অতএব ত্রিপুটিস্থ ত্রিগুণ বন্ধনে তাঁহারি বন্ধনদশায় মুক্তির নিমিত্ত উপদেশ সাপেক্ষতা বুঝিতে হয়,—তাঁহারি হৃদ্বোধার্থ বেদমাতা সরস্বতীর চারি প্রকার বাক্‌প্রচারে প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তি জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া জন্যে শক্তিত্রয়ে অভিহিতাহয়েন। কোন্ বাণী কোন্ শক্তি এবং কোন্ কোন্ বর্ণাত্মিকা তাহা নিরূপণার্থ কহিতেছেন,—যে,—

পরাবাণী মূলাধারে (গুহ্যমূলে) চতুর্দ্দল কমলে ব শ ষ স বর্ণ রূপা চিচ্ছক্তি। পশ্যন্তী বাণী স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে) ষড়দলে ব ভ ম য র ল বর্ণ রূপা জ্ঞানশক্তি এবং নাভিমূলে দশদলে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ বর্ণরূপা ইচ্ছাশক্তি। মধ্যমা বাণী হৃদয়ে দ্বাদশ দলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ বর্ণ রূপা দৃষ্টিরূপিণী চিদাত্ম প্রতিবিম্ব জীবকে সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধে (কণ্ঠে) ষোড়শদল কমলে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ ং ঃ রূপা ষোড়শী কলা ক্রিয়া-শক্তি, নিষ্কলাত্মাকে কলা অর্থাৎ পদে পদে হ্রাস বৃদ্ধিযুক্ত (সূক্ষ্ম) লিঙ্গ-শরীর বিশিষ্ট করেন। অনন্তর আজ্ঞাচক্রে (ভ্রূমধ্যে) দ্বিদল কমলে হ ক্ষ বর্ণ রূপা পক্ষদ্বয়ে সংযুক্তা হইয়া শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ নামে জীবাত্মা পরমাত্মা রূপ সুপর্ণদ্বয়ের সহজত্ব সম্পাদন পুরঃসর পক্ষিণী রূপে উড্ডীয়মানা হইয়াছেন।

মণিগণের ন্যায় প্রাণ অগ্নি সোমও সূর্য্যরূপ সূত্রে সংসূত্রিতা অন্তস্থা পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা সেই বাণী দেবী বাহ্যে দ্বিপঞ্চাশৎ হইয়াছেন। ত্রিষষ্ঠি বর্ণাত্মিকা কারণশরীরের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম শরীর অদৃশ্য হইয়াও বাহ্যে "স্থূল-রূপে" দৃশ্য হইয়াছে। স্থূলশরীরের লক্ষণ যথা,—ললাট মুখবৃত্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হনু, দন্ত, ওষ্ঠ অধর, ব্রহ্মরন্ধ্র ও বদন এই একাদশাঙ্গ অকারাদি স্বরবর্ণে, হস্ত, পদ, পার্শ্বদ্বয়, মূলসন্ধি, অঙ্গুলির অগ্রভাগ,নাভি ও মেরুদণ্ড এই অষ্টাঙ্গ ককারাদি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণে, এবং হৃদয় স্কন্ধ ও গ্রীবা এই তিন অঙ্গ য কারাদি অন্তস্থ বর্ণে বিরচিত হয়। অতএব সপ্তবিতস্তি পরিমাণে এক এক শরীরের পরিমাণ ভেদে শরীরত্রয়ের সমষ্টি একবিংশতি বিতস্তি মাত্র "বিরাট দেহের পরিমাণ" হইয়াছে। ত্রিবিৎ করণ দ্বারা তাহাই পৃথিবী জল ও অগ্নি। ত্রিভাগ কৃত একবিংশতি বিতস্তি পরিমিত বিরাট দেহ হইতেই সপ্ত ধাতু * যদ্দ্বারা শব্দসাধন হয়।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণাখ্য এই শরীরত্রয় রূপ জগতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ নামক তিন ভুবন বা

---

* ধাতু,—শব্দের গুণত্রয়ে অর্থত্রয় গ্রাহ্য যথা,—সত্বগুণে ক্রিয়াবাচক বীজ, রজগুণে বাত পিত্ত, তাম্র রজতাদি এবং তমগুণে অস্থি মাংসাদি সপ্ত।

লোকত্রয় বিধান করিয়া অব্যক্তা বাণী প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্তা হইয়াছেন, অর্থাৎ বাণীময়ী বিশ্ববিদ্যা বর্ণময়ী হইয়াছেন। অকারাদি ষোড়শ এবং ক বর্গের পঞ্চ এই একবিংশতি বর্ণই প্রাণশক্তি, উষ্মান্ত বর্ণ সহ ত্রিগুণাকারে ত্রিষষ্টি রূপা হইয়াছেন। কবর্গের পঞ্চ বর্ণে মায়া ও অবিদ্যা ভেদে তম, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, মোহতামিশ্র এবং মহামোহতামিশ্র এই পঞ্চাবস্থা পঞ্চমী কালশক্তির সাহচর্য্যে ষড় ঋতু এবং তদ্বিকার ষড়ূর্ম্মী (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যু) স্বভাবতঃ উদয় হইয়া ঐ শরীর ত্রয়কে আশ্রয় করিয়া আছে। অর্থাৎ বিবাট দেহের ষড় ঋতুই মনুষ্যাদি জীব দেহে ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি ষড়ূর্ম্মী রূপ হয়।

অর্দ্ধমাত্রা মূল প্রকৃতির পঞ্চবর্গে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত ষড়িন্দ্রীয় বসগ্রহণকাবিণী বাণী ষষ্টিরূপিণী হইয়াছেন। সত্ব রজস্তমগুণে, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি এই সপ্তপুর নিবাসী আত্মা সপ্ত গুণ প্রাপ্তে একোনপঞ্চাশৎ প্রাণ রূপে বিরাটের সকল গ্রন্থি এবং আবর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক ইচ্ছাশক্তির সহিত ত্রিলোকের প্রাণসমষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণী শক্তি ভগবতী গর্ত্ত আকর্ষণও করেন, এবং সপ্তমী রূপে চতুষ্পদ, দ্বিপদ, সপক্ষ দ্বিপদ ইত্যাদি পুর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ হইয়া সকল পুরে, সকল দেহে অবস্থিতি পূর্ব্বক "পুরুষ" নাম ধারণ করিয়াছেন। পুরাধিকারী বা "সর্ব্বত্র-পূর্ণকে" পুরুষ বলা যায়। সেই পুরুষ দৈবাৎ বিকারধর্ম্মিণী স্বযোনি "ঋতুমতী প্রকৃতি" গর্ভে বীর্য্য (তেজ) প্রদান করিলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব নামক হিরণ্ময় সূত উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ত্রিগুণময় জীব প্রকাশ হয়। বৈকারিক, তৈজস ও তামস ভেদে জীব ত্রিবিধ। হৃদয়ে বুদ্ধি রূপে মনে, ও চিত্তরূপে অহঙ্কার মধ্যে যিনি প্রকাশিতা, সেই বাণী "অষ্টমী" নামে অর্দ্ধ প্রকাশ ও অর্দ্ধ অন্ধকার অর্থাৎ জ্ঞানাজ্ঞান উভয়াশ্রিত-চিদাভাস, "জীবরূপিণী" হয়েন। বুদ্ধির প্রকাশে মনের অন্ধকার দূর হইয়া জীবের জাগ্রতাবস্থা এবং চিত্তের প্রকাশে অহঙ্কারের তামসী ভাব নিবৃত্তি হইয়া স্বপ্নাবস্থা এবং বুদ্ধি ও চিত্ত মনাহঙ্কারে একীভূত হইলে সুষুপ্তি অবস্থা হয় ইহাই "জীবত্ব" বলিয়া নিরূপণ করা যায়। পৃথিবী হইতে কাষ্ঠ, কাষ্ঠ হইতে ধূম এবং ধূম হইতে যেমন অগ্নি প্রকাশ হয়, সেইরূপে বাঙ্ময়ী বিদ্যাশক্তি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে ধূম রূপ অন্তঃকরণ, এবং অন্তঃকরণে বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বে আত্মা অগ্নির ন্যায় (জীবাকারে) ব্যক্ত হয়েন। যেমন বীজাধার পৃথিবী, সেই মত ব্রহ্মবীজাধার মূলপ্রকৃতি মায়া রূপা এই বাগ্দেবী হয়েন। ইনি আদিতে অব্যক্তা

পরাবাণী প্রলয়ংকরী জ্ঞান শক্তি, মধ্যে পালন কর্ত্রী মধ্যমা বাণী ইচ্ছাশক্তি, এবং অন্তে বৈখরীবাণী, মুখ হইতে ব্যক্তা হইয়া, ক্রিয়ারূপিণী হয়েন। সমুদয় (বর্ণ) বীজরূপকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দিতা হয়েন যে বাণী, তাঁহাতেই তমঃ হইতে তেজ প্রকাশের ন্যায় স্ব স্ব-রূপ "ব্রহ্মদর্শন" লাভ হয়। তিন প্রকার জীবের বিবরণ কহিতেছেন।

পঞ্চ স্থূলভূত তামস, জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ তৈজস, সূক্ষ্মতন্মাত্রা পঞ্চ ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা পঞ্চ বৈকারিক হয়েন। স্থূলভূত পৃথিব্যাদি, তৈজস শ্রোত্রাদি, আর শব্দাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (দিগ্বায়ু অর্ক, প্রচেতা, কুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র) বৈকারিক হয়েন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মসত্তাতে প্রকাশবান, যেহেতু পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠান করত বাণীরূপে ব্যক্ত হয়েন। নবদেবময়ী নবমী বাণী বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বচনাদান প্রভৃতি তত্তৎ কার্য্য স্বরূপে (দশমী) বিজয়া নামে দশ দিক্ বিজয় করিতেছেন। এই বিজয়া সংশয়, নিশ্চয়, স্মরণ ও মননাদি অন্তঃকরণ বৃত্তি চতুষ্টয় রূপিণী হয়েন। ইঁহা হইতেই প্রাণের ক্রিয়াশক্তি, বুদ্ধির বিজ্ঞানশক্তি, এবং ইঁহা হইতেইচন্দ্র চতুর্ম্মুখ শঙ্কর এবং অচ্যুত এই চারি দেবতার প্রেরণা সিদ্ধ হয়। ইঁহা হইতেই অগ্নির রক্তবর্ণ জলের শুক্লবর্ণ এবং অন্নের কৃষ্ণবর্ণ রূপ। ইঁহা হইতেই অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম রূপে অখিল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির পৃথক পৃথক প্রেরয়িতা প্রকাশ হইয়া জরায়ুজাদি চাতুর্ব্বিধ প্রাণী জাৎকে ক্ষুধা পিপাসা লজ্জা ভয়াদিতে আচ্ছাদন করেন। ইনিই এক অনাদি মায়া স্ব স্বরূপ নিত্য অনিত্য বহুবিধ প্রজা প্রসব করেন, সেই নিত্য অনিত্য, সচৈতন্য অচৈতন্যের মধ্যে যিনি নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ তিনিই অনাচ্ছাদিত সদা-জাগ্রত পদবাচ্য "শিব" আর সকল "জীব" হয়েন। সেই অতুল তেজধর "বিষ্ণুর" যোগনিদ্রা স্বরূপিণী একাদশী বাণী, অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া সকল আচ্ছাদন করিয়া আছেন। কল্পান্তকালে সেই একাদশী ভারতী শেষ শয্যায় শয়নকারী বাসুদেবকে ভজনা করিয়া মহার্ণবে মহার্ণব রূপিণী হয়েন; অতএব, হরিবাসর রাত্রে জাগরণ বিধিও সত্য।

অন্নের মধ্যে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মন, মনের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং জ্ঞান বিজ্ঞান মধ্যে সদানন্দ আত্মাকে যিনি জানেন, সেই বাণী সর্ব্ববস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া নব পত্রিকা রূপা হইয়াছেন। প্রাণের আধার সেই নব পত্রিকা সর্ব্বত্র বিখ্যাতা, যথা—

রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমী, অশোক, মান ও ধান্য। এই

নব পত্রিকাই ফল, পুষ্প, কন্দ, মূল ও অন্নরূপে জীবের প্রাণধারণের কারণ নবদুর্গা হয়েন।

অন্ন হইতে অন্নময়, প্রাণ হইতে প্রাণময়, মনন বাহুল্যে মনোময়, বিজ্ঞানাধিক্যে বিজ্ঞানময় কোষ শিবরূপ হয়। পঞ্চ কোষাত্মক শিবরূপ জীব এই প্রকারে সেই অন্নাধারে অখিল জগৎকে সজীব করিতেছেন ইহাও সত্য। জীবের পঞ্চকোষে বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত ব্রহ্মময়ী বাণী আত্মাকে কর্ত্তা রূপে অহঙ্কারী করিতেছেন; মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত নানা সঙ্কল্প বাহুল্যে কার্য্যরূপে তন্ময় হইতেছেন। প্রাণ, মহান্‌ পদে, আত্মাকে পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান সংজ্ঞায় দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, ঘ্রাতা, মন্তা করত, নানা কার্য্যে বিচরণ করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞানাদি কোষত্রয়ে যে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীর তন্মধ্যে আত্মা তৈজসরূপে স্বপ্ন অনুভব কর্ত্তা এবং বিবিক্ত ভোক্তা পুরুষরূপে চতুর্দ্দশ দেবতা হইয়া স্বপ্নের ন্যায় পিতৃলোকেও সুখ অনুভব করেন। দ্বাদশী বৈষ্ণবী মায়া কুটরূপে বিশ্বাত্মার সহিত বিশ্ব প্রকাশক জ্যোতি বিতরণ করিতেছেন ইহাও সত্য। ত্রিনেত্রা সেই জগন্মূর্ত্তি নিত্য ত্রিগুণীকৃত মহজ্জ্যোতি দ্বারা বিশ্বের নেত্র (দৃষ্টি) রূপিণী হইয়া পঞ্চীকৃত স্থূলভূত সকলকে 'ত্রিবিৎ ২' (ত্রিভাগে বিভক্ত) করিয়াছেন, যথা,—মং বীজাধিষ্ঠাত্রী জগৎ কারণ অগ্নি দেবতায় দশকলা, অং বীজ দেবতা বাস্তব বস্তু সূর্য্যে দ্বাদশ কলা, উং বীজদেবতা চন্দ্রে ষোড়শকলা রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এই ষোড়শ কলাই ক্রিয়া-শক্তি, ভুবনেশ্বরী ধাত্রী তাঁহাতেই বিরাট ভাসমান হয়েন। ইহাই কার্য্যব্রহ্মের রূপ, যাহাকে "বিশ্বদর্শন" বলা যায়। ইহা বিবিধাকারে এক, যথা দেহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়াও এক, তদ্বৎ।

এই তৈজস জ্যোতিত্রয়ের দ্বিভাগে যে পৃথক পৃথক ষড়ার্দ্ধভাগ হয় তাহার প্রথম তিন ভাগ স্বতন্ত্র রাখিয়া অপর তিনভাগকে পুনর্ব্বার দ্বিধা করেন, তাহার এক এক ভাগ অপরাপর ভাগের সহিত সংযোগ করা হইলে ঐ ভারতীবাণী তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন তিনরূপে প্রকাশ হয়েন। পরে প্রথম ভাগের চতুর্থাংশ পুনর্ব্বার স্বকীয় ও পরকীয় দ্বিতীয়াংশে সংযুক্ত করিয়া পঞ্চ পঞ্চ রূপে সম্মিলিতা হয়েন, ইহার নাম পঞ্চীকরণ, যাহাতে এক বস্তু অনেক রূপে জীবত্ব প্রতিপন্ন করে। সোম ও সূর্য্য (অর্ক) সংযোগে অগ্নি দ্বাদশ কলা বৈশ্বানর নামে সকলের বাহ্য ও অন্তরে প্রবেশ করেন। অগ্নি ও চন্দ্র সংযোগে সূর্য্যও সার্দ্ধ দ্বাদশ কলাবান দ্রষ্টারূপে সকল চক্ষুর (দৃষ্টির) চাক্ষুষ (সুদৃশ্য) হয়েন। এই আপনি আপনাকে দেখাকে 'ব্রহ্মদর্শন' বলে। মন, যিনি চন্দ্রমা সূর্য্যাগ্নি সংযোগে তিনিও সার্দ্ধ-ত্রয়োদশ কলা-

বান হয়েন। অতএব সংসারী প্রজাকামী ভগবান মহদাদি বিরচিত ষোড়শ কলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পৌরুষরূপ ধারণ করিয়া প্রথম লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন তদর্থক যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তাহাও সত্য। এই প্রকারে পৃথিব্যাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া, নিষ্কল ব্রহ্ম (সকল) কলা বিশিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়া মহজ্জ্যোতি হইতে 'কালাগ্নিরুদ্র' রূপে প্রকট হয়েন। সেই কালাগ্নি রুদ্রই প্রাতঃ-কালে মহার্ণব-জল হইতে উদয় হইয়া সায়ংকালে আবার সেই জলেই অন্তগত হয়েন, এবং রশ্মি দ্বারা ভূত সকলের প্রাণগণকে ধারণ করিয়া অহরহঃ উদয়াস্ত হওয়াতে তাঁহাকেই 'অদ্যতন' রবি বলা যায়। তিনি সর্ব্বভক্ষ, পঞ্চবক্ত্র, সর্ব্ব-সংহর্ত্তা কাল, সকল জ্যোতিষ্কের সহিত প্রকাশ হয়েন, এবং ঊর্দ্ধাধঃ সকল স্থানের প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ ও প্রসারণ করেন ইহাও সত্য। অদ্য ও কল্য এই শব্দ দ্বয় দ্বারা যে কাল জ্ঞান হয়, ইহার 'অদ্য' শব্দে 'প্রত্যক্ষ সাক্ষীদর্শন' হেতু অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ 'অদ্যতন-রবি'। আর 'কল্য' শব্দে গতাগত কল্য অনুমান হেতুত্বে পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ 'চন্দ্র' রাত্র হয়েন। এই কালত্রয়ের নাম ভূত ভাবী বর্ত্ত-মান। এই ত্রিকাল ভেদে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপ পুরুষ ভেদ হইয়াছে। ভূতকালে অধিভূতরূপ চন্দ্র, ভাবীকালে অধিদৈব রূপ সূর্য্য, এবং বর্ত্তমান কালে অধ্যাত্মরূপ অগ্নি দেবতা "বিশ্ব" হইয়াছেন, যাঁহার অগ্রভাগ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র গ্রহ এবং পশ্চাৎভাগ শনি, রাহু, কেতু রূপ গ্রহ বিগ্রহ হয়েন ইহাও সত্য। চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যা ত্রিষষ্ঠী বর্ণরূপে এই শরীরের যথা স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, অতএব ত্রয়োদশী অর্দ্ধমাত্রা ত্রিকাল সহকারিণী, ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি রূপে ছায়া ও সংজ্ঞা নামে প্রত্যক্ষ কালাত্মা বিভু চতুর্ম্মুখ প্রজাপতির পত্নী (গায়ত্রী) হয়েন। তাঁহাদিগের জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা পূর্ব্বাদি মুখ হইতে 'ঋতং সত্যং' নামধেয় পরমাক্ষর প্রণবের প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব অত্তা প্রজাপতি সূর্য্য আর ওদন (অন্ন) সোম অমৃত হয়েন। অগ্নিতে যে ধূম (অন্ন) দৃশ্য হয় তাহা চন্দ্রের রূপ (কলা), কেন না অনুচ্চার্য্যা পরা ও অপরা বাণী যিনি সার্দ্ধমাত্রা প্রকৃতি, তিনি দ্বিধা হইয়া যেমন প্রাণেতে ওতপ্রোত আছেন, সেইরূপ সোম সূর্য্যেতেও ওতপ্রোত থাকিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারিক অন্ন (ফল) বিতরণ করেন। সেই বাণী চতুর্দ্দশী নামে চতুর্দ্দশ ভুবনপাবনী হইয়াছেন ইহাও সত্য। ত্রিবিৎকরণ দ্বারা রচিত ত্রিপুর মধ্যে আত্মা যাবৎ বাস করেন, তাবৎ ভূত প্রাণী ও স্ব স্ব শরীরে বাস করে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে দর্পণ প্রতিবিম্ববৎ প্রাণীজাতের ও বসোবাস প্রতীতি হয়। বাণীর অভাবে জীবত্বের অভাব প্রত্যক্ষ। সেই অর্দ্ধমাত্রা স্ব মাত্রা

সহ ব্যোমবর্ত্মে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এবং চিত্রিনী প্রভৃতি দশ প্রধান নাড়ী মধ্যে প্রবাহিতা হওয়াতে সূত্রে বস্ত্রের ন্যায় বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ পুরুষ সংসূত্রিত আছেন, অতএব অব্যয়-পরমানন্দে তিনিই মূলসূত্র স্বরূপিনী ওঁকারাত্মিকা হয়েন। শশ, বৃষ, মৃগ, অশ্ব, পুরুষ ও পদ্মিনী, চিত্রিনী, সঙ্খিনী, হস্তিনী প্রভৃতি স্ত্রী চতুষ্টয় একত্রিত প্রকৃতি পুরুষ মিথুনরূপ ধারণ করিয়া ঐ বাণী পূর্ণা, পূর্ণমাসী রূপা হয়েন। স্ত্রী পুরুষ সাধারণ শরীরে (হৃদয় মধ্যে) প্রধানতঃ একশত নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের শত শত শাখা নাড়ীর শাখা ভেদে বাহাত্তর সহস্র হইয়াছে, তাহার মধ্যে মহাজালে রাঘব মৎস্যের ন্যায় আত্মা আবদ্ধ সন্দেহ নাই। এই নাড়ী জালের মধ্যে এক সুষুম্নাই কেবল ব্রহ্মজাল স্বরূপা আমূল ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্তা, তদ্ভিন্ন আর সকল নাড়ী হইতে উৎক্রমন, প্রাণনিঃসরণ হয়। সেই প্রাণাগ্নি মুখে ত্বগাদি সপ্তধাতুর হবন হইলে তাহা হইতে বিরাট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই প্রথম প্রকাশিত পুরুষের অন্তরে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি, অথবা সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজমান যে পুরুষ তিনিই বিরাট নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অগ্নি তাঁহার মস্তকে চন্দ্র সূর্য্য চক্ষুদ্বয়ে, দিক সকল শ্রোত্রে, বেদ বাক্যে, বায়ু প্রাণে, বিশ্ব (জীব) হৃদয়ে, পৃথিবী তাঁহার পদদ্বয়ে অবস্থিতা। অতএব বিশ্ব বিরাটে তৈজস সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভে এবং প্রাজ্ঞে ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। এই পুর সকল মনঃসঙ্কল্প মাত্রে নির্ম্মাণ করিয়া অমাবস্যা পূর্ণমাসী সন্ধিতে সেই প্রতিপৎ-মিথুন বাগবাণী প্রকৃতি পুরুষাকারে বাস করেন। এই বৈরাটী বাণীদেবীর ধ্যান মূলে অনেক বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে এখানে তাহা সংক্ষেপে লিখিত (উদ্ধৃত) হইল, যথা,—

"নৈঋতীস্থাং স্মরেদ্বিদ্যাং কলাকাষ্ঠাস্বরূপিনীম্।
চৈত্যতত্ত্বেষিতাং দেবীং সদসদ্বস্তুব্যাপিনীম্॥
চিদাভাসাং সদানন্দাং সচ্চিদানন্দদায়িনীম্।
নির্গুণাং ত্রিগুণাধারাং ত্রিগুণাং গুণরূপিনীম্॥
অতসীকুসুমাকারাং ভ্রূভঙ্গভঙ্গিতাস্তুতিম্।
চন্দ্রার্কহুতভুক্ নেত্রাং ত্রিনেত্রাং নেত্ররঞ্জিনীম্॥
অধরারুণ বিস্ফুরাং দিক্শ্রোত্রীং শ্রবণশ্রুতিম্।
হ্লাদিনী বিলসদ্দন্তৌ রসনারসরূপিণীম্॥
ঈষদ্ধাস্য মুখীং পূর্ণাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্।

কৃষ্ণকেশী ঘনাকারাং সোমার্কভ্রান্তিভাবিনীম্ ॥
গণ্ড কুণ্ডল সন্দোল ব্রহ্মাণ্ডান্দোলিতদ্যুতিম্।
নেত্র জ্ঞানাঞ্জনবতীং অর্দ্ধেন্দুধৃতশেখরীম্ ॥
নাসাগ্র মুক্তাসল্লোল জীবন্মুক্ত দিশন্নিভাম্।
সুগ্রীবাং সুকলকণ্ঠীং শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠকণ্ঠিনীং ॥
বিচিত্রবসনাং শান্তিং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
একানেকভুজাং ধাত্রীং নানাস্ত্রশস্ত্রধারিণীম্ ॥
পঞ্চকোষান্তরচরীং ত্রিলিঙ্গলিঙ্গলিঙ্গিনীম্।
সকারণস্থূল সূক্ষ্ম সার্দ্ধত্রিবলয়াবৃতাম্ ॥
সিংহস্থাং সিংহকঙ্কালীং কেন নালাবম্বিনীম্।
সুগভীরকঞ্জনাভীং ত্রিমাত্রাত্রিবলিবৃতাম্ ॥
আনন্দকন্দসন্দোহ স্ফুরৎফুল্ল নিতম্বিনীম্।
ত্রিপদাং বিপদাং গোপ্ত্রীং চতুষ্পদীং পরাপদাম্ ॥
পদাব্জসুরভির্গন্ধভৃঙ্গবদ্ভক্ত লোলুভাম্।
রত্ননূপুরসিঞ্জিত চিদব্যক্ত কলস্বরাম্ ॥
করপদাঙ্গুলশ্রেণী মুদ্রামুদ্রিত মুদ্রিকাম্।
যত্তৎপাদলক্ষ্যলক্ষি মোক্ষলক্ষ্মীমহং ভজে ॥”

ভুবনপাবনী এই বাগ্দেবী যিনি পূর্ণমাসী রূপে যোগমায়া এবং অমাবাস্যাকাবে ভোগমায়া; যিনি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আত্মিকাভক্তিরূপে দ্বিধা হইয়াছেন; যিনি নিবৃত্তি ভক্তিরূপে সদা সমাদি ষটসম্পদযুক্তা এবং প্রবৃত্তি ভক্তিরূপে কামাদি ষট্-সম্পদ / সবিতা হয়েন। যিনি পক্ষদ্বয়ে মাসকালের ন্যায় পরা অপরা শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত করিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পথের পথিক ভক্তগণকে সম্পদদ্বয়ের অধিকারী করত গমনাগমন করাইতেছেন, তাঁহার নবাক্ষর মন্ত্র প্রকাশার্থ কহিতেছেন, যে,—

“প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ,
“তদুত্তরে স্থিরমায়া কামেন পুটিতো হরিঃ।

"পরাবীজমথোচ্চার্য্য যোজয়েৎ বহ্নিজায়য়া,
"মন্ত্ররাজমিমং ভদ্রে পরায়াঃ পরমং পরম্" ॥

অর্থাৎ অগ্রে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীপ্রণব উদ্ধার করিবেক, তদনন্তর স্থির মায়া ও কাম বীজ পুটিত হরির বীজ উদ্ধার করিয়া পশ্চাৎ পরাবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিজায়ায় যোজনা করিবেক। হে ভদ্রে হংসিকে! এই মন্ত্ররাজ জপ দ্বারা পরার পর পরমা বিদ্যা প্রসন্না হয়েন। যথা,—

ওঁ[১] "হ্রীং[২] হ্লীং[৩] ক্লীং[৪] ক্ষ্ৰৌং[৫] ক্লীং[৬] ক্লীং[৭] ক্রীং[৮] স্বাহাঃ[৯]" ॥—অন্যান্য বীজ যথা,—

"ওঁ হ্রীং দুং স্ত্রীং হ্রেং ঐং গৈং হ্রুং ব্রেং শ্রীং ইত্যাদি"। পুনশ্চ,-

"এতানি বীজানি সুখপ্রদানি শিবস্য বিষ্ণোর্গণেশসূর্য্যয়োঃ সর্ব্বানি শক্তের্ভবন্তি ভাবিনি তৎসেবকানাং প্রভবায়ভূত্যৈ। প্রত্যেকঞ্চ দ্বয়ঞ্চৈব ত্রয়মেতদনুত্তমম্। চতুর্থং পঞ্চমং বীজং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্ ॥ তন্নাম্না সহ সংযোজ্য চতুর্থং তেন ভাবিনি। প্রণবাদি নমোহন্তেন জপ্ত্বা সিদ্ধির্মবাপ্নুয়াৎ ॥ মারণে যোজয়েদস্ত্রং স্বস্তি মাঙ্গল্য কর্ম্মণি। উচ্চাটনে হৃদয়ঞ্চ শিরো যোজ্যবসং নয়েৎ ॥ শত্রূণাং বিদ্বেষে প্রাপ্তে শিখাং সংযোজয়েদ্বুধঃ। নেত্র ত্রয়ং স্তম্ভনে স্যাৎ স্বধান্তঃ পুষ্টি মা বহৎ ॥ কবচেনাবৃণোদ্গাত্রং মন্তুল্যো বিচরেৎ কবিঃ। সর্ব্ব সিদ্ধীশ্বরো ভূয়াৎ যো জপেৎ পরমাক্ষরীম্" ॥

উত্তমাধিকারী স্বয়ং এই ব্যবস্থা বুঝিয়া লইবেন, সাধারণের ইহাতে তাদৃশ রুচির অভাব দর্শনে ভাষার্থ করিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। অপিচ,—

"শ্বেতাশ্বেত গতিস্তত্র ভবায় চাভবায় বৈ,
যথাধিকারিণাং প্রাপ্তে ভবতস্তে যথাক্রমম্।
চৈত্যতরৌ ভবেত্ত্রাসো রসলাবণ্য লালিতঃ,
রসনানাং সরসেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥

ই প্রধানং পরাবাণী তমাত্রার্দ্ধা পরা স্মৃতা,
অমাত্রো সৌ তয়োর্ম্মধ্যে যদিত্যব্যয়মুচ্যতে ॥
অবিতর্কা·তমাত্রার্দ্ধা সা পরা পূর্ব্বভাগিনী,
অর্দ্ধমাত্রা বিতর্কা বৈ যা চৈবোত্তর গা ভবেৎ ॥
উভয়োরন্তরে সন্ধৌ তুরীয়ং ব্রহ্মচিন্ময়ং,
ভাসতে বিশ্বভূতো সৌ সগুণশ্চেশ্বরো ভবেৎ ॥
সো মাত্রঃ পূর্ব্বরূপঞ্চ পরা চৈবোত্তরং পরং,
সা পরা তত্র বৈ সন্ধির্ব্বিশ্বভূতার্দ্ধ মাত্রিকা ॥
অখণ্ডমণ্ডলং ধামং যদেতদ্রাস মণ্ডলং,
তদ্ভাসা ভাসিতং বিশ্বং বিভাতি ব্রহ্ম তন্ময়ম্” ॥

অর্থাৎ স্বীয় শক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে অহরহ রাস বিহার করিতেছেন তাহা “চিৎ” শব্দে সপ্রমাণ হইয়াছে। চিৎ শব্দের ই পরাবাণী এবং “ৎ” অর্দ্ধমাত্রা অপরাবাণী, এতদুভয়ের মধ্যে চ কার শব্দে যে অ কার অব্যক্ত “অক্ষর” রূপে আছেন, তিনি চিন্ময় ব্রহ্ম হয়েন। অতএব গোপিনীদ্বয় মধ্যে হরি, শ্বেতাশ্বেত* অর্থাৎ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি বা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ পথের পথিক (অধিকারী) আত্মা রূপে আপনি আপনাকে বদ্ধ ও মুক্ত করিয়া সদানন্দে রাস· ক্রীড়া করিতেছেন। এই রাসলীলা যেমন ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ যোগিনী দ্বয় মধ্যে আদ্যা শক্তি অথবা ভৈরব দ্বয় মধ্যে মহাকালের লীলা, তন্ত্র পুরাণাদিতেও বর্ণিত হইয়াছে। বাণীভেদেই ভেদ বোধ হয়, চিৎ শব্দে ভেদাভাব ইহাও সত্য। অখণ্ড মণ্ডলাকার যে নিত্য “গোলকধাম” অথবা “কৈলাশ ধাম” তাহা চিৎ শব্দে প্রকাশ হয়, তাহারই নাম “রাসমণ্ডল” অথবা “প্রকৃতিচক্র” বলা যায়, তাহারি প্রকাশে বিশ্ব ব্রহ্ম-তন্ময় বোধ হয়, ইহারি নাম বিবর্ত্তবাদ। সেই রাস মণ্ডল নির্গত সপ্তমরীচীকা, সপ্তগুণ প্রাপ্তে, একোনপঞ্চাশৎ প্রাণ পবন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সপ্তগুণ যথা,—নিমিষণ, উন্মিষণ, সংকোচন, প্রসারণ, স্পর্শন, প্রলপন, শ্বসন। তাহাতে রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্বগুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে রুদ্র
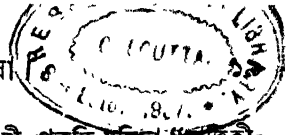
* শ্বেতাশ্বেত,—শুক্ল কৃষ্ণ।

পৃথকরূপে অবস্থিতি করেন। আসুরী রাক্ষসী, ও তামসী প্রকৃতি সহিত "সাত্ত্বিকী-পরাবাণী" তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। দেবাসুরী ও আসুরী রাক্ষসী সম্পদে সন্নিবিষ্টা দ্বিবিধা সার্দ্ধমাত্রা (চ্‌ৎ) কালে পুরুষ কর্ত্তৃক ঈক্ষিতা হইলে (চিৎ) ইচ্ছাশক্তিরূপে বিক্ষেপ ও আবরণ অর্থাৎ প্রাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। উর্দ্ধে উন্নয়ণকারী বায়ু প্রাণ, অধোনেতা অপান, আর তদুভয়ের মধ্যে আবদ্ধ যিনি তিনি অমাত্র, সুষুম্নাস্থ সমানবায়ু-লক্ষিত নিষ্কল আত্মা; (গোপিনী মধ্যবর্ত্তী "রাস-বিহারী" শ্রীকৃষ্ণ) সাক্ষীরূপে লীলা মাত্র করেন। সেই বিশ্বভূত চিদাত্মা চক্ষু শ্রোত্র নাসিকা মুখ প্রভৃতি দুই দুই ছিদ্র মধ্যে স্বয়ম্ভূ "প্রাণ" রূপে আর বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থে "অপান" রূপে অধিষ্ঠিত, আবার উভয়ের মধ্যে হৃদয়ে, সুষুপ্তিস্থানে "সমান"বায়ুরূপে হুত অন্ন সমন্বয় পূর্ব্বক সপ্তার্চ্চিশ "সূর্য্য" রূপে সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া মস্তকে "সপ্তশির্ষণ্য" নামে উদয় হয়েন। সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী ব্যান, আর কণ্ঠস্থ উদান স্বরগণকে বহিষ্কৃত করিতেছেন। অতএব সোমরূপা ইড়া সূর্য্যরূপ পিঙ্গলা বাম দক্ষিণ ভাগে, মধ্যে অগ্নিরূপিণী সুষুম্না অবস্থিতি করিয়া এক অখণ্ড মহাকালকে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়ং কালত্রয় রূপে প্রকাশ করিতেছেন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী সায়াহ্নে মাহেশ্বরী নামে বেদভেদে রূপত্রয় ভেদ করিতেছেন। সেই বালা, যুবতী ও বৃদ্ধাকারে ত্রিদেবধারিণী সুষুম্না নাড়ীগতা হয়েন, যে সুষুম্না পরা উৎকৃষ্টা নাড়ী নামে যোগী ও জ্ঞানীগণের নির্গমন পন্থা স্বরূপা হয়েন। এই সুষুম্নান্তর্গতা অগ্নিরূপিণী (প্রাণশক্তি) ক্রিয়াশক্তির সপ্ত জিহ্বার নাম কালী[১], করালী[২], মনোজবা[৩], সুলোহিতা[৪], ধূম্রবর্ণা[৫], ভারতী[৬], স্ফুলিঙ্গিনী[৭] এবং বিশ্বরুচী[৮]· ইহা শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, যাঁহারা সপ্ত সিদ্ধযোগিনীরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি শিরস্থ সপ্ত ছিদ্রে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ভবভীত ভক্তগণের সুখার্থ অবলেহনাদি রসানন্দ কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন। এই সপ্ত শক্তিপ্রভাবে ঐ সপ্ত দেবতার শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন স্পর্শনাদি বিষয় জ্ঞান হয় ইহাও সত্য। অতএব সমানবায়ু দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত অন্ন রসাদির স্থূল ভাগ মলমূত্র হইয়া অপান দ্বারা নির্গত হয়, মধ্যম ভাগ মাংস হইয়া প্রাণ দ্বারা অস্থি সংলগ্ন হয়, আর সূক্ষ্ম সার ভাগ বল রক্ত, মজ্জা বীর্য্য হইয়া সুষুম্না দ্বারে আত্মসাৎ হব। এতাবতা কাষ্ঠাগ্নি সংযোগে ধূম, ধূম হইতে জল, জলে মূত্র রুধির, এবং অন্ন হইতে রস উৎপন্ন হইয়া তৎ সমস্ত একত্রীভূত (মিথুন) হয়, আর শুক্র স্বরূপ নির্ধূমাগ্নি আত্মাতে ঐ রস যখন আহুতি প্রদত্ত হয়, তখন তেজ মজ্জা অস্থি আর মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকারে হেয় ও উপাদেয় (প্রিয় অপ্রিয়) ভেদে অদ্ভুত বিশ্ব

কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেবল শুদ্ধসত্ত্বায় তাহা হয় না। সেই শুদ্ধসত্ত্বা বীজ রূপে সাক্ষী মাত্র থাকেন এবং আছেন, প্রকৃতিদ্বয় সংযোগে পৃথিবী জল বায়ু সংযোগের ন্যায় সেই বীজে অঙ্কুর হইয়া বৃক্ষবৎ বিশ্ব (জীব) প্রকাশ হয় মাত্র। অঙ্কুর প্রকাশে বীজের নাশ হয় না, সূক্ষ্মরূপে সেই বৃক্ষেই থাকে, কালে ফল হইতে পুনর্ব্বার প্রকাশ হয়, সেই রূপ জীবাকার আত্মা কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনর্ব্বার ব্রহ্মস্বরূপে স্বকর্ম্মের সাক্ষী রূপ থাকেন। অপিচ,—

পূর্ব্বে দ্রষ্টা কেবল এক আত্মা মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি ঈক্ষণ দ্বারা দৃশ্যা স্ব মায়া প্রকৃতিকে জায়া কল্পনা করিয়া পতি পত্নী ভাবাপন্ন হইলেন এবং "একা আছি প্রজাবৃদ্ধি করিয়া অনেক হইব" ইত্যাদি সঙ্কল্প করিলেন। এই শ্রুতিতাৎপর্য্য প্রকাশক শাস্ত্রান্তরের আলোচনায় কহিতেছেন যে,—

প্রকৃতি পুরুষ অসংযোগে পরাবাণী (অব্যক্তাবাণী) নামে থাকেন। তৎস্বরূপে তিনি বুদ্ধি রহিতা নাদ রহিতা, অক্ষর রহিতা, বিন্দু বিসর্গ রহিতা, কেবল চিন্মাত্র তত্ত্বে অবস্থিতি করেন। সেই পরাবাণী অন্তঃকরণ চতুষ্টয়াত্মক মূল প্রকৃতিস্থ (স্বয়ম্ভু) তৈজস পুরুষ সংযোগে স্বর রূপা হয়েন। সেই স্বর ষড়, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ নামে সপ্ত। অতএব পরাবাণী আদৌ নাদরূপা হয়েন। পরে পশ্যন্তীবাণী জ্ঞানময়ী পরাপর বিচার রূপিণী শুভাশুভ সদসৎ অনুভবকারিণী পরব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপান সদৃশী হয়েন। অপার সংসারান্ধকাররূপিণী মূল প্রকৃতি মায়া বা জড়া অবিদ্যার পার উত্তীর্ণা সেই নাদময়ী পরাবাণী (বিদ্যা) পশ্যন্তী নামে পুরুষ যুক্তা মধ্যমা বাণী হয়েন। অতএব "শব্দানাং জননী" এই শ্রুত্যর্থে অব্যক্ত-নাদা নাদময়ী হইয়া শব্দরূপে নিরবয়ব আকাশ শরীরী চিদাত্মা পুরুষে প্রকাশ হয়েন ইহাও সত্য। নাদশব্দার্থে প্রাণ, অগ্নি, সূর্য্য,—যথা,—ন কার প্রাণ, দ কার অনল, আ অধিদৈব সংযোগে "নাদ" অর্থাৎ শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই "নাদ-শ্রুতি" দ্বাবিংশতিরূপে শ্রুতি জনক হয়েন। শ্রুতি হইতে সপ্ত স্বর ও নানাকারা মধ্যমাবাণী হইয়াছেন। সেই "শ্রুতিমাত্র" মধ্যমাবাক্ পুরুষ (বিরাট) সংযোগে "বৈখরী" নামে অক্ষরাত্মিকা ও উচ্চার্য্যা হইয়াছেন ইহা ঋগাদি চতুর্ব্বেদ বাক্য অবলোকনে কাণ্ডত্রয়ে প্রতিপাদিত হয়। এই "শব্দব্রহ্ম" বাণী মধ্যেপরমাত্মার উল্লাস প্রতীতি হইয়া থাকে, যেহেতু "পঞ্চবিংশতি সহস্রাণি পরব্রহ্মবাচা ভাতি" ইত্যাদি শ্রুতি সম্বাদ ও দৃশ্য হইতেছে।

বেদ সমুদায়ে ব্রহ্মবাক্য ও ঋষিবাক্যে বিভক্ত। ঋক্ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অথবা ঋগ, গদ্য, সাম ও মন্ত্র একত্রিত সংখ্যা যথা,—চরণব্যূহ ও আর্য্যবিদ্যা সুধাকরে—

ঋগ্বেদ ঋচা...............১০৫৮০
যজুর্ব্বেদ-গদ্য............ ১৮০০০
সামবেদ-সাম............ ৮০১৪
অথর্ব্ববেদ-মন্ত্র...... ....১২৩০০

সমষ্টি—৪৮৮৯৪
পরব্রহ্ম বাচাঃ-.............২৫০০০

ঋষিবাক্য-অবশিষ্টঃ— ২৩৮৯৪

২৫০০০ অপৌরুষেয় বীজ বাণী আর ২৩৮৯৪ পৌরুষেয় মূলবাণী পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ষড়ঙ্গ দর্শনাদি শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ক্রমাকার হইয়াছেন।

সেই বিদ্যাশক্তিরূপিণী পরমার্থ তত্ত্বযুক্তা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী বাণী অব্যক্ত ব্রহ্ম রূপকে বর্ণাকারে, ব্যক্ত স্বরূপে, প্রকট করেন, যদ্দ্বারা বিদ্বানগণের হৃদয়ে সদসৎ সংসারের সত্যতা প্রতিভাসমান হয়। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ, শুক্তি-কায় রজত, মরিচীকায় জল, জলে ফেণ, আকাশে মেঘ, তদ্রূপ মায়া মিথ্যা ও তৎ-প্রবর্ত্তক অধিষ্ঠান পরমাত্মা সত্য আছেন, ইহা ঐ চাতুর্ব্বিধ বাঙ্ময় বেদ-মহাবাক্যের বিচার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে, অন্য উপায়ান্তর নাই। অতএব আকাশের ন্যায় ব্যাপক পরব্রহ্ম সমস্ত প্রপঞ্চান্তর্যামী রূপে অবস্থিতি করেন অথচ মায়াধিকারে ভ্রমণকারীরূপে দৃশ্যও হয়েন, এতদুভয় ভাব প্রকাশিকা বাণীই মুখ্যা। যাঁহার সত্যতায় মিথ্যা জগতের সত্যতা ভাসমান হয়, সেই এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবিদ্যাবন্ধনে নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, এই নানা দর্শন নিষেধ পূর্ব্বক এক সমদৃষ্টি প্রদানার্থ শ্রুতি কহিয়াছেন যথা,—

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মনেহ নানাস্তি কিঞ্চন,
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"।

অর্থাৎ যাঁহার সত্যতায় জগৎ সত্যতা প্রতিভাসমান হয় সেই ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়,—'কেবল একরূপ' মাত্র;—নানারূপ যাহা দৃশ্য তাহা কিছুই নয়, অর্থাৎ তাহা মায়াবিকার 'মিথ্যা'। সেই অখণ্ড এক রূপকে যে নানা অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড দেখে—মায়া দৃষ্টিতে, অবিদ্যা দৃষ্টিতে দেখে, সেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ এই সদ্বিতীয় সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। নানাত্বের আসঙ্কা আছে, নচেৎ 'এক' বলিবার প্রয়োজন হইত না।

বিদ্যা অবিদ্যাযুক্ত দৈবী আসুরী সম্পদে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা অর্থাৎ 'সত্য ও মিথ্যা' উভয় দেশে ব্যাপ্ত এক বৈ দুই নয়, 'ইহাই নিশ্চয় ইহাই নিশ্চয়' বলিয়া

বাঙ্ময়ী স্বরস্বতী, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু উভয়কেই উপদেশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্ধা অর্থাৎ চতুর্ম্মুখী বা চতুর্ম্মুখ-সেব্যা চতুরাননী গায়ত্রী নামে বেদময়ী হইয়াছেন; এই কারণেই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া পুরণাদিতেও বর্ণনা করেন। অপরঞ্চ—

'বাসুদেব পরব্রহ্ম,—সচ্চিদানন্দময়মাত্মাব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য দেবতা যিনি, তিনি সৃষ্টি কামনায় ঈক্ষণ দ্বারা লোক সৃজন করেন। 'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুররূপ ঈয়তে,—তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। অকারো বৈ সর্ব্ববাক্' ইত্যাদি, শ্রুতিমতে যেমন অকার হইতে সকল বাক্য উৎপন্ন হয়;—যেমন কার্য্য কারণের অভেদত্ব হেতু অকারই সকল বাকরূপে বিবর্ত্ত হয়েন,—যেমন বাক্য সকল স্পর্শ উষ্ম তৈজসাদি নামে বিভক্ত ও স্বর ব্যঞ্জনাকারে বহুবাণী রূপী হয়েন, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানাজ্ঞান ভেদে নানা প্রকার জীবাকারে প্রতীতি হয়েন; ত্রিষষ্ঠী বর্ণাত্মিকা পরাবাণী, পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা পশ্যন্তীবাণী, দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মধ্যমাবাণী, এবং স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরত্রয় ব্যাপিনী একপঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা বৈখরীবাণী রূপে প্রকট হয়েন। অকারাদি এক-বিংশতি স্বর; হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতভেদে অ ই উ বর্ণ ত্রিবিধ, ত্রিগুণে .... ৯, ঋ ৯ বর্ণদ্বয় প্লুতহীন দ্বিবিধ দীর্ঘ, তাহাতে..... ৪, দীর্ঘহীন সন্ধি অক্ষর ..৮, একত্রিত ২১। ক আদি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণ তম, তামিস্রাদি অবস্থায় ঘোষবতী ও অঘোষবতী ভেদে পঞ্চ পর্ব্বা প্রকৃতি পঞ্চ পঞ্চ বর্গে বিভক্তা হইয়াছেন। আর পঞ্চ অনুনাসিক ও অন্তস্থ চারিবর্ণে স্বরসন্ধি ভেদযোগে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হয়। বিসর্গ অনুস্বার জিহ্বামূলীয় উপদ্ধানীয় 'অবসান' নামে প্রসিদ্ধ। এবম্প্রকারে যেমন বর্ণের, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের (মায়া পরমাত্মায়) পরস্পর সহায়ে শিরস্থ সহস্র দল কারণ শরীর হইতে সপ্তচক্র ব্যাপিয়া বৈখরীরূপে বাচ্যবাচক পদে ত্রিষষ্ঠী বর্ণাত্মিকা পরাবাণী বিভক্তা হইয়াছেন। অকারাদি ষোড়শ স্বর, ককারাদি পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণ এবং যকারাদি অষ্ট অন্তস্থ ক্ষকার সহিত পঞ্চাশদ্বর্ণে মূলাধারাদি ষটচক্রস্থ সূক্ষ্ম শরীর ব্যাপিয়া পশ্যন্তীবাণী বিভক্তা আছেন। অকারাদি চতুর্দ্দশ স্বর, কীলক স্থানীয় বিন্দু বিসর্গ, পঞ্চবিংশতি স্পর্শ, অষ্ট অন্তস্থ প্রণব সহিত দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণে হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানে মধ্যমাবাণী বিভক্তা হইয়া ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে একপঞ্চাশদ্বর্ণে 'বৈখরী' (প্রকট) হইয়াছেন। সেই বাণীকেই বৈদিকেরা 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। শব্দব্রহ্ম সাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে। পরব্রহ্ম প্রতিপাদন হেতু তটস্থ লক্ষণা দ্বারা শব্দব্রহ্মের সত্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'এতস্মাজ্জায়তে

প্রাণো'—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—ইত্যাদি শ্রুতিকে তটস্থ লক্ষণাবাণী বলা যায়। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বকর্তৃত্ব অন্যে সম্ভবে না এ নিমিত্ত শব্দার্থ সাধক বর্ণ দ্বারা অব্যক্ত (তৎপদলক্ষিত) ব্রহ্ম ক্রমে বর্ণাকারে তন্ময় ও ব্যক্ত (উচ্চার্য্য, অথবা বোধগম্য) হইয়াছেন, ইহাই নিশ্চয়।

তৎপদলক্ষিত সেই পরমাত্মা এই প্রত্যক্ষ জীবাত্মারূপে বুদ্ধিবিবরে প্রবিষ্ট প্রাণবায়ুতে শব্দময় কারণ শরীরে মনোময়, সূক্ষ্মশরীরে মাত্রা স্বরময়, স্থূলশরীরে বর্ণাক্ষরময় হইয়া প্রামাণ্য হইয়াছেন। যেমন অব্যক্তাবাণী বাহ্যে নানা বেদ-শাখা পদ ভেদে অতি স্থূলা হইয়াছেন, সেইরূপে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর পরমাত্মা কর্তৃত্বা-ভিমানে অতি সূক্ষ্ম অতি স্থূল, বিধি নিষেধাধিকারী 'বিরাট' হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর হইয়াছেন। সংসার-ব্যবহার নির্ব্বাহ উদ্দেশ প্রসঙ্গই জীবত্বের কারণ। এই অবস্থাতে এই মায়োপহিত অবস্থাতে, মায়া প্রভাবে, বদ্ধত্ব উপলক্ষে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত—মুক্তির নিমিত্ত তাঁহার কর্ম্মের কর্তব্যতা রূপ বিধি নিষেধ মান্য করিবার অধিকার, চিত্তশুদ্ধি হইলে, স্ব স্ব রূপ-প্রাপ্তি হইলে আর বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকে না, প্রত্যুত কর্ম্ম জাড্য পরিহার পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কর্ম্মের অনাদর করতঃ বিচরণ করেন, কারণ রোগীর রোগ নিবৃত্তি হইলে ঔষধি সেবনের ব্যবস্থা আর তাহার প্রতি প্রযোগ হয় না। অন্য রোগীর প্রতি হয়। কি প্রকারে আত্মা দেহ প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তদর্থে কহিতেছেন যথা,—

"সএষ জীবো বিবর প্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ"।

অর্থাৎ (সএষ) সেই এই প্রসিদ্ধ পরমাত্মা জীবাকারে, বুদ্ধিবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া, নাড়ীজালপ্রপঞ্চে শরীরধারী হইয়া,—গমনাগমন করিতেছেন। 'অপানি পাদ' পরমাত্মার গমনাগমন সম্ভবে না! অতএব কহিতেছেন যে প্রাণের সহিত 'মনোময়' সূক্ষ্মরূপে,—পরা পশ্যন্তী মধ্যমাবাণী রূপে, মাত্রা স্বর বর্ণাকারে (স্থবিষ্ঠ) স্থূল, নানা বেদশাখাত্মক 'বহির্গত-তেজ' * হইয়াছেন।

'চত্বারি বাক্ পরিমিতানি, তানি বিদুর্যেব্রাহ্মণা মনীষিণঃ
গুহায়াং ত্রীনি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা
বদন্তি ইতি'।

---

* বহির্গত-তেজ,—বাহ্যজ্ঞান বিশিষ্ট।

অর্থাৎ চারি প্রকার বাণীর আদ্যত্রয় অব্যক্তা, কারণরূপিণী ঈশ্বরাত্মিকা আর চতুর্থী কার্য্যস্বরূপা জীবাত্মারূপিণী অপরোক্ষ জ্ঞানদায়িনী প্রকাশময়ীস্থূল বিরাটাখ্যা হয়েন, অধ্যাত্মকুশল ব্রাহ্মণেরা বাণীর এই চারি প্রকার পরিমাণ জানেন। স্থূলা বৈখরীবাণীই মনুষ্য মুখ হইতে ক্রমাবস্থায় নির্গতা হয়েন। মনুষ্য উপলক্ষে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণী মাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবেক। অন্যচ—

যিনি 'মিত্রাবরুণ সদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টীঃ বর্ণানন্তঃ প্রকট করণৈঃ প্রাণ সংগাৎ প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথম মুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধি সংস্থাং বক্তে্‌ করণ বিশদাং বৈখরী চ প্রপদ্যে'—ইত্যাদি প্রমাণে 'চন্দ্র সূর্য্য (প্রাণাপাণ) সদন, সুষুম্না সন্ধি হইতে ত্রিষষ্ঠী বর্ণরূপকে হৃদয়ে মধ্যমাকারে প্রকট করেন, সেই বুদ্ধিস্থা পরাপশ্যন্তী এবং বক্তে্‌ করণস্থা বৈখরী, নির্ম্মলা বাগ্‌বাণী—দেবীর সর্ব্ব প্রকারে শরণাপন্ন হইয়া তদধিষ্ঠান পরামাত্মাকে আপনাতে প্রত্যক্ষ কর। ইত্যাদি বাক্যেও উপলব্ধি হয় যে প্রকাশমাত্র তাবৎ বস্তুই বাঙ্ময়। করণ শব্দে "প্রযত্ন সহকারে অভিলষিত বস্তু গ্রহণ স্থান, একারণ স্থান-করন প্রযত্নে বর্ণ সকল শব্দায়মান হইয়া থাকে ইহা ব্যাকরণে (বেদাঙ্গে) উক্ত হইয়াছে। করণ অষ্ট, অতএব অষ্ট স্থান নিরূপিত আছে, যথা,—মূর্দ্ধা, কণ্ঠ, মুখ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাশিকা, ওষ্ঠ ও তালু। অতএব অবর্ণ কবর্গ হ এবং বিসর্গঃ কণ্ঠ্যা, ইবর্ণ চবর্গ য শ তালব্যা, উ বর্ণ প বর্গ উপদ্ধানীয় ওষ্ঠ্যা, ঋ বর্ণ ট বর্গ র ষ মূর্দ্ধণ্যা, ৯বর্ণ ত বর্গ ল স দন্ত্যা, এ ঐ কণ্ঠতালব্যা এবং ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্যা, বা দন্তোষ্ঠ্যা বিন্দু অনুনাসিক হয়েন। আত্মকৃত প্রযত্ন বাহ্য ও অভ্যন্তরে অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়েন ইহার বিবরণ বাহুল্য। আত্মা সমবুদ্ধ্যাধীন প্রকৃতিস্থ মনের (প্রধান করণের) ভাব অর্থ প্রকাশাভিপ্রায়ে মহতি কায়াগ্নি প্রেরণা দ্বারা শব্দময় মারুতকে বাঙ্ময় এবং বাঙ্ময়কে বর্ণময় (রূপবান) করিয়া স্বয়ং প্রকট হইতেছেন। অপরন্তু—

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অবয়ব স্বরূপ ('আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' ইত্যাদি বেদান্তসূত্র প্রমাণে) চিন্ময় মহান্‌ আকাশই ধৃত হইয়াছেন। আর বিরাট বা বিশ্ব (জীব) দেহ মধ্যবর্ত্তী অবকাশ স্থানকেও সগুণাকাশ বলা যায়, যথায় শব্দ হয়। সেই শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ মধ্যে বায়ু (প্রাণ) যথা তথা মন্দ মন্দ গতি ও বেগ বিশিষ্ট শব্দকারী স্বর উৎপাদন করিতেছেন। করণ প্রযত্নে শরীরস্থ বৈশ্বানর অগ্নির তেজে স্থানগুণে বিভাগকৃত হইয়া ঐ স্বর বৈখরী নামে মুখ হইতে নির্গত ও বর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাকেই 'শব্দ' বলা যায়। এই স্বরকে অন্তর্যামী রূপে যিনি দেখেন, তিনি পশ্যন্তী বাণীতে অধিষ্ঠিত বালাখ্য আত্মা। তিনিই কণ্ঠে মধ্যমাবাণীকে

উচ্চারণ যোগ্যা ও মুখ জিহ্বাগ্র হইতে বৈখরী বাণীকে নির্গতা করিয়া মনোগত অর্থ প্রকাশ করেন, এতাবতা স্বশক্তিতে আসক্ত নিরবয়ব আত্মা জানিবার যোগ্য, (জ্ঞানগম্য) হইয়াছেন এমত প্রসিদ্ধি আছে। অতএব মিত্র শব্দে সূর্য্য পিঙ্গলান্তবর্ত্তী চৈতন্য অগ্নি, যিনি প্রাণ ও অত্তা আর বরুণ শব্দে চন্দ্র যিনি ইড়ান্তবর্ত্তী চৈতন্য রয়ি, যিনি অপানগতা ওদন হয়েন। ইত্যাদি বিষয়বাক্য বিচার দ্বারা অধিদৈব পিনাকধৃক্ পরমাত্মা প্রাণাপান মিথুন ব্রহ্মসদন (প্রজাপতি) হইতে শীতোষ্ণাদির ন্যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ছায়া আতপের ন্যায়, ত্রিষষ্ঠী বর্ণাকারে আবির্ভূত অধ্যাত্ম পশুপতি যজমান রূপ হয়েন ইহাও সত্য। এতদর্থে শ্রুতি যথা,—

'একো অজঃ সগুণেশ্বরঃ ত্রিরূপা স্বযোনি মায়াতে আত্মতুল্য অনেক (প্রজা) প্রকৃতি বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন করেন এবং পালন করেন। আবার অন্য নিত্য পূর্ণ-কাম সচ্চিদানন্দ নির্গুণ স্বরূপে তৃপ্ত হইয়া ভুক্তান্নশেষ জ্ঞানে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রও হয়েন। ভুক্তভোগা নিরসা মায়াকে হেয়ত্বে পরিত্যাগ করাতে অন্নরসজ্ঞতা ভাব, অর্থাৎ পূর্ব্বপরম্পরা ভোক্তৃত্ব অভিমান আদি-বেদ ঋগ্বেদোক্ত অ কার অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রতাভিমানী "অগ্নির্দেবতা" ব্রহ্মাতেই সম্ভব, ইত্যাকার মীমাং-সার অভিমতে "অগ্নিমীড়ে" ঋচাগর্ভ বৈখরী বাণীর সাহচর্য্য প্রাপ্তিহেতু "প্রজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম", এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত স্বামীজী কহিতেছেন যে, ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম ভোক্তা ও অভোক্তা (দাতা) পদবাচ্য একই পরমাত্মা, প্রজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে এক কালেই দ্বিধা হয়েন, যথা "জ্যোৎস্নারাত্র"। মেঘা-চ্ছন্ন দিবা। যথা শরীরে,—মনে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে জীবাত্মা এবং বুদ্ধিতে,—বিজ্ঞান-বৃত্তিরূপে পরমাত্মা প্রতীতি হয়েন। তথাচ শ্রুতি,—

"একমেব প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম যুগপদস্মিন্ পুরে দ্বিবিধোঽগাৎ"

অর্থাৎ একই প্রজ্ঞান,—প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মা, যাঁহার জ্ঞান সূর্য্য ও চক্ষুর ন্যায়, চুম্বক ও লৌহের ন্যায়, অগ্নি ও পাত্রের ন্যায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে সচৈতন্য করেন, যে জ্ঞান পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপে প্রপঞ্চোৎপাদিকা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াশক্তিদ্বারা জগদুৎপত্তি স্থিতি, লয়ের কারণ হয়েন, সেই স্বপ্রকাশদেবতা প্রজ্ঞানশব্দে ভূতাধিবাসী বাসুদেব নামে উপাস্য হয়েন। নির্গত অন্তঃকরণে জ্ঞানে-ন্দ্রিয়দ্বারা তিনিই দ্বিতীয়স্বরূপে প্রত্যেক ঘটে শব্দাদি বিষয়গ্রহণ করেন, আবার জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ পঞ্চভূতাদির প্রেরক ও গুণত্রয় সহিত মূলপ্রকৃতির প্রেরক হইয়া তিনিই এক বাসুদেব জগৎকে সাক্ষীত্বে দর্শন করেন একারণ তিনিই প্রজ্ঞাননামধেয় ব্রহ্ম হয়েন। এতদর্থে ব্রহ্ম বিশেষণে "সর্ব্বেশ্বর" পদ গ্রহণ করা

যায়। সেই সর্ব্বেশ্বর সূত্রধারের ন্যায় মায়াবিদ্যা নটীদ্বয়কে নৃত্য করাইয়া (নটের ন্যায়) স্বয়ং আনন্দিত হইয়া অপর দ্বিতীয়কেও আনন্দিত করিতেছেন। অপর শব্দার্থে মায়াই গ্রাহ্য। মায়াবিকার দেহে দেহী (জীব) ব্রহ্মের দ্বিতীয়স্বরূপ হয়। জীব অভিন্ন দ্বিতীয় মায়া ভিন্ন দ্বিতীয়। ঘটাকাশে * যেমন পৃথিবী ও আকাশ।

তদানন্দব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিবচনাৎ স্বস্বরূপং সুখস্বরূপং আনন্দং করোতি। অতস্তদ্‌ব্রহ্মানন্দাজ্জগদানন্দং ভবতি"।

অর্থাৎ 'সেই আনন্দই ব্রহ্ম' ইতি বিজ্ঞানে, 'আনন্দ হইতেই নিশ্চয়রূপে এই সকল ভূত প্রাণীর উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে, তিনিই স্ব স্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দ করেন, তাঁহারি আনন্দে—সেই ব্রহ্মানন্দে জগৎ আনন্দিত হয়েন, ইহা সিদ্ধান্ত করত বৈকুণ্ঠাদি শেষ নাগ পর্য্যন্ত সমস্ত জীব জাতি দেব দৈত্য পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম শিবশক্ত্যাত্মক হয় ইহাও সত্য।

বিশ্ববীজ যে 'প্রজ্ঞানানন্দময় পরমাত্মা' তিনি একাকী রমণ করেন না, তদর্থে শ্রুতি কহিতেছেন যে—

"স দ্বিতীয়মিচ্ছতি। অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি।"

অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা প্রকৃতি এই আত্মার অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী হয়েন, তাঁহাকেই দ্বিতীয়ত্বে ইচ্ছা (আকর্ষণ) করেন। যৎ স্বহায়ে যদাধারে প্রপঞ্চ মাত্র সেই নিত্যানন্দ অনুভব করে। যে ব্রহ্মেতে সমস্ত প্রপঞ্চ অন্বয়, সূত্রে মণিগণের ন্যায়, ওতপ্রোতে বস্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই দেশ কাল বস্তু স্বরূপ সমস্ত প্রকৃতি গুণ দোষ রহিত নির্লেপ ব্রহ্ম প্রজ্ঞানানন্দ স্বরূপ হয়েন, অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা' স্বভাবসিদ্ধ 'উৎকৃষ্ট জ্ঞান', দ্বিতীয় মূলক আনন্দ অর্থাৎ মায়া-বিদ্যা পরাপ্রকৃতির 'স্বভাব' যুক্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন। স্বভাব দর্পণে আপনি আপনাকে দেখিয়া আনন্দপূর্ণ হয়েন। সেই প্রকৃতি আত্মার একাঙ্গে বা একার্দ্ধে লীনা থাকিয়া আত্মার ইচ্ছামাত্রে বা ঈক্ষণমাত্রে প্রকাশিতা হইয়া, ত্রিগুণে এককে অনেক করেন। অপিচ—সৃষ্টিপ্রকরণে,—অনেক হইবার ক্রম, যথা,—

প্রথম 'সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশাদি সম্ভূত হইয়াছে' এই শ্রুতি তাৎপর্য্যে তমঃ প্রধান বিক্ষেপাবরণ-শক্তি মায়োপহিত চৈতন্য অক্ষর পুরুষ হইতে সর্ব্বা-

---

* ঘটাকাশে পৃথিবী ও আকাশ উভয় প্রাপ্তি হয়, কিন্তু পৃথিবী ঘট হইতে অভিন্ন দ্বিতীয় এবং আকাশ ভিন্নদ্বিতীয় পদার্থ, সেইমত জীবাত্মা ও মহামায়ায় ব্রহ্ম।

বরক আকাশ প্রকাশ হইয়াছে, এই অর্থ উপলব্ধি হয়, কারণ চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও মহাকাশ এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ ও মহাকাশের শূন্যত্বহেতু চিদাকাশই স্বপ্রকাশস্বরূপে তদুভয়ের কারণ হইতেছেন। ইহাতে চিদাকাশ যে ব্রহ্মের অবয়ব (শরীর) তাহা 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' সূত্রে শারীরক মীমাংসায় অবধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—

'উর্ণনাভি যেমন তন্তু সৃজন ও গ্রাস করে, সেইরূপে অক্ষর-পুরুষ হইতে এই বিশ্বকার্য্য হয়'। এই শ্রুতিদ্বয়ে যে পৃথকরূপে ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব বোধ হয়, তাহা বাস্তব নয়, কেন না তথায় 'ইহ' শব্দ থাকাতে অর্থান্তরের দ্যোতন করায়,—যথা, 'এই বিশ্বকার্য্য'*। প্রত্যক্ষ তন্তু জননের ন্যায় উর্ণনাভি (মাকড়সা) স্থানীয় ঈশ্বরে কেবল নিমিত্ত কারণত্ব হইতে পারে না, তন্তুজননের প্রতি তাঁহার শরীরস্থ লালা ও উপাদান কারণ হয়। অতএব মায়া স্থানীয় লালা হওয়াতে স্বরীর-প্রধানাপেক্ষায় অশরীরী চৈতন্য মাত্রের কেবল নিমিত্তত্ব, এবং জড়শরীরের (লালার) স্বতশ্চেষ্টা বিরহত্বে নিষ্কারণত্ব এতদুভয় দোষ সংশোধনপূর্ব্বক শরীরস্থানীয়া মায়াশক্তির (ইচ্ছার) অপেক্ষা স্বীকার করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসহায় অক্ষরচৈতন্যের স্বশক্ত্যাবেশ মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, এই অর্থই নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে ইচ্ছা হেতু স্বতশ্চৈতন্যত্ব প্রধানতায় নিমিত্তত্ব, এবং স্বোপাধিমায়া প্রধানতায় উপাদানত্ব আর 'উৎপন্ন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি মতে সর্ব্বানুস্যূতত্ব হেতু সমবায়ীকারণত্ব এক আত্মাতেই ঘটে, প্রধানাদিতে ঘটিতে পারে না, যেহেতু 'জড়ের ঈক্ষণ † সামর্থ্য নাই' ইত্যাদি ন্যায় ও সত্য।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকারণ কারণ অক্ষরব্রহ্মকে বক্ষ্যমাণ বুদ্ধি দ্বারা সংগ্রহ পূর্ব্বক সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় উপদেশ করিতেছেন। যে, 'সেই অদৃশ্য অগ্রাহ্য নিত্য নিরবয়ব বিভু অব্যয় ভূতযোনিকে ধীর, সত্বপ্রকৃতি, ধীমান, অধ্যাত্মকুশল পুরুষেরা প্রত্যগভিন্ন-আত্মাতে (আপনি আপনাতে) দর্শন করিয়া স্বস্বরূপানন্দে অবস্থিতি করেন'। অর্থাৎ তদ্দর্শনার্থ স্বর্গাদি লোকে বা স্থানান্তরে—দেশান্তরে গমন করিতে হয় না, স্বদেশে স্বগৃহে স্বীয় আসনে বসিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাও সত্য। অন্যচ,—

সেই ভূতযোনি অক্ষর ওঁ কারাখ্য ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানময় তপ দ্বারা এই প্রত্যক্ষ জগৎ উৎপাদন ইচ্ছা করেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্রে সংসারী

---

* যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি, যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবন্তীহ বিশ্বম্।

† দর্শন।

জীবের সাধারণ কারণরূপ 'অন্ন' উৎপন্ন হয়। সেই অব্যাকৃত অন্নময়ী প্রকৃতি হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সাধারণ জগদাত্মা প্রাণ. প্রাণ হইতে মন, বহুল সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে 'সত্য' আকাশাদি ভূতপঞ্চক, তাহা হইতে ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোক, সেই লোকে মনুষ্যাদি প্রজা, প্রজা হইতে বর্ণাশ্রম ক্রমে অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতি কারণ হইয়াছে। শ্রুত্যন্তরে যথা,—

সেই অক্ষর ওঁ কারাখ্য পরম পুরুষ হইতে প্রধানতঃ প্রজাস্বরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়েন, যে অগ্নির মুখ্য সমিধ সূর্য্য হয়েন। দ্যুলোক হইতে নিঃসৃত সেই অগ্নি সূর্য্য দ্বারা চন্দ্রে. চন্দ্র হইতে মেঘে, মেঘ হইতে ফলপাকান্ত ঔষধিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন। পরে ঔষধি পুরুষাগ্নিতে আহুতি প্রাপ্ত্যনন্তর রেতরূপে প্রকৃতি (স্ত্রী) গর্ভে বা বুদ্ধিবিবরে অভিষিঞ্চিৎ হইয়া ব্যক্তরূপে মহত্তত্ত্বাত্মক বহু প্রজা উৎপন্ন করেন। অতএব প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সর্ব্বপ্রকার প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহা শ্রুতি ও যুক্তি মতে সত্য। অপিচ,—

যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেত্তা এবং যাঁহার জ্ঞানময় তপ, সেই ব্রহ্ম হইতে নাম রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ-কার্য্যব্রহ্ম * হইতে দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি 'নাম', শুক্ল কৃষ্ণাদি 'রূপ' এবং ব্রীহি যবাদি 'অন্ন' উৎপন্ন হয় কেন? না ভোক্তার ভোগার্থে। প্রপঞ্চের কারণ পরোক্ষ (অদৃশ্য) আত্মাকে (অপরোক্ষ) সাক্ষাৎকার ভোক্তারূপ প্রত্যক্ষ করণাভিপ্রায়ে শ্রুতি কহিয়াছেন যথা,—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"

অর্থাৎ হে হংসিকে! এই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী ভূতপ্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ অপরোক্ষানুভূত ভোক্তা পুরুষ এই আমিই হই ইহাও সত্য যেহেতু অন্য শ্রুতি যথা,—

"পুরুষেহ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতস্তদে-
তৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি।
তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনং জনয়তি। তদস্য প্রথমং
জন্ম। তৎ স্ত্রিয়াত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গম্"।

অর্থাৎ জগৎ সংসারের আদি (প্রথম) জন্ম পুরুষ গর্ভে হয়, পরে ভুক্তান্নরসময়

---

* কার্য্যব্রহ্ম—মায়োপহিত চৈতন্য, তৈজস।

রেত যেমন সেই বা এই পুরুষের স্ব অঙ্গের তেজ বল বৃদ্ধি করে, সেই মতে স্ত্রীগর্ভে সিঞ্চিত হইলেও ইহার পুনর্জন্ম হয়। ইহাকেই আত্মার দ্বিতীয় জন্ম জীবত্ব বলা যায়। মায়া রচিত ব্যূহে 'এই গর্ত্ত' ইত্যাকার বোধে যিনি চিদ্রূপে প্রবেশ করেন, তিনিই পুরুষরূপ প্রজাপতি ইন্দ্র, (মন)। যেমন অধিযজ্ঞ অগ্নি উত্তরাধার কাষ্ঠদ্বয় হইতে প্রকাশ হয়েন তদ্বৎ আত্মাও প্রকৃতি গর্ত্তে বুদ্ধিদর্পণে মনরূপে প্রতিবিম্বিত ও পুনঃ প্রকাশিত হয়েন। গর্ত্তান্ধকার হইতে প্রকাশিত হয়েন একারণ 'পুনঃ' শব্দ প্রয়োগ করা হইল। গর্ত্তশব্দের অর্থ যথা,—

"হ ইত্যক্ষরং উষ্মান্তং তেজঃ উ মাত্র স্তৈজসঃ ঐং বাগ্-ভবস্তদুভয় সন্ধিযোগেন উ ঐ ইত্যত্র 'বস্থবর্ণ' ইতি সূত্রেণ উকারস্য বত্বে সতি অন্তস্থ বাগ্‌ভব যোগে বৈ ইত্যব্যয়ং, বৈ শব্দোঽনিশ্চয়ে নিশ্চয়ং করোতি। তৎ পরোক্ষং রেতং শুক্রং শুদ্ধঃ পুরুষঃ তদেতৎ অপরোক্ষঃ সাক্ষাদেবাস্মিন্ পুরুষাকারে আত্মনি সর্ব্বেভ্যঃ শিরপ্রভৃতিভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ তেজঃ সম্ভূতং হিরণ্যগর্ব্ভাখ্যং সূত্রাত্মানং উ ইত্যক্ষরং আত্মানং আত্মনা বিভর্ত্তি, তত্তেজো ঋতুবত্যাং স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি, এবং তৈজসং গর্ত্তং বিভৃয়াৎ যোনাবিতি শেষঃ।"

অর্থাৎ 'বৈ' এই অব্যয়পদে অনিশ্চিত 'পরোক্ষ' তৎপদলক্ষিত পরমাত্মার তেজ প্রকৃতি গর্ত্তান্তর হইতে অপরোক্ষ 'অয়ং' পদে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েন। গ কার বাগ্‌ভব ঐ কার, বিসর্গঃ রেফ, উ কার ব কার, এবং হ কার তেজ মিলিত গর্ত্তশব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিতে হইবে, যদর্থে অনিশ্চয় হইতে নিশ্চয় বস্তু প্রকাশ হয়।

তথাচ শ্রুতিঃ—

অন্তর্গর্ভঃ প্রজাপতিরপশ্যৎ প্রকৃতিং পরাং
সা সূয়তে হৈমমণ্ডং যদ্রূপং চাক্ষুষং ভবেৎ।
অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নামচেত্যংশপঞ্চকং
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্।
অতপ্যত তপো ঘোরং তদণ্ডং তাপয়ন্ বিভুঃ
বর্ষয়ন্ বিবিধান্ কামান্ তন্মিথুনং দ্বিধা করোৎ।"

অর্থাৎ 'অন্তর্গর্ত্ত প্রজাপতি' পদে সৃষ্টিকরণেচ্ছু প্রজাপতি (ঈশ্বর) পরা প্রকৃতিকে (ঈক্ষণ করিলে) দেখিলে, তিনি স্বগর্ভে হিরণ্য গর্ত্তকে ধারণ পূর্ব্বক এক 'হেমময় অণ্ড' প্রসব করিলেন। হৈমমণ্ডং পদে জল বিম্বাকার তুষারময় গোলবস্তু অথবা তৈজস পরমাণুপিণ্ড বুঝিতে হইবেক। সেই অণ্ডে অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ ও নাম এই পঞ্চ চিদংশ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। ইহার আদ্যত্রয় ব্রহ্মস্বরূপ (আকাশ বায়ু অগ্নি) আর অবশিষ্ট দ্বয় (জল ও পৃথিবী স্থূলভূত) নাম ও রূপ, তাহাই জগদ্রূপ পরিণামী হয়। ঘোর তপের দ্বারা অণ্ডস্থ বিভু (তৈজস) সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিয়া মিথুন অর্থাৎ যুগ্ম রূপে নির্গত হইয়া বিবিধ কাম (বাসনা,-বিত্ত, জায়া পুত্র) বর্ষণ,— সঙ্কল্প করিলেন। যথা অন্য শ্রুতিঃ—

"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত,
স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে, রয়িঞ্চ
প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত।"

অর্থাৎ প্রজাকামী পরমেশ্বর নিত্যবিজ্ঞানময় তপদ্বারা প্রাণ ও রয়ি (অন্ন) নামক মিথুন,শীতোষ্ণরশ্মি,দিবারাত্র সন্ধিলক্ষণ 'সৎকার্য্য' চন্দ্রসূর্য্যরূপ অত্তা ও ওদন উৎপন্ন করিয়া বহুপ্রকার প্রজা উৎপত্তির সঙ্কল্প করিলেন। অতএব সোমাগ্নি-মিথুনাত্মক প্রজাপতি রবি এই সকল প্রজা উৎপন্ন করিয়া ধারণ (পালন) করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ। রাত্রিভাগে ঘোর অন্ধকার হইবেক বিচার করত তন্নিবারণার্থ তিনি কি করিলেন অন্য শ্রুতি দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন, যথা,—

"ঈশ্বরস্য প্রথমশ্বাসনির্গতঃ প্রথমউকার ইতি"।

অর্থাৎ অ মাত্র ঈশ্বরের প্রথম শ্বাসের সহিত উ কার (শব্দ) উৎপন্ন হইল। সেই প্রথম উকার প্রণবের দ্বিতীয়-মাত্রা রজোগুণী, স্বপ্নস্থানাভিমানী, অন্তঃ প্রজ্ঞ, বর্ণ স্বর মাত্রা বলযুক্ত দ্বিতীয় ব্যাহৃতি, 'ভুব', গায়ত্রী-দ্বিতীয় পাদ, সোমমণ্ডল, প্রবিবিক্ত ভোক্তা (সূক্ষ্ম), সপ্তাঙ্গ ও একোনবিংশতি মুখবিশিষ্ট তৈজস, অধিভূত রূপ হয়েন। সেই অধিভূত উকারে, জাগরিত স্থানাভিমানী প্রথম ব্যাহৃতি 'ভূ' গায়ত্রী প্রথমপাদ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ প্রণবের প্রথম মাত্রা সত্বগুণী স্থূল ভোক্তা অর্কমণ্ডলস্থ বহিপ্রজ্ঞ দিবসরূপ বৈশ্বানর অকার সংযুক্ত হওয়াতে 'ও' কারাকারে 'সমান' অর্থাৎ অধ্যাত্ম অধিভূত সন্ধি অক্ষর সন্ধ্যারূপ হইলেন। তাহাতে স্পর্শান্ত অধিদৈব সন্ধান 'স্ব' বহ্নিমণ্ডলস্থ সুষুপ্তিস্থানাভিমানী তৃতীয়পাদ মকার 'অব্যক্ততম', বিন্দুরূপ রাত্রি (অমাবস্যা) অবসান বা লয় হইলে, প্রণবাকারে অন্ধকার (তিমির)

নাশক ষোড়শকলপূর্ণ-পুরুষ প্রকাশ হইলেন। অবসান শব্দে মহৎ, যাঁহাকে মায়া, প্রধান, অব্যক্ত অবিদ্যা, অজ্ঞান, অক্ষর, অব্যাকৃতি, প্রকৃতি, তম ও স্বভাব বলা যায়।

এই প্রকৃতি এক মাত্রায় হ্রস্বা, দ্বিমাত্রায় দীর্ঘা এবং ত্রিমাত্রায় প্লুত ও অর্দ্ধমাত্রায় ব্যঞ্জন (জড়া) হয়েন। একারণ অর্দ্ধমাত্রা কাষ্ঠারূপিণী মায়া, অ কার পুরুষ যোগে কলাবতী হয়েন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈব, বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর পাদত্রয়ে পূর্ণ চতুর্থ পরমাত্মা প্রণব পুরুষের বাঙ্ময় ব্যক্তি হয়, যথা ভগবদ্গীতা,—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সঙ্গিতঃ॥
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর॥"

অর্থাৎ নিত্য অবিনাশী অক্ষর ওঁ কারের অ কারকে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ জানিবে, যিনি স্বভাবে (মায়াযোগে) অং-অধ্যাত্ম, বিশ্বপ্রাণ ভোক্তা পুরুষ। যিনি ভূতের ভাব ও অভাবাদির উদ্ভাবক, কর্ম্ম (যজ্ঞ) স্বরূপ ভগবান (জীবাত্মা) হয়েন। উ কারকে অধিভূত অর্থাৎ উদ্ভূত তৈজস, আকাশাদি সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক ক্ষরোভাব শরীর বা অন্নবিকার স্বরূপ পরিণামী জানিবে। 'আং' বর্ণাত্মক (দীর্ঘ) অধিদৈব পুরুষকে যজ্ঞেশ্বর, আদিত্য বলিয়া বুঝিবে। ইহাতে দেহাধিকারী অধ্যাত্মরূপে অহং ভাবাপন্ন যে প্রত্যক্ষ আত্মা, যাঁহাতে অধিভূত বিন্দুরূপে (যজ্ঞাহুতির ন্যায়) একীভূত বা অবসান হয়েন, দেহের অধিপতি (যজ্ঞাধিকারী) রূপে তিনিই অধিযজ্ঞ নামে অধিদৈব হয়েন। যেমন অ কার দ্বিগুণে 'আ' হয়েন, সেইরূপ এই অধ্যাত্ম-চৈতন্য মায়া-দেহধারী যজ্ঞেশ্বর দ্বিগুণে আমিই তিনি হই হে অর্জ্জুন! যে যজ্ঞে ভূতের উৎপত্তি হয়, সেই যজ্ঞকর্ত্তা স্বয়ং দেহভৃতাত্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ পরমেশ্বর, আত্মসত্তায় তাঁহাতে ঈশ্বরেতে অভেদ ইতি ভাব। যথা মূলে,—

"অকারোঽধ্যাত্ম্যং আ ইত্যধি দৈবতং ই প্রকৃতি উকারোঽধিভূতং ঋতেজঃ সন্ধিরূপং, ৯ সন্ধানং নাম। দ্বৌ দ্বাবন্যান্যস্য স্ববর্ণাবিত্যনেন সূত্রেন হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ঘোষবত্য ঘোষভেদাৎ সন্ধ্যক্ষরস্পর্শান্তস্থোষ্মান্তনিষ্ঠস্তেজসঃ যোঽধিযজ্ঞাবসানো ভবতি। তস্মাদেবাধিযজ্ঞাদবর্ণ বর্ণ যোগা-

দধিদৈবং তৈজসং রূপমুৎপদ্যতে অ ই এ, অ উ ও, অঋ অর, অ৯ অল, অ এ ঐ, অ ও ঔ। বৈশ্বানরস্পর্শান্তং অমিত্যনুস্বারং শূন্যং বিয়চ্ছিত্তম্। আ ঈ ঊ ঋ ৠ। আঃ ইত্যধিদৈবতং, বিয়দাকার সন্ পঞ্চভূত বিসর্গো ভবতি। তদৈব ম বর্ণ ই বর্ণে সন্ধৌ সা বাণী সন্ধ্যক্ষরবাগ্ভবলক্ষণপ্রকৃতিপুরুষমিশ্রং ত্রিমাত্রা এ ভবতি। অবর্ণ স্তৈজসে সন্ধৌ সা বাণী সন্ধ্যক্ষরপ্রণবাকারা কারিতা দ্বিপদমিথুনং দ্বিমাত্রা ও ভবতি। অবর্ণ ঋবর্ণে সন্ধ্যো সা বাণী অর্ভবতি, বৈশ্বানরোহংকারোহংসৌ র প্রকৃতিরর্দ্ধমাত্রা বহ্নিবীজং লোহিতবর্ণং আ ইত্যধিদৈব যোগাদরার্চ্চির্মরীচিঃ প্রাণশক্তি গায়ত্রী প্রথমপাদরূপত্বেন রথনাভৌ প্রাণে সমর্পিতা ভবতি। অ বর্ণ ৯ বর্ণে সন্ধ্যো সার্দ্ধমাত্রা মাত্রাভূতা সা বাণী অল্ ভবতি, জাগরিত স্থানী বৈশ্বানরোহংকার অর্দ্ধ মাত্রা ল প্রকৃতি পৃথ্বীবীজং কৃষ্ণবর্ণং আ ইত্যধিদৈব যোগাৎ অরালমিথুনং * শুক্লং সহস্রারং গায়ত্রী তৃতীয়পাদরূপত্বেন প্রথমমাত্রা সা জগদাকারা ভবতি। সহস্রারং শিবস্থানং বিন্দুনাদ বিভূষিতং অকথাদি ত্রিরেখাঢ্যং হ ল ক্ষং তত্র বৈ ভূতিঃ। ইত্যেবং একপঞ্চাশদাকারাত্ম্যন্ত প্রজাপতি ক্ষান্ত সমুদায় বর্ণাত্মিকাবৈখরী বাণী ভবতি, সা বাণী পুরুষযোগাৎ উৎপদ্যতেতি।"

অর্থাৎ অ কার উ কার সন্ধিতে যে ও কার, তিনি দ্বিপদমিথুন বিন্দুযুক্ত ওঁ কার প্রকৃতি পুরুষাত্মক হংসযুগ, অজপা গায়ত্রী হয়েন। 'সোহং হংস' ইতি শিবস্থান সহস্রার হইতে পুরুষ যোগে একপঞ্চাশৎরূপে প্রকাশ হয়েন অতএব বর্ণই জগদাকার হয়। হে হংসিকে! এক্ষণে শ্রুতি কি বলেন শ্রবণ কর।

---

* অরাল মিথুন,—অরা-প্রাণ, হং; অল্-অপান,—স; উভয় মিশ্রিত হংসমিথুন অজপা-অপ্রতিহতগতি 'কাল' হয়েন। এই অজপাসিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় শিবঃ সহস্রার হইতে পঞ্চাশৎ বর্ণে বিগ্রহবান বিরাট 'জীব' হয়েন।

"সোঽভ্য এব পুরুষং সমুধৃত্বা মূর্চ্ছয়ৎ
তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং
"নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্। মুখাদ্বাক্ বাচোঽগ্নি"—

অর্থাৎ সেই প্রজাপতি ঈশ্বর এই প্রকারে 'এমত' করিব, ইত্যাদি বিচার পূর্ব্বক কর্ম্মফল রসামৃত হইতে হিরণ্ময় পুরুষকে সম্যক্ শির গ্রীবাদি অবয়ব বিশিষ্ট করিয়া উর্দ্ধে ধারণ করিলেন। ভূগোলযন্ত্র (গ্লোব) এই শ্রুতি তাৎপর্য্যানুসারেই নির্ম্মিত। পরে বিজ্ঞানময় তপের দ্বারা উত্তপ্ত করাতে অণ্ডের ন্যায় তাঁহার মুখ দ্বিখণ্ডে ভেদ করিয়া বাক্য উৎপন্ন হইলেন, বাক্য হইতে অগ্নি, নাসিকা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ু ও অক্ষি গোলক হইতে চক্ষুদ্বয়, চক্ষুহইতে আদিত্য হইলেন। এইমতে কর্ণ হইতে শ্রোত্র, শ্রোত্র হইতে দিক্, দিক্ হইতে ত্বক্, ত্বক্ হইতে লোম, লোম হইতে ওষধি বনস্পতি হইল। হৃদয় ভেদ করিয়া মনঃ, মনহইতে চন্দ্রমা, নাভি ভেদ করিয়া অপান বায়ু, অপান হইতে মৃত্যু, লিঙ্গ ভেদ করিয়া রেত, রেত হইতে আপ (জল) নির্গত হইল। সেই রেতবিন্দু হইতে প্রজা, প্রজা হইতে পুনঃ ২ কর্ম্মফল বৃদ্ধি হইয়া সংসারস্থিতির উপায় হইল ইহাও সত্য।

সেই পুরুষের আজ্ঞাক্রমে পূর্ব্বোৎপন্ন হবির্ভোক্তা দেবতা সকল যথাস্থানে ঐ দ্বিখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মুখাদি পায়ু পর্য্যন্ত স্থানে, বাগাদি বিসর্গ ক্রিয়াকর্ত্তা অগ্নি যমাদি নামে অবস্থিতি করিলেন ইহাও সত্য। দ্বিতাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধার্দ্ধভাগে ভূরাদি সপ্তলোক ও অধোভাগে অতলাদি সপ্ত পাতাল এই চতুর্দ্দশ ভুবন 'প্রাণী নিবাস' প্রকাশ হইল। এই চতুর্দ্দশ ভুবন এক কালাত্মার অধীন, একারণ কালশব্দের অর্থ করিতেছেন যথা, আগম,—

"প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য ভাবিনি।
চেষ্টায়তঃ স ভগবান্ কাল ইত্যভিধীয়তে॥"

হে ভাবিনি! ত্রিগুণসাম্যাবস্থায় নিশ্চেষ্টা নির্ব্বিশেষা স্তব্ধা প্রকৃতিকে (একাকার ব্রহ্মাণ্ডকে) যিনি চেষ্টাবতী করেন, তিনিই ভগবান্ কাল নামে অভিধীত হয়েন। স্বতশ্চৈতন্য স্বভাব পরমাত্মাই কালশব্দের বাচ্য তত্র সন্দেহ নাই। সামান্যতঃ 'কল' শব্দে ভূতযন্ত্রকে বুঝায়, তৎ সঞ্চালক 'কাল' এ অর্থও অসঙ্গত হয় না। অতএব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বিরাট, স্থূল শরীরকে (অধিভূত ব্রহ্মাণ্ডকে) যে অধিদৈব ও তৈজসাখ্যদেবতা সঞ্চালন বা সর্ব্বকর্ম্মক্ষম করিয়া পুনঃ ২ ক্রীড়া করেন তিনিই পরমাত্মা কাল হয়েন ইহাও সত্য। সেই কাল কে, তদর্থক শ্রুতিঃ,—

"আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা,
রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেবরয়িঃ।"

অর্থাৎ আদিত্যই এই প্রাণরূপ অত্তা (ভোক্তা) এবং রয়িই চন্দ্রমা অন্ন হয়েন।* একারণ রূপ † অরূপ ‡ সকলি অন্ন। এই অত্তা ও ওদন মিথুন ও কার হিরণ্ময় অণ্ডাকারে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদিতে দ্বিধাকৃত হইয়া দিবারাত্রে কালরূপী সন্ধ্যক্ষর হইয়াছেন। যথা,—

"সোন্তশ্চরতি ভূতানাং সমানস্তেজসো বিভুঃ"

সেই কাল-কীট সমানবায়ুরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করতঃ ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া বীজাকারে পুনর্ব্বার প্রকাশ হয়েন। এই তৈজস সমানবায়ুর ক্রিয়াকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলা যায়, যথা স্থান বিধান করাই ইহার কার্য্য অতএব বিধাতা, বিন্দুযুক্ত আনন্দভুক্ ঈশ্বর হয়েন।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতো যত্তদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং
ছন্দোজ্যোতির্যমিতি।"

অর্থাৎ শ্রুতি বলেন এই মহান্ পরমাত্মার নিঃশ্বাস হইতে বা এই মহান্ পদবাচ্য বিরাট পুরুষের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সহিত ঋগাদি চারি বেদ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহ নির্গত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অধিদৈবপুরুষের নিঃশ্বাস তৈজস 'উকার' বেদ বেদাঙ্গময় শব্দব্রহ্ম। নিয়তাক্ষর পদ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দে মন্ত্র লক্ষণ জ্ঞানকে ঋগ্বেদ বলি, অনিয়তাক্ষর পদচ্ছন্দময় জ্ঞানকে যজুর্ব্বেদ; পাঙ্ক্তভক্তিক সাপ্তভক্তিক স্তোভাদি গীত তন্ময় জ্ঞানকে সামবেদ এবং নিয়তানিয়তাক্ষর পদচ্ছন্দময় অভিচার লক্ষণ জ্ঞানকে অথর্ব্ববেদ বলা যায়। এই চারি বেদ অঙ্গ সহিত তৈজস উকার সম্ভব হয়। গায়ত্রী, সাবিত্রী সরস্বতী, (পরাশক্তি পরাপরাশক্তি ও পরমাশক্তি) ইত্যাদি তাঁহারাই প্রচোদিতা (প্রেরয়িতা) দেবতা, যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে অব্যক্তারূপে সৃষ্টি কারণ প্রেরণা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে বর্ণতন্ময়ী বাণী

---

* অত্তা আদিত্যই কাল, অন্ন চন্দ্রমাই ব্রহ্মাণ্ড। অ কার সূর্য্য উ কার চন্দ্র। চন্দ্র শুক্ল কৃষ্ণ-ভাগে সুধা ও বিষ রস পূর্ণ দ্বিখণ্ড, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের অধো ও ঊর্দ্ধ খণ্ড হয়। ঊর্দ্ধ খণ্ডে শুক্লপক্ষে সুধা এবং অধোভাগে কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে অমা-বিষ রস বহন করেন, তৎপানাশক্ত অত্তা-কাল কীটরূপে অন্নরূপ ব্রহ্মাণ্ড ফলের বাহ্যাভ্যন্তরে বিহার করেন।

† রূপ জঙ্গমমাত্র। ‡ অরূপ স্থাবর বস্তুমাত্র।

হইয়াছেন। পরে ক্রমশঃ ছন্দতন্ময়ী ব্যাহৃতি তন্ময়ী ঋষিতন্ময়ী হইয়া পুর-প্রবেশ পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন। জ্যোতিষ বলেন এই সপ্তর্ষীগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত এক এক নক্ষত্রে ভোগ করেন, অতএব এক এক নক্ষত্র স্বরূপ এক এক ব্রহ্মাণ্ড-বৎ মনুষ্যের আয়ু সংখ্যাও সেই কারণে শতবর্ষ হইয়াছে। ছন্দতন্ময়ী গায়ত্রী বাণী ভূরাদি সপ্ত লোকে কাশ্যপাদি ঋষি ও অগ্ন্যাদি সপ্ত দেবতা তন্ময়ী হইয়া বিহার করেন। ব্রহ্মানন্দ হইতে স্পন্দমানা জীবানন্দকারিণী বাণী এই সপ্তদেবতার তৃপ্তি কারণ গঙ্গাদি সপ্ত স্রোতস্বতী এবং রসানন্দে পরিপূর্ণ লবণাদি সপ্ত সিন্ধুতন্ময়ী, তদনন্তর জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ তন্ময়ী কালশক্তি হইয়াছেন ইহাও সত্য।

"সা মহদাদিসপ্তাবরণবেষ্টিতা নাড্যন্তঃ পৃথক২ প্রবহতি "মেদো মাংসাদিক্লিদ্যমানা সা রসা গন্ধতন্ময়ী ভবতি। সা গন্ধতন্ময়াৎ পুরুষাকারান্ মহত্তত্ত্বাদিবিরচিতাৎ হিরণ্য-গর্ভাদ্‌ব্রহ্মণঃ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ ঋগ্বেদঃ 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি' তন্মহাবাক্যং ঋতং ইতি দ্ব্যক্ষরং ঋক্ মন্ত্রো ব্রহ্মবাচকঃ নৈয়ায়িকদর্শনম্।"

অর্থাৎ প্রথম তৈজস উ কার পরমাত্মার শ্বাসরূপে নির্গত হইলে,—মহত্তত্ত্বাত্মক স্থূল বিরাট-নাসিকায় হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার প্রাণ সঞ্চারিত হইলে, অ কারাদি ক্ষকারান্ত একপঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা কেবলা বাণী তাঁহার অন্তরে ভাসমানা হয়েন। সেই বাণী করণযোগে ছন্দতন্ময়ী,—ব্যাহৃতি, ঋষি, দেবতা, বীজ কীলক, কবচ, অস্ত্র, প্রয়োগ তন্ময়ী হইয়া রসরূপে সপ্তাবরণ বেষ্টিতা পৃথক পৃথক নাড়ীতে প্রবাহিতা হয়েন। মেদমাংসে ক্লিদ্যমানা গন্ধতন্ময়ী পুরুষাকার ব্রহ্মার পূর্ব্ববক্ত্র হইতে ঋগ্বেদরূপে প্রকাশ হয়েন। এই ঋগ্বেদের মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', অক্ষর দুই 'ঋতং' মন্ত্র 'ঋক্' ব্রহ্মবাচক হয়, ন্যায় ইহার 'দর্শন'।

এইরূপে ব্রহ্মার পশ্চিমবক্ত্র হইতে সামবেদ, যাহার মহাবাক্য 'তত্ত্বমসী', সত্য 'দুই অক্ষর', ব্রহ্মবোধক ঋক্‌মন্ত্র, সাঙ্খ্য পাতঞ্জলদর্শন। দক্ষিণবক্ত্র হইতে যজুর্ব্বেদ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্য, অথ 'দুই অক্ষর', মাঙ্গল্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক ঋক্ মন্ত্রবর্ণ, মীমাংসাদর্শন। এবং, উত্তরবক্ত্র হইতে অথর্ব্ববেদ, অয়মাত্মাব্রহ্ম' মহাবাক্য, ওঁ এই 'একাক্ষর' ব্রহ্মবোধক ব্রাহ্ম্যসর্ব্বস্ব প্রণব, (ঋক্‌মন্ত্র) প্রকাশ হয়েন, বেদান্ত ইহার দর্শন।

অতএব বেদবেদাঙ্গদর্শনতন্ময়ী বৈখরী বাণী ঐ প্রথম তৈজস উ কার প্রাণ-

কীলকে আবদ্ধপ্রায় সপ্রকাশিতা আছেন। এই বেদ হইতে চতুর্দ্দশ দুই স্বররূপিণী বাণী চতুর্দ্দশ বিদ্যারূপিণী হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা,—আগম (তন্ত্র) ১, নিগম (বেদ) ৪, পুরাণ ১, দর্শন ৬, ধর্ম্মশাস্ত্র (মনু) ১, ইতিহাস (মহাভারত) ১,—সমষ্টি ১৪। এতদ্ভিন্ন শ্রুতি স্মৃতি মিশ্রিতা উপবেদাদি নানাপ্রকারা হয়েন। এই বিদ্যা চতুঃষষ্ঠি কলাত্মিকা ষষ্ঠিদণ্ডাত্মিকা কালশক্তি ত্রিষষ্ঠি বর্ণ ময়ী 'অবসান' রূপা হয়েন। অতএব সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাকে শ্রেয়ার্থিপ্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে নিরন্তর পাঠ করেন।

এই অক্ষর তন্ময়ী বিদ্যারূপিণী বাণীতে অস্তি, ভাতি প্রিয়রূপ ও নাম, পঞ্চ ভগবৎ স্বরূপ অবধারিত হওয়াতে, চারিটী সন্ধি অক্ষর সদৃশ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ নামে চতুর্দ্ধা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা শ্রুতি,—"সোয়-মাত্মা চতুষ্পাৎ'—

তত্র সত্বগুণ কার্য্যে 'বাসুদেব' দেবতা, ঋক্‌বেদ, সত্যযুগ, ব্রাহ্মণবর্ণ, সাত্ত্বিক গুণ, ন্যায়দর্শন প্রমাণ, প্রণব জপ, কেবল জ্যোতির্ম্ময় ধ্যান, 'সর্ব্বব্রহ্ম-ময়' ইত্যাদি জ্ঞাননিষ্ঠা 'নিশ্চয়', ভেদাভেদ বোধ নাস্তি। এই প্রকার শব্দব্রহ্ম জগতের হিতার্থ আবির্ভূত হয়েন। সেই এই বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ঈশ্বর। সেই এই বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ জীব। এই জীব ও ঈশ্বর উভয়ের বিদ্যা অবিদ্যা উপাধি, তাহাতে দ্বিধা ভেদ। এক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব প্রত্যগ্‌চৈতন্য আত্মা সকল চক্ষুতে চাক্ষুষ, দ্রষ্টারূপ সূর্য্যপ্রকাশবৎ 'একএবাদ্বিতীয়ং'; উপাধিভেদে বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, জ্ঞানী অজ্ঞানী হইয়াছেন, চৈতন্যত্বে সদানিত্য,—উভয়তঃ অবিনাশী হয়েন। বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্তি সহকারে জীবই ঈশ্বরত্বে লয় হয়, অভেদ হয়। যেমন শঙ্কর্ষণাদি বাসুদেবে এক হয়েন।

এই কালাত্মা বাসুদেব সূর্য্যই দিবসরূপে, প্রকাশ ও পালন করেন। ইনি প্রাণ-পঞ্চক পদে দণ্ডায়মান হইয়া হিরণ্যগর্ভাদির (শঙ্কর্ষণাদির) স্রষ্টা ও পালন কর্ত্তা পিতৃরূপ হয়েন। দ্বাদশ রাশি ইহার অঙ্গ, রবি আদি শনি অন্তক সপ্তবাররূপ চক্র-যুক্ত রাত্র (অন্ধকার) রূপ অবিদ্যারথে ভ্রমণ করতঃ, ষড়্‌ঋতু মরীচিযুক্ত সম্বৎসর নাম প্রজাপতি, স্বর্লোক হইতে অমৃত বর্ষণ করতঃ প্রকাশ হইতেছেন। তাঁহাকে কেহ জড়পিণ্ড, বা সামান্য বস্তু বোধে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিলেও তিনি বিচলিত হয়েন না, প্রত্যুত স্বপ্রকাশে মায়ার জাড্য নিরাকরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঋতুমতী পত্নীরূপে প্রজাবতী করিতেছেন।

তিনশত ষষ্ঠি অহোরাত্রে অশরীরী সেই কালাত্মা শরীরবান হইতেছেন। সেই

মিথুনাত্মক ষড়ঋতু সেবিত সম্বৎসর-প্রজাপতি (সূত্রাত্মা) কালে সকল জগৎ তাদাত্মে সংস্থিত আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এরূপ অবধারণ করেন, ইহাও সত্য।

অধিদৈব কালাত্মা রবির দক্ষিণায়ণ উত্তরায়ণ পার্শ্বদ্বয়, অতএব পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ও সত্য। দক্ষিণায়ণে ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মাদিপ্রভাবে প্রেয়ার্থী উপাসক (চান্দ্রমস্) স্বর্গাদি লোক, প্রাপ্ত্যনন্তর পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার কর্ম্মার্থ জন্মগ্রহণ করে,—ইঁহারাই নিত্য-জীব বলিয়া লক্ষ্য,—আর উত্তরায়ণে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময়রূপ (জ্ঞানোপাসনা) পরায়ণ শ্রেয়ার্থী ব্রাহ্মণেরা আদিত্য জয় পূর্ব্বক আর পুনরাবর্ত্তী হয়েন না,—তাঁহারাই সিদ্ধ দেবতা * হয়েন। এই শ্রুতি তাৎপর্য্যে ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা,—

"শুক্লকৃষ্ণগতির্হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতেঃ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ॥"

অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণ এই দ্বিবিধ পন্থা জগতে অনাদিকাল হইতে নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে একে অনাবৃত্তি, (জ্ঞান দ্বারা) নির্ব্বাণমুক্তি, অন্যে পুনরাবৃত্তি, (পুনর্জ্জন্ম) হইয়া থাকে। তথাচ,—

"সএষ সম্বৎসর কালাত্মা' রবিঃ প্রকাশবান্ অবিদুষাং নিরোধঃ প্রভবতি।"

অর্থাৎ সেই এই কালাত্মা সূর্য্য স্ব প্রকাশে বিবিধ বিষয় (জড় বস্তু) প্রকাশিত করিয়া অবিদ্বান, বিষয়াশক্ত, কর্ম্মফলাশক্ত লোকের জ্ঞানাচ্ছাদন করিয়া উদয় হয়েন। অর্থাৎ সূর্য্য প্রকাশের সহিত বিষয় প্রবৃত্তির উদ্রেকে প্রজ্ঞান প্রবৃত্তির নিরোধ হয় ইতি ভাব।

"তথাস্য পূর্ব্বপরার্দ্ধয়োরয়ণয়োর্মাত্রাভূতত্বাৎ সা কালশক্তি
"সম্বৎসররূপিনীভবতি। তদেতন্মিথুনং মহস্তয়ং কালচক্রং
"ভক্তানাং হিতায়াভিসঞ্চরতি"।

অর্থাৎ এই কাল শক্তি † দিবা রাত্র মিথুন অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে পূর্ব্বপরার্দ্ধে মাত্রাভূত হইয়া সম্বৎসরাকারে ভক্তের হিতার্থ "ভয়ানক" ভাবে চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছেন। অভক্তের আয়ু হরণকারী সাস্তা, একারণ ভয়ানক হয়েন।

---

* সিদ্ধ দেবতা, সনকাদি।

† কালশক্তি শব্দ দ্ব্যর্থবাচক,—কালপুরুষ, শক্তি প্রকৃতি—অতএব মিথুন কেবল প্রকৃতি নয়। সুতরাং শিবশক্তি সংযুক্ত। প্রজ্ঞান ও আনন্দ।

এবম্প্রকারে (দিবা ও রাত্র সন্ধি লক্ষণে) "প্রজ্ঞানানন্দ" কাল মিথুনে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশক মহাবাক্যের অভিপ্রায়ে মন্ত্রময়ী পরাবিদ্যার ও আনন্দময়ী কর্ম্মাখ্যা অপরা বিদ্যার যোগ ভোগ ফলদাতৃত্বে ঋগ্বেদের পর্য্যবসান ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে যজুর্ব্বেদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ইতি প্রথমাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ।

"অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততোঽহবৈ তদ্রেত স্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত" ইতি শ্রুতিঃ—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্য্যন্যাদন্ন সম্ভবঃ।

"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্য্যন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরং সমুদ্ভবং।

"তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ইতিস্মৃতিঃ॥

এই শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে অন্ন প্রজাপতিই বিকল্পে রেত (রূপান্তব) হয়েন। সেই রেত হইতে এই সকল নানা প্রজা উৎপন্ন হয়। সেই অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্মব্রহ্মবেদমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়, একারণ সর্ব্বগত চিদাত্মা ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মেই যজুর্ব্বেদের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

"তস্মাদধিযজ্ঞরূপত্বাদহং ব্রহ্মাস্মীতিশিষ্যতে"।

অর্থাৎ কর্ম্মের কারণ যে অব্যক্ত অপরব্রহ্ম মায়া, পরব্রহ্ম তাঁহার কারণ হওয়াতে সর্ব্বগত প্রত্যগ্‌চৈতন্য ব্রহ্মই নিত্য যজ্ঞেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি পর্য্যালোচনায় "অধিযজ্ঞ" রূপে তিনি আপনিই "অহং" ব্রহ্মাভিমান করেন ইহা নিষ্পন্ন হয়।

"অত্রাহং শব্দঃ স্ব স্বরূপাভিমানীনং ঘটতি।

অহং জগৎসাক্ষীঃ অহং জগৎপ্রেরকঃ ভোক্তেতি"॥

অত্র অহং শব্দার্থে স্ব স্বরূপাভিমানী পরমাত্মা পরমেশ্বরই গ্রাহ্য। আমিই জগতের সাক্ষী প্রেরক ও ভোক্তা হই, এমত অভিমান অন্যে মহদাদি অচেতনে সম্ভবে না। যথা শ্রুতি ;—

"ময়ৈব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
"ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয় মস্ম্যহং।"

অতএব অহং শব্দ ব্রহ্মারূঢ় হয়েন। স্মৃতি যথা—

"অহংসর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
"ইতিমত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতা॥"

ভাগবতেও বলিয়াছেন যথা,—

"অহোমেবাগ্নে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং।
"যশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেতসোঽস্ম্যহং॥"

অর্থাৎ আমি অগ্নি রূপে সদসৎ বস্তুর শ্রেষ্ঠ হই, এবং যাহা হইতে অহং শব্দ এবং (এতৎ) এই শব্দ প্রতিপাদিত হয়, সেই অবশিষ্ট বস্তু ও আমি হই, ইতি।

অহং শব্দের বর্ণার্থ, যথা—

"অ ইত্যমাত্রংব্রহ্ম হং ইতি বিয়দ্বীজং উষ্মান্ততেজঃ
"স্পর্শাবসানং অহং ইতি মন্ত্রোদ্ব্যক্ষরং ব্রহ্মবোধকঃ।

অর্থাৎ অ মাত্র ব্রহ্ম হং এই ব্যোমবীজ উষ্মান্ত তেজ স্পর্শ বর্ণের অবসান "মায়াযোগে" "অহং" অর্থাৎ দুই অক্ষরী ব্রহ্ম বোধক মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

"যুষ্মদস্মদনাম্নাং মধ্যে অস্মন্ নিত্যোপলব্ধি স্বরূপঃ
"স্বাত্মবাচকো ভবতি, অতএবাহং শব্দেন ব্রহ্মবিশেষেণ
'জ্ঞানময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব,—
"কুতঃ স্বতশ্চৈতন্যত্বাৎ।"

দেখ,—তুমি আমি এই দুইটী শব্দের মধ্যে "আমি" শব্দ নিত্য উপলব্ধি স্বরূপ আত্মবাচক হয়, অতএব 'অহং' শব্দে বিশেষ প্রকারে (ব্রহ্মে, জ্ঞানময়ে) এই জগৎ সূত্রে মণিগণের ন্যায় প্রোথিত আছে, কেন না 'আত্ম' বাচক অহং শব্দে স্বতশ্চৈতন্যস্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সকল জড়। তাঁহারি প্রভাবে মূল প্রকৃতি মায়া ত্রিগুণাত্মিকা হয়েন। ব্রহ্মাভিমানী 'অহং' শব্দ মূল প্রকৃতিতে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মই বিদ্যা-চৈতন্যাভিমানী 'ঈশ্বর' হয়েন। তখন তাঁহার চিদ্ঘন্ ভাব হয়।

সেই ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বরাভিমানী 'অহং' তখন ত্রিধারূপে প্রকাশিত হয়েন। সত্ত্বগুণাত্মক যজুর্ব্বেদ প্রতিপাদিত রুদ্র, পশুপতি, যজমানরূপে অভিমান করেন,—যিনি অধিযজ্ঞ। এই মতে গুণাবতার হইয়া প্রকৃতি কার্য্য মহত্তত্ত্বাভিমান করেন,—সেই অভিমানী দেবতার নাম বাসুদেব। তিনি শঙ্কর্ষণ রূপে অহংকার কার্য্য চিত্তের অভিমানী হয়েন; প্রদ্যুম্ন রূপে চিত্ত কার্য্য বুদ্ধির অভিমানী এবং অনিরুদ্ধ রূপে বুদ্ধিকার্য্য মনের অভিমানী হয়েন। অনন্তর তিনিই দেবদত্তাদি নামে মনের কার্য্য শব্দাদি বিষয়াভিমানী হইয়া নাদরূপে পঞ্চ তন্মাত্রা তন্ময় হং যং রং লং বং পঞ্চবীজরূপে তৎকার্য্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভিমানী এবং বৃত্তিরূপে তৎকার্য্য পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াভিমানী হয়েন। সেই সদাত্মা 'অহং' ক্রিয়ারূপে সমস্ত জগৎ ও জীবযোনীব পৃথক পৃথক জাতি স্বভাবে জগদাভিমান করেন। এ সকল ব্রহ্মাত্মক হয়। অতএব ব্রহ্মাভিমান হইতে জীবাভিমান সম্ভব হয় ইহা সত্য। ব্রহ্মাভিমানের নিত্যত্ব কোথা,—তৎপ্রমাণস্বরূপ শ্রুতির্যথা,—

"অচ্যুতোঽহমনন্তোঽহং গোবিন্দোঽহমহং হরিঃ
আনন্দোঽহমশেষোঽহমজোঽহমমৃতোঽস্ম্যহম্।"

যদি বল নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মার অভিমান সম্ভব হয় না, তদুত্তরে কহিতেছেন যে শ্রুতি বলেন,—

"তথাচ কর্ত্তা দ্রষ্টা জ্ঞাতা ভোক্তা বক্তা শ্রোতেত্যাযদ্যভিমানো ন সম্ভবতি, জড়ত্বং প্রাপ্তস্যাভিমানঃ কুত্রাপি ন সম্ভবতি, মৃতকন্যায়েন।"

অর্থাৎ কর্ত্তা ভোক্তায় যদি অভিমান অসম্ভব হয়, তবে মৃতবৎ জড়ের অভিমান হওয়া কি সম্ভব?—কদাচ নয়। চতুর্ব্বেদ প্রমাণে অহং শব্দ ব্রহ্মবাচক হয়;—অহং শব্দে মায়া উপাধিরহিত অব্যক্ত রূপ 'আমি' আত্মাভিমানী, অন্তঃকরণের প্রকাশয়িতা, পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী বাণীর প্রেরয়িতা হই।

"তদাঽহং শব্দোঽশরীরং ব্রহ্মশরীরী ভবতি, হং ইতি ব্যোমবীজরূপেন হৃদ্যুল্লসতি, সোঽহং চিদাত্মা হংসঃ সদিত্যুচ্যতে।"

অর্থাৎ অশরীরী ব্রহ্ম অহং শব্দে শরীরী হইয়া ব্যোমবীজাকারে হৃদয় মধ্যে উল্লসিত হয়েন। সেই অহং 'চিদাত্মা হংস' অর্থাৎ 'সৎ' হয়েন। 'সৎ' শব্দে নিত্য প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য করা যায়।

"অহং শব্দোঽচলোপি হন্তি গচ্ছতীতি হংসঃ।
প্রাণাপাণ-নেতাঽজপা গায়ত্রী মন্ত্র বর্ণশ্চিদাত্মা হংসঃ।"

'হংস' শব্দার্থ যথা,—'অহং' শব্দার্থে আত্মা অচল হইয়াও গমনশীল সচেতন 'হংস' হয়েন। প্রাণ ও অপান বায়ু সঞ্চালক অজপা গায়ত্রী মন্ত্র বর্ণ চিদাত্মা হংস হয়েন। এই হংসই গুরুপদে অধিষ্ঠিত যথা গুরুগীতা,—

"হংসাভ্যাং পরিবৃত্ত যত্র কমলৈর্দিব্যৈর্জগৎকারণৈ।
বিশ্বোৎকীর্ণমনেকদেহনিলয়ং স্বচ্ছন্দমাত্মেচ্ছয়া॥
তত্তৎ যোগ্যতয়া খ দেশিকতনুং ভাবৈক দীপাঙ্কুরম্।
প্রত্যক্ষাক্ষরবিগ্রহং গুরুপদং ধ্যায়েদ্দিবাহুং গুরুম্॥"

অতএব প্রত্যক্ষ অক্ষরবিগ্রহ প্রকৃতিপতি সেই হংসই(আদিত্যাত্মা 'সৎ' নামে গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ প্রধান গৃহস্থ। স্বসৃষ্ট স্বসদৃশ বহুপ্রকার হংসরূপ প্রজায় পরিবেষ্টিত হইয়া,—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদিযুক্ত হইয়া,—স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতেছেন। যথা শ্রুতি বাক্য,—

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াদিত্যাদি।"

অর্থাৎ ছায়াতপ মিথুন 'হংস' ঋতুমতী প্রকৃতি জায়ার আধারে যথাস্থানে কাম বর্ণ বীজবর্ষণ দ্বারা পুত্রাদিরূপে বিশ্ব পূর্ণ করতঃ (নানা-দেহ নিলয়ে) বসতি করিতেছেন। এতাবতা সকল ঘটে প্রাণাপানে সূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ সেই অদ্বিতীয় 'হংসযুগবিরাজিত এই অর্থই গ্রাহ্য। যেহেতু অন্য শ্রুতি বলেন,—যে আদিত্যই হংস, বৃষ্টিরূপে তিনিই বীজ বর্ষণ করেন। যথা,—

"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

অর্থাৎ আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে কর্ম্মচক্র (শরীর) উদ্ভব হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্নরস-রেত স্ত্রীগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেহাকারে উৎপন্ন হয়। দেহোৎপত্তির প্রতি কারণ দৈব, কর্ম্ম, ও তেজ মুখ্য। তেজ শব্দে তৈজস উকারাংশ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব।—রজ, রসবিন্দু, আনন্দ বীজ-মকার।

কি প্রকারে ঐ পুংরেত কণাশ্রিত অহং শব্দ স্ত্রীগর্ভে দেহবান হয় তদুপলক্ষে জীব দেহোৎপত্তির বিবরণ কহিতেছেন, যথা,—

"প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ পুরুষাগ্নিহুতান্ননিষ্ঠস্তেজো-
ঽন্তর্ভাসমানায়াং স্ত্রিয়ামভিসিঞ্চিতো বর্দ্ধতে। সদগ্নিহুত-

শেষভস্মরাশিঃ প্রলয়াম্বুভিঃ, আনন্দাম্বুভিঃ ক্লেদমানোঽগ্নি বায়ুবরুণসূর্য্যৈশ্চতুর্ভিঃ সন্ধিযোগৈঃ ক্রমাদ্দাহ্মানঃ শোষমান প্লাবমান আয়ুষ্মান্ বিজৃম্ভিতো মুলাধারে বীজাদহং শব্দস্তেজোবানঙ্কুরো ভবতি"।

প্রলয়ান্তে (সুষুপ্তির অন্তে) পুনঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে (জাগরণের পূর্ব্বে) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, পুরুষাগ্নিহুত-অন্ননিষ্ঠ তেজ, ঋতুমতী স্ত্রী * গর্ভে অভিসিঞ্চিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। সৎস্বরূপ সেই অগ্নি প্রদত্ত যজ্ঞাহুতির শেষ ভস্মরাশি † প্রলয়াম্বুধিজলে ‡ ক্লিদ্যমান হইয়া অগ্নি বায়ু বরুণ ও সূর্য্য এই চারিদেব সন্ধিযোগে ক্রমশঃ দাহ্মান শোষমান, প্লাবমান, আয়ুষ্মান ও উত্থিত (স্ফীত) হইয়া মূলাধারে চতুর্দ্দল কমলে (বিষ্ণুনাভি কমলে) বীজাকার হইতে অহং তেজবান অঙ্কুরের ন্যায় উ কার হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা রূপে (জীব) শ্বাস প্রকাশ হয়েন। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ ভোগ স্বপ্নাবস্থাতেই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ইহার যেমন অভাব হয়, জাগ্রতে ¶ ইহার তেমনি কেবল সাক্ষীত্ব মাত্র থাকে। একরাত্রে কল্ কল্ শব্দ পঞ্চরাত্রে বিম্ব, দশাহে বর্ত্তুলাকার, পরে প্রেষিত মাংস পিণ্ডের ন্যায় হইয়া এক মাসে শির বাহু ও দুই মাসে অঙ্গ বিগ্রহ হয়। মাসত্রয়ে নখ, লোম, অস্থি, মর্ম্ম, লিঙ্গছিদ্র, চারি মাসে সপ্ত ধাতুবান হয়, এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্পন্দনাদি বোধ করে। ছয় মাসে জীব, সপ্তমে সপ্তাবরণ এবং মস্তকে সূর্য্যবিম্ব প্রকাশবৎ সপ্তছিদ্রে সপ্তশির্ষণ্য প্রাণ সংস্থিত হয়েন। সপ্তমাষ্টমের সন্ধিযোগে জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশে লব্ধবোধ জীব (অহং) পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করতঃ কম্পায়মান কলেবরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বামপার্শ্বে পরিবর্ত্তন করে। পরে নবম মাস প্রাপ্তে জঠরানল তাপে সন্তপ্ত বপু, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ দর্শনে হংসপদে পরমানন্দ তন্ময় হয়। 'আমিই সেই' প্রজ্ঞান ইত্যাকার ভাবে আনন্দিত হয়। কি প্রকার সেই প্রজ্ঞানানন্দ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তাহা কহিতেছেন।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্র মমলং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং।
'দৃষ্ট্বাত্মানং দৃশাভক্ত্যা তুষ্টাব মধুরাক্ষরৈঃ॥

অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র লিঙ্গদেহবান নির্ম্মল পুরুষ যিনি প্রকৃতিবিকার বিহীন তাঁহার দর্শনে আত্মভক্তিযুক্ত 'অহং' মধুরাক্ষরভূষিত অব্যক্ত বাণীদ্বারা স্তব করতঃ পরিতুষ্ট

---

* স্ত্রী—প্রকৃতি, অবিদ্যা।
† রেত বা পরমাণু কিম্বা পুংবীজ।
‡ রজস্তমবিকারে।
¶ স্বস্বরূপাবস্থায়।

করেন। যেমন বসন্ত সমাগমে কমল কলিকা প্রস্ফুটিতা হয়, তদ্বৎ সেই অহং অভিমানী আত্মবান জীবের হৃদয়ে বৈশাখ রূপিনীবাণীও প্রথম প্রস্ফুটিতা হয়েন। কি প্রকার সেই বাণী তাহা কহিতেছেন।

কাহমিত্যাদি ক্রোড়পত্রং গর্ভিনীগর্ভবৎ বেদহংসি'।

অর্থাৎ হে হংসি! গর্ভিণীর গর্ভের ন্যায় সুগুপ্ত এই 'ক্রোড়পত্র' অথব। 'কে আমি' এই অনুসন্ধানসূচক 'বিশেষ বাণীর' ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া সেইরূপ জান।

"কাহং মন্দমতিঃ কেদং দর্শনং পরাত্মনঃ।
"যোম্বগ্যতে শ্রিয়া নিত্যং যত্র মুহ্যন্তি সূরয় ॥
"মৃগয়ামি তমাত্মানং সপ্তাবরণ বেষ্টিতে।
"অবিকৃত প্রকৃতিভিঃ সপ্তবিতস্তি বিগ্রহঃ॥
"লব্ধাযদ্দর্শনং সদ্যো দূরং মে যাতনা গতা।
"বভূব পরমানন্দং কৈবল্যমুক্তি লক্ষণং ॥
"অহোভাগ্য মহোভাগ্যং গর্ভস্থস্য বিচেতসঃ।
অজ্ঞান নাশনঃ শুক্লং ভবেহং ব্রহ্ম চিন্ময়ং" ॥

অর্থাৎ কে আমি মন্দমতি কে বা এই পরমাত্মদর্শন, যিনি নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত সুরগণেরও মোহনকর্ত্তা। সেই আত্মাকে আমি সপ্তাবরণ বেষ্টিত হইয়াও দর্শন করিতেছি, যে আত্মা অবিকৃত প্রকৃতি বা সাত্বিকী সাম্যা প্রকৃতিতে নির্ম্মিত সপ্তবিতস্তি (সার্দ্ধ ত্রিহস্ত) বিগ্রহ (শরীর) বান হয়েন। যাঁহার দর্শনে আমার সকল যাতনা সদ্য দূর হইল, এবং কৈবল্যমুক্তি লক্ষণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম। অহো! গর্ভস্থ অচেতন প্রাণীর কি ভাগ্য, যে তদবস্থায় অজ্ঞাননাশক শুক্লজ্যোতিবিশিষ্ট চিন্ময় ব্রহ্মরূপ আমি হইলাম। স্তুতির্যথা—

"নমোহস্তু ব্রহ্মণে তুভ্যং চিতেচ চিন্ময়ায়তে।
"চিদানন্দায় শুক্রায় নমোস্তু কোটি কোটিশঃ॥
"স্বানন্দায় নমস্তুভ্যং স্বাত্মনে পরমাত্মনে।
"জ্ঞানানন্দায় শুদ্ধায় শুদ্ধমাত্রাত্মনে নমঃ॥
"অশব্দায় নমস্তুভ্যং শুদ্ধসত্বায়তে নমঃ।

"নির্বিশেষায় শান্তায় স্বাত্মা রূপায় বৈ নমঃ ॥
"ত্বমৈবাহ মহৎ ত্বঞ্চ নান্তরং বিদ্যতে কচিৎ।
"আবয়োরুভয়োরৈক্যং চিন্মাত্রমবশিষ্যতে" ॥

এই প্রকারে আত্মভাবাপন্ন, ধ্যাতৃ ধ্যেয় ভেদ বিবর্জিত, স্বানন্দতৃপ্ত, সত্বস্থ হইয়া যখন গর্ভস্থ জীব (হংস) অচলের ন্যায় অবস্থিত হয়, তখন ঈশাজ্ঞায় বায়ু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগার্থ প্রস্থতি করাইলে বিভু অন্তহৃত হয়েন। অশ্বথ কুণপাদি বৃক্ষ যেমন ক্ষেত্রে বর্ষে ২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে সেই পিতৃপতি পুত্রাকারে আপনি নবদ্বার পুরে বর্ষে ২ আপ্তবিস্মৃতের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ইহাও সত্য। হে হংসি! এই বিশেষ উপদেশ সূচক "ক্রোড়পত্র" পাঠে যে জীবের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হয়, সেই যথার্থ মনুষ্য, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মবান-পুরুষ আর সংসার ভ্রমে মুগ্ধ হয়েন না।

এই প্রকারে চাতুর্ম্মাসত্রয়ে স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তি স্থানে পৃথক ২ রূপ ও নাম ধারণ পূর্ব্বক সঞ্চরণকারী ঋতুবর্জ্জিত অমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রণবের চতুর্থপাদ অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধচন্দ্র নাদবিন্দু সাক্ষী, গায়ত্রী চতুর্থপাদ, ষড়গুণেশ, অধিযজ্ঞ অধিদৈব, অধিসম্বৎসর, অধিমাস, অধিদিবসময় প্রজাপতি সদ্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই 'ত্রয়স্ত্রিংশৎপত্রযুক্ত ষটপংক্তি সন্ধিরূপে ক্রোড়পত্র' নিরূপিত আছে ইহাও সত্য। ত্রয়স্ত্রিংশৎপত্র যথা,—

ক আদি মকারান্ত পঞ্চবর্গে ২৫ কালশক্তি কালী, আর যকারাদি অন্তস্থ মিথুন, অর্দ্ধনারীশ্বর ৮, এই ৩৩। ইহার প্রথম পৃষ্টাক্ষর আত্মা (প্রাণ) যিনি ভোক্তা, দিবারূপ পুরুষ, এবং দ্বিতীয় পৃষ্টাক্ষর অপান, অন্নরূপ রাত্রি প্রকৃতি হয়েন। সার্দ্ধ-ষোড়শকলায় প্রকৃতি পুরুষ প্রথকরূপে পূর্ণ, এবং উভয়মিথুন দিবারাত্র সন্ধি লক্ষণ অক্ষরব্রহ্ম প্রজাপতি (গৃহস্থ) নামে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ এই ষড়বর্গ সন্ধিতে পুরুষ সচেতন প্রকৃতিবান হয়েন, যথা গীতা,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি"।

অর্থাৎ-আমার অংশ জীব, সনাতন পুরুষ, ষড়েন্দ্রিয়-মনযুক্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ইহলোকে বিষয়াকর্ষণ করেন। শ্রুতি বলেন,—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
"বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাংগতি" ॥

অর্থাৎ যৎকালে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অবিচলন অবস্থাহয়, সেই কাল-কেই পুরুষের স্বকীয় স্বরূপাবস্থা 'পরমগতি' বলাযায়।

হংসবাক্-সারার্ণবীভাষা।

এতাবতা 'গর্ব্বিনী গর্ভবৎ'-অব্যক্ত মিথুনাত্মক অক্ষরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠ-বর্ণ-ব্রাহ্মণ স্বরূপ 'স্বর' ব্যক্ত হয়েন, স্বয়ং প্রাদুর্ভূত শব্দকে স্বর বলাযায়, তাহা অ কার। উ কার উৎপন্ন, এ কারণ তিনিই অগ্রজ ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণ পরমাত্মার মুখ এ শ্রুতিবাক্য ও সত্য। অ কার হইতে সকল বাক্য, ক্ষ কার মেরু, ওঁ কার মূল। এই মূলকেই ষড়বিংশক মহাপুরুষ সকলশাস্ত্রের কারণ বলিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ দর্শন ও তন্ত্র তাবতে এক বাক্যে মান্য করেন। অতএব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এক কেবল শাখা ভেদে যে পাদ ভেদ, বাস্তব একের মান্য অন্যের অমান্য পণ্ডিতেরা করেন না। স্বরগর্ভিনী ত্রি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা বাণী ভগবতীই অব্যক্তা প্রকৃতি, ইনিই প্রণবাখ্য মূল পুরুষ যোগে চতুপঞ্চাশৎ অক্ষরাত্মিকা হইয়া স্বরাখ্য অব্যক্ত হিরন্ময় গর্ভ সুব্যক্ত করেন। 'পুরুষযোগ'-পরমজ্ঞানী কবি রামপ্রসাদ সেন স্বপদে গান করিয়াছিলেন যথা,—

"কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না।
"উঠে মূলাধারে চতুর্দ্দলে, সহস্রারে করে গমন॥
"যেমন পদ্মবনে হংস সনে হংসিরূপে করে রমন।
"কে জানে কালী কেমন"।

'প্রথমশ্বাস উ কার' এই প্রমাণে অকারাদি চতুর্দ্দশ স্বব ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ বর্ণ হয়েন। অনুস্বার ক্ষত্রিয়বর্ণ কীলক, দশপ্রাণ- বায়ুতে বিসর্গ, য কারাদি অষ্ট অন্তস্থ এবং ক্ষ স্পর্শরূপ বৈশ্যবর্ণ, আর পঞ্চভুত, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় মনাদি অন্তঃকরণ একত্রিত পঞ্চবর্গীয় চতুর্বিংশতি ব্যঞ্জন (ম কার বিনা) চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংজ্ঞকা অব্যক্ত অক্ষর অবিকৃত প্রকৃতি শূদ্রবর্ণ হয়েন। শুক্ল লোহিত পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে চারি জাতি স্বরূপে হে হংসি! স্বরাখ্য এই ক্রোড়পত্র জানিবার যোগ্য হয় ইহা সত্য।

এই জগজ্জননীবাণী দশমাস পূর্ণগর্ভ ধারণান্তর কাল যন্ত্রপীড়িতা হইয়া এই বিশ্ব (বিরাট) প্রসব করেন, যাহাকে কর্ম্মতন্ময় জীব বলি। সেই সদ্যোজাত, বিপরীত গতি গত, ভূপতিত, জ্ঞানহত জীব 'কাহং' ২ শব্দকরত গর্ভদৃষ্ট পরম পুরুষকে স্মরণ করিয়া রোদন করে। ঈশ্বর পারতন্ত্রেই ইহার বন্ধনাদি হয় বলিয়া ঈশ্বরকে কর্ত্তা বিবেচনা করা ন্যায় নয়, যেহেতু বিদ্যাশক্তি যুক্ত স্বতঃ অকর্ত্তা ঈশ্বর কেবল ফলদাতা, সাক্ষীমাত্র থাকেন। অতএব আত্মা অবিদ্যাশক্তি প্রযুক্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল ভোগার্থ বিচিত্র ২ তনু ধারণ পূর্ব্বক, মায়ারচিত বূ্যহপ্রবিষ্টবৎ জীবাকারে

আপনিই বিমুগ্ধ হইয়া গুরুশাস্ত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার মুক্ত অর্থাৎ স্বস্বরূপ লাভ করেন। এইমতে সর্ব্বাবয়ববান 'অহং' শব্দ মহাপ্রলয়ে মহার্ণব শয্যাশায়ী বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজারুঢ় হিরণ্যগর্ভ ও হয়েন। দক্ষিণায়ণ-উত্তরায়ণ-মিথুন বর্ষাদি বসন্তান্ত চতুর্দ্দশমাসের একাদশ মাস গর্ভাগার স্বরূপ অন্ধতম লোক, গ্রীষ্মমাসদ্বয় তৈজস জ্যোতির্লোক, এবং ঋতুবর্জ্জিত দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ সন্ধিতে গভস্তিমালী (রশ্মিমালী) বিচরণকারী মলরহিত এক নির্ম্মলতেজশালী মলমাস তাহাই সত্য লোক হয়। ঐ পরিত্যক্ত মল হইতে 'অহংশব্দ' অসুরারুঢ় হয়েন। সম্বৎসর প্রজাপতি কালাত্মা রবির ন্যায়, মহাকালাখ্য মহার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ও মলত্যাগ করেন, এই সত্যাখ্যান উপলক্ষে পুরাণে তাহার স্থূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণ,—

"বিষ্ণুকর্ণ মলোদ্ভূতৌ নামানৌমধুকৈটভৌ,
"মিথুনং রাক্ষসাসুরং দ্বাবেতা বুপগচ্ছতঃ"।

তদনন্তর দেবাসুর সম্পদারুঢ় 'অহংশব্দ' আমিই দেবতা, আমিই অশোক-ব্রহ্ম, নিত্যমুক্ত আত্মা আমিই হই ইত্যাদি অভিমান করেন। সৎ শব্দের স কার প্রকৃতিবিসর্গ উষ্মাক্ষর, দন্তনিষ্ঠ তেজ, সর্ব্বাধার নিরাধার অ মাত্র, তদুত্তরে যে 'ৎ' অর্দ্ধমাত্রা, ইনি 'যত্তৎ' ইত্যাদি উভয়ার্দ্ধ উপলক্ষে 'ত' পূর্ণাকারা মাত্রাভূতা পরা অপরারূপা হয়েন, তদুভয়ের মধ্যে অহংশব্দ 'সৎ' কারণ, নিত্যরাসারুঢ় ব্রহ্মরূপ বিরাজমান আছেন। যেমন দেবাসুর সম্পদদ্বয় মধ্যে জগৎকারণ নারায়ণ (বিষ্ণু) কে পুরাণে নির্ণয় করেন, তদ্রূপ। স মাত্র পূর্ণা প্রকৃতি 'ৎ' অর্দ্ধতৈজসীদাহ্য (কাষ্ঠা) রূপিনী হয়েন, এতদুভয় কলাকাষ্ঠা মধ্যে ভাসমান স্বয়ং বিভু অ মাত্র, সদানন্দ রাসবিহারী-হরি, রাসবিহার করেন। তিনিই অহংশব্দ বাচ্য চিদাত্মা। অতএব অহংশব্দে কালত্রয়সাক্ষী নিত্য চৈতন্যকে বুঝিতে হইবেক। প্রকৃতিবাদী দিগের মতে 'অহং' অভিমান ব্রহ্মেতে সম্ভবেনা যে আশঙ্কা আছে তাহা অসৎ। জড় অচেতন, তাহাতে অভিমান নাই।—অভিমান চৈতন্যধর্ম্ম। নানা দেহাভিমানে ব্রহ্মের নানাত্ব ও হইতে পারে না, যথা সূর্য্য একহইয়াও উপাধি-গত অনেক চক্ষুর প্রকা শক হয়েন!

হে হংসি? শ্রুতিযুক্তি দ্বারা আপনাকেই 'তৎসৎব্রহ্ম'-বলিয়া জান। ইহাই যজুর্ব্বেদের অনুশাসন। 'আমি'শব্দ আত্মবাচক,অধিযজ্ঞ প্রজাপতি হয়েন। যথা শ্রুতি,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু,
"বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ।

"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্,
"আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভুক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।

এই শ্রুতি তাৎপর্য্যে বিদ্যা অবিদ্যাযুক্ত উপাধিধারী আত্মাকে (জীবেশ্বর ব্রহ্মকে) সংসারী মান্য করিয়া তাঁহার মোক্ষ ও সংসার বন্ধনের সাধন স্বরূপশরীর-(কর্ম্ম) কে রথ কল্পনা করিয়াছেন। গমনাগমনার্থ যান বাহনের অপেক্ষা, অতএব তিনি রথী। নিশ্চয়াত্মিকা (প্রজ্ঞা) বুদ্ধিকে (নেতা) সারথী, দশেন্দ্রিয় বাহক-অশ্ব, বিষয় পন্থা, এবং মন রজ্জু (লাগাম) কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন রথী, সারথী, রসনা, অশ্ব চৈতন্যযোগে জড় রথ স্থাবর বিষয় পথে বেগবান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানাদি জড় শরীর ব্রহ্মচৈতন্য সত্তা অধিষ্ঠানে সংসৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। জড় রথের গমনে অচল রথীর গমন অভিমান সিদ্ধ,—সেইরূপ আত্মার। অতএব তিনিই প্রকৃত অভিমানী, অচেতন রথাদি নয়। এই রথে আত্মা স্বেচ্ছামতে মোক্ষ কিম্বা সংসার পথে গমন করিয়া কখন সিদ্ধ কখন সাধক, কোথাও মুক্ত, কোথাও বা বদ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।—'আমি' শব্দে দেহত্রয়-সমষ্টি মহান্ বুঝায়। 'আমি' বলিলে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরস্থ আপনাকেই বুঝিতে হয়।—

'বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম'—'বহোর্ভাবো ভূমা',—ইত্যাদি শ্রুতি তাৎপর্য্যে স্থূল সূক্ষ্ম, পরম, মহৎ, ব্যাপক, এক, অনেক, সর্ব্বানুস্যূত, তত্বাতীত, কেবল, সবিশেষঃ নির্ব্বিশেষঃ ব্রহ্ম শিব রূপ ও জীবরূপ সর্ব্ব স্বরূপ অহং আত্মা হয়েন। যেমন বৃক্ষচ্ছায়ায় বৃক্ষের সত্যতা প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ এই আত্মার 'অহং ব্রহ্ম' সত্বায় (মায়া ভাসমান-তায়) জগতের (শরীরের) সত্যতা রথবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। যাঁহার পূর্ণতায় আকাশাদি ভূত পঞ্চক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ প্রদর্শন করিতেছে, সেই প্রপঞ্চাধার নির্ব্বিকার পরমাত্মা সাক্ষীরূপ 'অহং' শব্দবাচ্য হয়েন। শ্রুতি তাঁহা-কেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাধারভূতং' বলিয়া স্তুতি করেন। তিনিই অস্তিত্ব প্রমাণে আত্মপ্রত্যয়স্বরূপ হয়েন। ভোক্তা পুরুষের পূর্ব্বে ভোগের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ, একারণ হে হংসিকে! অন্নরূপা তুমিই 'যুষ্মৎ' শব্দবাচী 'আদ্যা' নামে প্রসিদ্ধা আছ, যেহেতু পুত্র জন্মের পূর্ব্বে মাতার স্তনযুগে প্রথমতঃ দুগ্ধের সঞ্চার হয়। প্রকৃতি পুরুষের, স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ 'যুষ্মৎ অস্মৎ' শব্দের, ঐক্যতা সাধন কি প্রকারে সম্ভব? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ শ্রুতি কহেন,—

"এতদ্বৈতদ্‌ব্রহ্ম চৈতন্যাভিমানী, নিত্যাভিমানী প্রকাশাভি-মানী ষড়বিংশকো মহাপুরুষো মহাবিষ্ণুর্ম্মহাগুহ্যো মহা-বিভুরিতি।"

অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, ত্রিগুণা প্রকৃতি ও অভিমানী-প্রাণ (কাল), এই ষড়বিংশতি তত্ত্বাত্মক মহাবিভু বিরাট অখিলদেহভৃৎ পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

মূল প্রকৃতি-মায়া সকল বিশ্বের রূপ, তিনি ব্রহ্মাশ্রয়া ব্রহ্মবিষয়া তৎকারণ ব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়, মায়া রসাস্বাদন সংশ্লিষ্টতায় ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া অহং অভিমানের সহিত 'সৎ' কার্য্যতন্ময় ও 'প্রমেয়' হইয়াছেন। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, কাষ্ঠে অগ্নি, তিলে তৈল, আকাশে শব্দ, এই প্রকারে প্রকৃতি পুরুষের অনাদি নিত্য সম্বন্ধ। 'নিত্যমুক্তমবাধকঃ' এই শ্রুতি তাৎপর্য্যে বন্ধ ও বাধা নিষেধ উপলক্ষিত হইয়াছে, বদ্ধ পুরুষই মুক্ত হয়। 'নিত্যবন্ধন আশঙ্কা' না থাকিলে 'নিত্যমুক্ত' শব্দের যোজনা অসম্ভব। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, মায়াও জড়া মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অক্রিয়, তবে কর্ত্তা কে?—এই প্রত্যক্ষ জগতের কি কর্ত্তা নাই? ইহাতে অনীশ্বরবাদ আইসে, অতএব হে হংসি! সিদ্ধান্ত এই যে, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম করণরূপা প্রকৃতিযুক্ত হইয়া মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়ার উৎপাদক হইয়াছেন। কার্য্য কারণের অভেদ ন্যায়ে 'সৎ' কার্য্য, অসৎ কারণকে আশ্রয় করিয়াছেন নিশ্চয়। অবিকারী পদে 'অস্মি' শব্দের অন্তর্বৃত্তি বিকার শোধন হেতু সাক্ষাৎকার, অপরোক্ষ জ্ঞানসাধ্য আত্মলাভকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পুরুষসংযোগে সচৈতন্যা প্রকৃতি দ্বারা যে ক্রিয়া সম্ভব হয়, তাহাকেই তদ্বিকার বলা যায়। সূর্য্য ও মণিসংযোগে যে অগ্নির ভাব, তাহাই বিকার। অয়স্কান্ত লৌহ যেমন অচল হইয়াও (শক্তিগুণে) সচলের সম্বন্ধ রাখে, তদ্বৎ মায়া ব্রহ্ম উভয়ে অক্রিয় হইয়াও সংযোগে সক্রিয় (বিকারী) হয়েন। 'ব্রহ্মসৎ' অতএব তদ্বিকার সেই 'বিশ্বকার্য্যও সৎ', নচেৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের শুভাশুভ ফল নিষ্ফল হয়। এক দীপ হইতে বহু দীপের ন্যায় এক জ্ঞানে বহুজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি হইয়া নানা চেষ্টাকারী, বদ্ধমোক্ষ প্রবোধক, স্বর্গ নরক, পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব, ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বভাবে পৃথক্ পৃথক্ পরমাত্মা অনুভূত হয়েন, একারণ পরমার্থ ও ব্যবহারিক জ্ঞানদ্বয় স্বরূপ পক্ষদ্বয় যুক্ত (গুরু) 'হংস পদ', একীকৃত ক্ষীরনীরের শোধনার্থ 'সোহং হংস চিৎ' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত 'অস্মি' শব্দ দ্বারা সপ্রমাণ করেন ইহাও সত্য।

এইরূপে যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য দ্বারা 'আমিই সেই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অধ্যাত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ অধিযজ্ঞেনিশ্চয় করিয়া পরপক্ষের বোধার্থ সামবেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শান্তা মুক্তেশ্বরী মা।

সামবেদ তত্ত্বমসি।

'তৎপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অহমস্মি'—সেই প্রকৃষ্টজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্ম আমিই হই ইত্যাদি বাক্যে যে সেই ও এই পদ আছে তাহার উপর পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে, কারণ সামবেদে তৎ পদ ও ত্বং পদের অর্থে ঈশ্বর ও জীব বলিয়া দুই বস্তুর নির্দ্দেশ হইয়াছে, সুতরাং তৎ পদলক্ষিত ঈশ্বরের সহিত ত্বং পদলক্ষিত জীবের সমতা বা ঐক্যতা কি প্রকারে সম্ভব ?—অনন্ত জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, এবং যৎকিঞ্চিৎ শক্তি-বান জীব অল্পজ্ঞ, তাঁহাদের ইতর বিশেষ প্রত্যক্ষই আছে ?। এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছেন যথা,—

"তচ্ছব্দেন পূর্ব্বং ত্বং শব্দেনাপরং পরামর্শীতি।
তৎ পরস্পারবিরুদ্ধং তৎ সৎ ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরামৃষ্টীং
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নাম রূপবিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডং ব্রহ্মেত্যুপনিষদিতি শ্রুতেঃ।
কেবলসাক্ষাৎকারস্বরূপং সঃ পরমাত্মা তৎপদেন বিশে-ষ্যতে। ত্বং পদেনাপরং পরামর্শিতম্। অপরঞ্চ প্রধানং মায়া সা ব্রহ্মাশ্রিতা যথা বৃক্ষছায়া গৃহান্ধকারঃ। মায়াবেষ্ঠিত-চৈতন্যস্বরূপত্রয়ং প্রথক প্রথক বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞাঃ। ব্যষ্ঠি সমষ্ঠি স্বরূপেণ বণ বণবৃক্ষবৎ জল জলাসয়বৎ একৈব পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মকা অনন্তা ভবন্তি"।

অর্থাৎ তৎশব্দে পূর্ব্বোক্ত পদ আর ত্বং শব্দে অপর প্রত্যক্ষ পদকে বুঝায়, অতএব পরোক্ষ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ ও অনুভূত) এই পরস্পর বিরুদ্ধ পদদ্বয়কে অসি-পদে একত্র সংযুক্তকারী ব্রহ্মশক্তিবাণী কহিতেছেন, যে একমেবাদ্বিতীয় নামরূপ—বিবর্জিত ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, কেবল তুরীয় অবস্থায় সাক্ষীরূপে অবস্থিত, তাঁহার জীবত্ব কেথায়! "অখণ্ডব্রহ্মের নাম উপনিষৎ" এই শ্রুতি প্রমাণে জীব কল্পনা ঈশ্বর কল্পনা ও ব্রহ্মকল্পনা রহিত অখণ্ড বিদ্যমান যে পরমাত্মা

তিনিই তৎপদে 'সেই' বলিয়া লক্ষিত হয়েন। ত্বং পদে অপরব্রহ্ম মায়া বা সাংখ্য-দর্শনধৃত প্রধান যাঁহাকে ব্রহ্মাশ্রিতা বোধ হয়, তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন গৃহছায়া-অন্ধকার গৃহাদি অধিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র নয়, অথচ তৎস্বরূপও নয়। সেই মায়াবেষ্টিত চৈতন্যে দর্পণ প্রতিবিম্ববৎ পৃথক পৃথক গুণে প্রতি-ভাসমান 'এই' বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞ. ঈশ্বর জীব মায়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অভিমানী হয়েন। এই ত্রিধা মায়া, ব্যষ্টি সমষ্টি রূপে বন ও বনবৃক্ষ, জল ও জলাশয়াদির মত এক এবং অনেক উভয়াত্মক রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মিকা কালশক্তিই পুরুষযোগে অনন্তা হইয়াছেন। ত্বং পদবাচ্য স্থিতির কারণ জীবের অন্তপ্রবিষ্ঠ ভোক্তারূপ লিঙ্গদেহী, ষড়বিংশ মহাপুরুষ, প্রাণাত্মা তৎ পদবাচ্য সৃজনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর-কাল হয়েন, আর অসিপদে চৈতন্যমাত্রে উভয়ের ঐক্যতা ইহা 'জীবেশ্বরব্রহ্ম' নিরূপণ উপলক্ষে সামবেদের পূর্ব্বোত্তর ভাগের সর্ব্বত্রে গীত হইয়াছে। শ্রুতিঃ—

> "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
> একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"।

অর্থাৎ একই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে পৃথক পৃথক অনেক রূপে জলে চন্দ্র প্রতি-বিম্ববৎ দৃশ্যমান হয়েন, প্রকৃতি পত্নী সহায়ে পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে পৌত্র রূপে পৃথক পৃথক দৃশ্যমান হইয়া সকল ঘটাকাশকে পূর্ণ করিতেছেন। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

"অত্র দ্রষ্টা ব্রহ্মৈব। একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধাঃ যঃ করোতীতি শ্রুতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ রবি-র্লোকচেষ্টা নিমিত্তং যথেতি। সঃ পরমাত্মা প্রপঞ্চরহিতো নির্গুণঃ কেবলমাকাশবদ্ব্যাপকঃ। শব্দগুণমাকাশং নিঃশব্দং ব্রহ্মোচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ অতঃ স্বতশ্চৈতন্যঃ বিকল্প-দ্বয়রহিতঃ কথমিতি চেৎ ব্যাপকত্বাৎ। অনন্তশক্তিময়ত্বাৎ ব্রহ্মদ্রষ্টা মায়া দৃশ্যা। তৎপদবাচ্যঃ পরমাত্মা সত্তামাত্রেন পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপেণ তৎপদেন ব্রহ্ম ত্বং পদেন মায়া, অসিপদেন বেদঃ প্রথমজাদ্ব্রহ্মণঃ পশ্চিম-বক্ত্রেণাভিব্যক্তির্ভবতি, কাণ্ডত্রয়ং মন্ত্রকর্ম্মজ্ঞানেতি তৎ-

পদসর্গ স্তং পদসর্গোঽসিপদসর্গঃ। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ইতি ভগবদ্বাক্যাদ্যথা বেদান্তেঽপি অনাদ্যবিদ্যাং বদন্তি হংসস্তর্হি দ্বৈতোৎপত্তির্ভবতি, অদ্বৈতং ন স্যাদেতৎ সত্যম্। ব্রহ্মব্যাপকত্বেন মর্য্যাদারহিত অনন্তং স এক এব উপাধিভেদেন ত্রিধা ভবতি জীবেশ্বর ব্রহ্মেতি, অবিদ্যা মায়া চিচ্ছক্তীতি, তত্র চিচ্ছক্তি ব্রহ্মাশ্রিতা, অবিদ্যা জীবাশ্রিতা মায়া হাসো মদোন্মাদ করীশ্বরাশ্রিতা। চিচ্ছক্তিস্তু, অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষত ইতি সপ্তশতীপ্রামাণ্যাৎ সা মায়া ব্রহ্মসত্তা মাত্রেণ চেতনা ভবতি। যথা সূর্য্য সত্তায়াঞ্চক্ষুঃ প্রকাশো ভবতি, তথা নিষ্কারণতয়া ব্রহ্মসত্তায়াং মায়া বিকারিত্বং ভবতি তত্তু বিকারং দ্বিবিধং মায়া অবিদ্যা চ। তত্র মায়া প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমীশ্বর ইত্যুচ্যতে। অবিদ্যা জীব ব্যামোহিণী। অবিদ্যা প্রতিবিম্বিতচৈতণ্যং জীব ইত্যুচ্যতে। মায়া ঈশ্বরাশ্রয়ে মোহিণী। চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং ঈশ্বরোঽনিমাদ্যষ্ট সিদ্ধ্যধিষ্ঠিতা ভবতি, তস্য নাম বিষ্ণু সত্ত্বগুণপ্রধানস্তস্য স্বরূপং ত্রয়ং, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইতি। তজ্জগদুৎপত্তিকারণং ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধানো, রজোগুণ প্রতিবিম্বিতচৈতন্যং ক্রিয়াশক্তিরূপেণ জগদুৎপত্তিং করোতি। তস্য বিষ্ণোঃ স্বরূপং তৎপদপ্রথমাংশো ব্রহ্মা দ্বিতীয়াংশো বিষ্ণুস্তৎ প্রতিপালকঃ সত্ত্বগুণপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে। স বৈকুণ্ঠাধিপতিরিচ্ছাশক্তি রূপেণ জগৎপালনং করোতি, তস্যাংশা অবতারা মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ কিমর্থং ইতি চেৎ তত্রাহ—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিভর্ব্বতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"॥

স বৈকুণ্ঠনাথ লোকাশ্রয় তে লূতাতন্তুন্যায়েন জগদুৎপত্তি-র্ভবতি, স জগদুৎপাদকস্বরূপ সৃজতি, পালয়তি, সংহরতি যোগমায়ারূঢ়ো ভবতি। তস্মাৎ কারণোপাধিরীশ্বরঃ কথ্যতে। তত্র কার্য্যোপাধিচৈতন্যং জীবশব্দবাচ্যমুচ্যতে। স জীবোঽবিদ্যাশক্তিপ্রধানো ভবতি। সাঽবিদ্যা পঞ্চ-স্বরূপা কথ্যতে। পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যাশক্তির্ভবতি শৈশবাদি-বৃদ্ধান্তপঞ্চাবস্থা ক্রমাদ্বিদ্যতে। পঞ্চাবস্থাসু যজ্জ্ঞানং তদবিদ্যাস্বরূপং পরমার্থং স্বস্বরূপজ্ঞানরহিতং কেবলং দেহাভিমানমাত্রং ভবতি। তদবিদ্যাপরিচ্ছিন্নং চৈতন্যং বর্ত্ততে। কারণং ত্বেকমেব, কার্য্যং তু বিকার্য্যমানত্বাৎ অনেকস্তত্রদৃষ্টান্তমাহ শ্রুতিঃ”—

“যথেহ সৌম্য একস্মান্ মৃৎপিণ্ডাদ্বহব উদঞ্চরা জায়েরন্। বাচারম্ভং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।”

অনেকধা কার্য্যং কারণস্তু মূলপ্রকৃতিঃ এক এব, কারণ-ভূতগুণসাম্যং প্রকৃতিঃ সা চরাচরাত্মিকা ত্রিধা ভবতি।—
‘পরমাত্মাশ্রিতা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীতি শ্রুতেঃ—
সা মায়া জগৎকারণহেতুর্ভবতি। এবং অমুনা প্রকারেণ কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভুবন-কোষং নিরুপ্যতে।”

অর্থাৎ দ্রষ্টা একমাত্র ব্রহ্ম। শ্রুতি বলেন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক দেব, যিনি একরূপকে বহুধা করেন, যেমন এক সূর্য্য সকলচক্ষুকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মই দ্রষ্টা মায়া দৃশ্যা। কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি পরমপুরুষ সত্বায় পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী বাণী রূপে তৎপদবাচ্য ব্রহ্ম, ত্বং পদবাচ্য মায়া (প্রধান) এবং অসিপদ-বাচ্য বেদ, প্রথমজ ব্রহ্মার পশ্চিম বক্ত্র হইতে আবিভূর্তা হয়েন। সেই বেদ মন্ত্র কর্ম্ম ও জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয়ে ‘ত্রিধা সর্গ’ বিস্তার করেন। ‘এক কি অনেক’ ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনানন্তর ‘এক এব’ বলিয়া সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বিতীয়ের আশঙ্কা নিরাশ করিয়াছেন। মায়া-উপাধি, দ্বিধাকারে ছায়া, ফেণ, অভ্র বা লতার ন্যায় দুই পুরুষের আশ্রিতা, অতএব বিদ্যা অবিদ্যা উপাধিগুণে সর্ব্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব কল্পনায় জীব ও

ঈশ্বর সংজ্ঞায় ভেদ হইয়াছে, পরন্তু তদুভয়ের সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্য এক বৈ দুই নয়। ভগবদ্গীতা প্রমাণে মায়া দৈবী, গুণময়ী ও দুরত্যয়া ইতি ত্রিধা, ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে দৈবী প্রকাশবতী, রজোগুণে গুণময়ী কলাবতী, এবং তমগুণে দুরত্যয়া, ঘোররূপা ভয়ানকা, বিস্ময়করা বা অনির্ব্বাচ্যা। একারণ তৎপদলক্ষিত পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানপ্রাপ্তি বিনা মায়ার পার উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য বলিয়াছেন। এতদর্থে সেই দেব অমৃত বর্ষণ দ্বারা আত্মশক্তির পোষণ করেন, ও বিষ দ্বারা হনন বা হেয় জ্ঞানে বিসর্জ্জন করতঃ উদাসীন হয়েন ইহাও বেদবাক্যে এবং সৌন্দর্য্যলহরী গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি যেমন ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, সেইরূপ বেদান্তেও 'অনাদি অবিদ্যা হইতে দ্বৈতোৎপত্তি ইহা সত্য' ইত্যাদি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমাত্মা জীবেশ্বর ব্রহ্ম নামে মায়া অবিদ্যা চিচ্ছক্তির আশক্তিপ্রযুক্ত হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত রূপে প্রকাশ হইয়াছেন। চিৎশক্তি হ্রস্বা, মায়া দীর্ঘা এবং অবিদ্যা প্লুতা হয়েন। চিৎশক্তি অর্দ্ধমাত্রা গুণসাম্যাবস্থায় নিত্য-অনুচ্চার্য্যা অবিশেষ রূপা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাশ্রয়া, যথা চণ্ডীমাহাত্মে,—'অর্দ্ধমাত্রা মূল প্রকৃতি প্রণবের ঊর্দ্ধভাগে নিত্য অবস্থিতি করেন' যিনি তড়িদ্দামের ন্যায় কেবল চিদাকারা 'জড়ানাং চৈতন্যং' পরমা প্রকৃতি বলিয়া নিগম শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন। হ্রস্ব ইকারাকারা নিত্যা সেই পরমা শিবসংযোগে দীর্ঘা পরাবিদ্যাভাবাপন্না ঈশ্বরাত্মিকা মায়ারূপিণী ঈ হয়েন। ঈশ্বরাশ্রয়ে তিনিই দ্বিধা, মায়া ও অবিদ্যা, অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর দ্বয়ের উৎপাদিকা প্লুতা হয়েন। হৃদয়াকাশস্থ লিঙ্গদেহই ঈশ্বরদেহ, যাঁহাকে 'অপাণিপাদো যবনো গৃহিত্বা' বলিয়া শ্রুতি স্তুতি করেন, আর চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা স্থূল দেহ এই প্রত্যক্ষ যাহাকে জীবদেহ বলা যায়। অন্নময়ে প্রাণময় ও বিজ্ঞানময় একত্রিত আনন্দময় জীবকেই 'শিব' বলা যায়। তাঁহারি অন্য নাম বিষ্ণু। তিনি সত্ত্বগুণ প্রধানতায় তৎপদের প্রথমাংশ ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াংশে তাঁহার প্রতিপালক বৈকুণ্ঠাধিপতি, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ধর্ম্ম রক্ষার্থ মৎস্যাদিরূপেও অবতীর্ণ হয়েন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণুর অবতারাদি ধারণ যাহা পুরাণাদিতে সুব্যক্ত আছে তাহাও সত্য।

রুদ্র সেই তৎপদের তৃতীয়াংশ, যিঁনি ভৈরবাদি অবতার ধারণ পূর্ব্বক স্বতো অনন্তশক্তি শঙ্কর্ষণ কালাত্মা নামে প্রলয়কালে এই সমুদয় জগৎকে আত্মসাৎ করেন, অর্থাৎ 'অহমেব' কেবল আমিই হই, ইত্যাকার অহঙ্কার করত বিকট অট্টহাসে দিগ্ব্যাপ্ত করেন।

এতাবতা তৎপদলক্ষিত 'মায়া প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য ঈশ্বর' সূর্য্যকোটির ন্যায়

প্রকাশক, যমকোটির ন্যায় ভয়ানক, শক্তিত্রয় সম্পন্ন ভগবান পদবাচ্য হয়েন। সেই হরিই লোকাশ্রয়, উর্ণনাভীর ন্যায় জগৎ প্রকট করেন। কারণ রূপে এক কার্য্য-রূপে অনেক হয়েন। এক মৃৎপিণ্ড হইতে অনেক ঘটাদি জলপাত্র হয় কিন্তু ঘটের নাম কেবলমাত্র, তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাই সত্য হয়। অতএব মহত্তত্ত্ব হইতে শরীরস্থ সপ্তধাতু পর্য্যন্ত সকলি অবিদ্যাসম্ভব, জ্ঞান মায়াংশ, স্বস্বরূপানুভূতি চিদংশ হয়। এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎকে 'ভুবন কোষ'* বলিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন যথা,—'ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন'।

১ ব্রহ্ম	৭ রুদ্র	১৩ গায়ত্র্যাদি শক্তি
২ মায়া	৮ সনকাদিঋষি	১৪ সুরা সুর, নর চতুর্ব্বিধ জীব।
৩ ঈশ্বর	৯ মরিচ্যাদি "	
৪ গুণত্রয়	১০ সায়ম্ভবাদি মনু,	
৫ বিষ্ণু	১১ কশ্যপাদি প্রজাপতি,	
৬ ব্রহ্মা	১২ আদিত্যাদি গ্রহ,	

এই চতুর্দ্দশ আবরণে আবৃত হইয়াও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় নিত্য স্বতন্ত্র নিরঞ্জন আছেন। বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বত্রেই বর্ত্তমান স্বরূপ। এক অঙ্ক (১) যেমন গুণপ্রাপ্তে বৃদ্ধি এবং গুণাভাবে স্বস্বরূপে একই থাকে তদ্বৎ।

শক্তিপ্রধান জগৎ, শক্তিহিন পুরুষ ভোক্তা নহেন। স্বশক্ত্যাভিমানী ব্রহ্ম ঈশ্বরাদি জীরাকারে কর্ত্তা ভোক্তা হয়েন। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমানশূন্য উদাসীন ব্রহ্ম চৈতন্যে (অ মাত্রে) ভেদাভেদ সমতা হইয়া যে অদ্বৈত ব্রহ্মভাব উদয় হয়, তাহাকেই নির্ব্বাণমুক্তি বা কৈবল্যভাব বলাযায়, আর প্রবৃত্তি পথের পথিক, পাপ পুণ্য ভেদজ্ঞান নিষ্ঠা পরায়ণ জীবেশ্বর, উপাস্য উপাসক, ভাবভক্তির তারতম্যে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য মুক্তি যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও মায়াবধি সত্য, তাহা হইতে পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ (শরীর ধারণ) হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রত ও যুক্তিত সপ্রমাণ হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত সার্দ্ধমাত্রা ত্রয়োদশকলাত্মিকা পরা অপরা বিদ্যার পরোপার উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য চতুর্দ্দশস্থানীয় ব্রহ্মধাম প্রাপ্তি করিলে আর ভেদাভেদ থাকে না, তথায় অদ্বৈত ব্যাপকসত্তায় চিত্তের নাশ হইয়া একত্ব উদয় হয় এই ভাব। এই চতুর্দ্দশভুবননিবাসী আকাশ লক্ষণ কার্য্যাশ্রিত-চৈতন্য চিদাকাশ-জীব, হয়েন। শিব ও জীব, জীব ও জীব, সকলি

* কোষ,-আবরণ, গৃহ।

জীব, জীব ভিন্ন নির্জ্জীব যাহা তাহা জীবওনয় শিবও নয়, কিন্তু বাচাবন্তন মাত্র মিথ্যা। এই জীব বৌদ্ধমতে 'নিত্য ও অবিনাশী', সাংখ্যমতে 'এই জীব ভিন্ন ঈশ্বরের অভাব অথবা ইশ্বর স্বয়ং জীবাকারী হইয়াছেন'। বেদান্তমতে এই জীব ও ঈশ্বরে অভেদ যেমন ঘটে মৃত্তিকায়, এক কারণ রূপ অপর কার্য্য রূপ হয়েন। নিমিত্ত উপাধি, মায়া-অবিদ্যা।

এইমতে তৎপদ ও ত্বং পদ শোধন পূর্ব্বক, ঔপাধিক ভেদ দর্শনান্তে চৈতন্য-মাত্রে অভিন্ন অবশেষ লক্ষ্য করিয়া 'তত্ত্বমসি' পদত্রয়ের পরস্পর ভেদ ও ঐক্যতার সিদ্ধান্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই শ্রুতির নানাত্ব দোষাসঙ্কা নিষেধ করিয়া কহিতেছেন যে, সামবেদের মহাবাক্যে বস্তুত্রয়ের আসঙ্কা নাই, যে হেতু একবস্তু 'জীবেশ্বর ব্রহ্ম' চিৎশব্দে প্রাপ্তি হয়, একারণ অসিপদে সেই 'চিৎ' উপলক্ষে জীবেশ্বরের ঐক্যতা সাধিত হইয়াছে। ত্বং পদবাচ্য মায়াই উপাধি; সেই মায়ার স্বভাব শীঘ্রগা, চঞ্চলা, হে হংসিকে? মহামেঘান্ধকারসম অজ্ঞান-জাড্যে মায়া (বিদ্যারূপে) পরমাত্মজ্যোতিকে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বা তদাকারে, দিবারাত্র ষষ্টিদণ্ডমধ্যে দেখানমাত্র; অবিদ্যাও জীবচৈতন্যকে নক্ষত্রাকারে দেখা-নমাত্র আবদ্ধ করিতে পারেন না। বৈদিক মহাবাক্য মনন দ্বারা আত্মার অবিদ্যা অন্ধকার দূর হইয়া আত্ম বোধ উদয় হয় অন্যথা হয় না। সামবেদে এই অশরীরী বাণী আকর্ণন পূর্ব্বক মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে আত্মা জীবন্মুক্ত হয়েন, যথা,—'যৎ প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অহমস্মি তত্ত্বমসি'—হে জীব! 'যে প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম আমি হই তাই তুমি হও'। সৎ 'ত্বং' মায়াযোগে 'চিৎ'; ত্বং 'চিৎ' যোগে আনন্দ-স্বরূপিনী, এবং উভয়ের মিথুন 'সচ্চিদানন্দ', তাহা প্রণব-প্রতিপাদ্য পরমাত্ম শব্দে অথর্ব্ববেদের মহাবাক্যে প্রকাশ করিতে অভিলাষী স্বামীজী 'অয়মাত্মাব্রহ্ম' পদের মাহাত্ম বর্ণন করিতেছেন।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথর্ব্ববেদ। অয়মাত্মা ব্রহ্মঃ।

'অত্রায়ং শব্দঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বচনাৎ সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদি'।

পূর্ব্ব প্রাপ্য মায়া ব্রহ্ম মিথুনের সিদ্ধান্ত উপলক্ষে 'অয়ং' শব্দের অর্থ করিতেছেন। "অয়ং" (এই) শব্দ প্রত্যক্ষকে বুঝায়, যেমন এই সেই দেবদত্ত। তৎকাল তদ্দেশ তদবস্থা এবং এতৎ কালাদি বর্ত্তমানাবস্থা এতদুভয় পক্ষের সম্বন্ধত্যাগে যেমন কেবল চৈতন্য মাত্রে লক্ষিত দেবদত্ত সত্তাই প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বৎ এই দ্বৈত সৃষ্টির পূর্ব্বে মধ্যে ও অন্তে "সেই আত্মাই প্রসিদ্ধ" ইত্যাকার পরামর্শে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোধক 'এই' শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছেন। ঘট হইতে ভিন্ন পদার্থ আকাশ যেমন ঘট মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া আকাশই থাকে ঘট হয় না, সেইরূপ দেহমধ্যে দ্রষ্টা দেহী আপনাকে দেহ বিবেচনা করেন না। বাক্‌বৃত্তি দ্বারা আপনাকে সূর্য্যের ন্যায় সাক্ষীমাত্র নিশ্চয় করেন। পরাপর পরমাত্মা স্বয়ং আপনার প্রকাশক একারণ মায়ার ও প্রকাশক হয়েন। তাঁহারি সত্তামাত্রে প্রপঞ্চের চেতনা হয়, যাঁহাতে অহংতা মমতা, তব, মম, ইত্যাদি দ্বৈতার্থ প্রকাশিকা বাণী পৃথক পৃথক প্রকট হইয়া এক জ্ঞানকে ত্রিধাকারে ধারণ করেণ। অতএব সেই আত্মা শুনিবার যোগ্য মননের যোগ্য ধ্যানেব যোগ্য এবং দর্শনের যোগ্য হয়েন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এই প্রকার উপদেশ মৈত্রেয়ীর প্রতি করিয়াছেন তাহাও সত্য। দেবদত্ত সত্তাস্থানে যে চৈতন্য মাত্র লক্ষ্য হয়, তিনিই সম্পূর্ণ জ্ঞানবিৎ, যেমন ঘটাকাশকে জানেন সেইরূপ মহাকাশকেও জানেন। এই প্রকারে নানা বস্তুরও জ্ঞান হয়। অনু প্রমাণ দ্বারা যেমন বৃহৎ প্রমাণ জানা যায়, সেই রূপ ক্ষুদ্র এই অন্তঃকরণ চেষ্টায় বৃহৎ ঐশীক চেষ্টাও বোধগম্য হয়। 'হৃদয়াকাশে চিদাদিত্য নিরন্তর উদিত আছেন,' এবং "হৃদয়কমল মধ্যে দীপবৎ বেদসার আত্মাকে জান',—ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে এই আত্মাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত 'অয়ং' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে জানিবে। হে হংসি! ত্রিশক্তি সম্পন্ন এই আত্মা সমস্ত প্রাণীমাত্রের অন্তর্যামী স্বরূপ এক, একারণ শঙ্করভাষ্যে 'অয়ং' শব্দ বিশেষণে স্বপ্রকাশকত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। এতাবতা অয়ং শব্দে প্রত্যক্ষ 'এই' বলিয়া আত্মাকে জীবে বা (জগতে) বিরাটে লক্ষ্য করিয়াছেন।

অয়ং শব্দের অর্থ করিয়া, তাহাতেই তটস্থ লক্ষণা দ্বারা জগদুৎপত্তি স্থিতি লয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, বিক্ষেপ স্বরূপ ব্যাখ্যানের সহিত চৈতন্য স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন যথা,—

"জগদাঙ্কুরকন্দায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
"তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
"তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
"তস্মিল্লোকাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্মেতি কশ্চন।
"এতদ্বৈতৎ"॥

অর্থাৎ জগদাঙ্কুর কন্দ সচ্চিদানন্দ গুরুমূর্ত্তিকে নমস্কার, শ্রুতিমতে যাঁহা হইতে আকাশ প্রকাশ হইয়াছে। কার্য্য দৃষ্টে কর্ত্তার অনুমান জ্ঞানকে তটস্থ লক্ষণা বলে, একারণ সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে বলাতে আকাশদৃষ্টে কর্ত্তার অনুমান সিদ্ধ হইল। এতৎ শ্রুতিমতে তিনি আছেন তাহা অনুমান সিদ্ধ বটে, কিন্তু তিনি কিরূপ তাহা নির্ণয় হয় নাই। অতএব অন্যশ্রুতি দৃষ্টে সেই কার্য্যের লক্ষণ পরিদর্শন করিয়া কর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই অনাদি সংসার বৃক্ষের নাম অশ্বত্থ, কেননা ইহা প্রতিক্ষণে অন্যথাভাবে বিকার্য্যমান হয়। কিন্তু ইহার মূল ঊর্দ্ধে বলাতে সর্ব্বোপরি যে বিষ্ণুর পরম পদ তথায় বুঝিতে হইবেক, যথা হইতে ওঁকারমূল অঙ্কুরিত হইয়া দেব তির্য্যগাদি নানা যোনি ও অবস্থারূপ অধোগামী শাখা সকলের সহিত অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিক্ষণে পরিণামী হইয়াও চিরস্থায়ী, এমন বৃক্ষের মূল অবশ্য শুদ্ধবীজ হইতে পবিত্র ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইযাছে সন্দেহ নাই। অতএব মূলপ্রকৃতি চিচ্ছক্তি সেই পবিত্র ক্ষেত্র, যাহাতে শুদ্ধসত্ব আত্মবীজজাত বৃক্ষে অমৃত ফল উৎপন্ন হইতেছে। তিনিই অক্ষর ব্রহ্মবেদ, তিনিই অমৃত স্বরূপ। সেই অমৃত (কর্ম্মফল) আস্বাদনার্থ সকল লোক ইঁহার আশ্রিত, তদতিরিক্ত আত্মা আর কে আছে ইঁহাই সত্য। এই কর্ম্মফলামৃত রসাস্বাদনকারী আত্মাই স্বভাব নামে জীব পদবাচ্য হয়েন। ভূরাদি লোক সকল সেই বীজাঙ্কুর আশ্রয় করতঃ বর্ত্তমান আছে। ঊর্দ্ধ শব্দের উকার তৈজস, প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা, গায়ত্রী দ্বিতীয় পাদ, মৃত্তিকা হইতে ঘটের ন্যায় ব্রহ্মের কার্য্য স্বরূপ হয়েন। অতএব কার্য্যকারণ কর্ত্তারূপে ব্রহ্ম প্রপঞ্চের ঊর্দ্ধে নিম্নে ও মধ্যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে অবস্থিত আছেন ইহা ভাষ্যকারগণ কহিয়াছেন।

অপিচ। ব্রহ্ম চৈতন্যের জ্ঞানাদি শক্তি ত্রিগুণে নবধা হইয়াছেন। এই নবরসাক্ত অশ্বত্থফলে কে না আসক্ত হয়? । সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি বোধ, স্বাতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্তত্ব, অনন্তশক্তি (পরাক্রম) ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই নবশক্তি সম্পন্ন মহেশ্বরই জগদ্বীজ স্বরূপ, তাঁহা হইতে কাল কর্ম্ম স্বভাব অঙ্কুরত্রয় প্রকাশ হইয়াছে এ প্রকারেও বেদে কথিত হইয়াছে। এই অঙ্কুরত্রয় হইতে মূল প্রকৃতি উল্লসিতা হইয়া ত্রিকাণ্ডবৃক্ষরূপে পরিণতা হয়েন। সেই বৃক্ষের মূল, মূলপ্রকৃতি মায়া, তাঁহারি তিন গুণে তিনটী অঙ্কুর স্বরূপ ত্রিদেব, কিন্তু বীজ এক মহেশ্বর (ব্রহ্ম) যিনি শুদ্ধ এবং অমৃত। সেই রসে অভিষিক্তা ত্রিগুণা চিচ্ছক্তি অঙ্কুরত্রয় হইতে নবশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল বৃক্ষাকার এবং ফল জন্য অনেক ভোক্তা জীবের আধার হইয়াছেন। এই সকল জীব সতত তাঁহাতেই বাস করে, কেবল ইচ্ছামতে কখন এ শাখায় কখন ও শাখায় বিহার করে মাত্র। সেই নব শাখা যথা,—

১ মহত্তত্ত্ব,
২ অহঙ্কার,
৩ মন,
৪ বুদ্ধি, } অন্তঃকরণ।

৫ আকাশ,
৬ বায়ু,
৭ অগ্নি,
৮ জল,
৯ পৃথিবী, } পঞ্চ পঞ্চজ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়। অন্তঃকরণের প্রকাশক

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে উপশাখা, পঞ্চ তন্মাত্রকে বিষয়, ষড়ৈশ্বর্য্যরস, শুক্লাদি রূপ, অণ্ডজাদি ফল এবং শাখার সহিত ঋগাদি চারি বেদকে পত্র স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শব্দ ব্রহ্মের রূপ, ইহাঁতেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার স্থান। চারি উপবেদ অষ্টাদশ পুরাণ, ভারত রামায়ণ, বাদ্য, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, সাহিত্য, পিঙ্গল, জ্যোতিষ, বৈদ্য, দর্শন, মন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদি অনুমানাকার নানা শাস্ত্ররূপ শাখা পত্র বিশিষ্ট এই বৃক্ষের নব প্রকার ভক্তিরূপ পুষ্পও হয়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আর আত্ম নিবেদন। চারি ফলের স্বাদ স্বরূপ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারিটী গুণও আছে। হে হংসি! এই বিশাল বিশ্ব বৃক্ষের বিস্তার বর্ণনা অনেক, কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিলাম। ইহার মূল অনন্তশক্তি মহেশ্বর, যিনি বীজস্বভাবে জ্যোতির্ম্ময়। যথা গীতা,—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা" ॥

অর্থাৎ সকল ঘটেতে যে মূর্ত্তি দেখ, হে অর্জ্জুন! মায়াই তাহার জননী, এবং বীজ প্রদাতা পিতা আমি বাসুদেব হই।—'বীজরূপে অব্যয়াত্মা নানা রূপে অবতার গ্রহণ করেন' ইত্যাদি ব্যাসবচন প্রমাণে আনন্দময় ব্রহ্মই জগদ্বীজ, জীবেশ্বর রূপে বিস্তৃত হয়েন। আনন্দ মূল, গুণ পল্লব, তত্বশাখা, বেদান্তপুষ্প মোক্ষরসপূর্ণ সুপক ফলময় তুঙ্গ তরু হরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হে মানস বিহঙ্গ! সংসার রূপ শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষে কেন আসক্ত আছ!—ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণে এই ঊর্দ্ধমূল অধোশাখা, কালকর্ম্ম সভাবাখ্য প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রপঞ্চ উৎপত্তি এ প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে। কাল এখানে উপাদান স্বরূপ, যত্র কাল তত্র কর্ম্ম, যত্র কর্ম্ম তত্র স্বভাব ইত্যাকার সাহচর্য্য সম্বন্ধে মায়ার স্বরূপ জানিতে হইবেক। মায়া ছায়া, প্রাপ্য, দৃশ্যা, 'স্পর্শা'। সেই ছায়া-পুরুষ চৈতন্যযোগে বৈকারিকী হয়েন। নির্গুণ ব্রহ্ম-চৈতন্যে গুণময়ী কালকর্ম্ম স্বভাবাকারা মায়া সচৈতন্যা হইয়া সমবায় রূপে বৃক্ষাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। অনাদি প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে এই ভেদ যে প্রকৃতি গুণ বিকারে অন্তঃশীলা, ক্ষয়োদয়যুক্তা আর নির্গুণ পুরুষ অপরিণামী নিত্য নির্ব্বিকার সাক্ষীমাত্র। আত্মা প্রকৃতি সঙ্গে প্রত্যক্ষ হইয়া আবার অপ্রত্যক্ষও হয়েন, কিন্তু সে তাঁহার স্বীয় স্বভাব নয়, উহা মায়ার স্বভাব। প্রকৃতির পরিণাম কালে, দেহ বা রূপ পরিবর্ত্তন কালে আত্মার যে পরিণাম দৃশ্য হয়, তাহাই প্রকৃতির অবস্থা। মায়া পুরুষযোগে সচৈতন্যা কিন্তু স্বভাবে অচৈতন্যা হয়েন। আত্মা তৎকালে, সেই সংযোগ ও বিয়োগ কালে, জন্ম মরণবৎ, অবস্থাত্রয়ে প্রকাশিত হয়েন। যদি প্রকৃতি স্বীয় রূপ-পরিবর্ত্তন কালে আপন স্থূলাংশে সচেতনা থাকেন, তবে আবার নবীন দেহে কুমার কুমারীভাবে জন্মরূপ জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্যা হয়েন, যদি সূক্ষ্মাংশে সচেতনা থাকেন তবে স্বপ্নাবস্থায় অদৃশ্যা ও পিতৃলোক বা দেবলোকগতা হয়েন, আর যদি কারণাংশে সচেতনা থাকেন, তবে সুষুপ্তি অবস্থায় বৈকুণ্ঠ বা কৈলাশ বা সত্যলোকে ব্রহ্মাদি তনুতে অবস্থিতা অর্থাৎ চিদ্‌ঘণে একীভূতা হইয়া বিশ্রাম করেন। এতাবতা প্রকৃতি পতিপ্রাণা সতীর ন্যায় সর্ব্বদা পতি সঙ্গেই থাকেন, মৃতেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না যাহা পুরণাদিতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাও সত্য। এই জীবেশ্বর ব্রহ্মচৈতন্য ঐ অবস্থাত্রয়ে, প্রকৃতিপরিণামে সাক্ষী-রূপে চতুর্থ থাকেন, একারণ তাঁহার পরিণাম নাই। আত্মা সদা অপরিণামী,

যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ; সূর্য্য, প্রতিদিন উদয় হইয়া প্রত্যক্ষ হয়েন, চন্দ্র সেরূপ হয়েন না। চন্দ্রমণ্ডলকেই প্রকৃতিমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডলকে পুরুষমণ্ডল জানিবে। চন্দ্রমণ্ডলের যে অংশ সূর্য্য সম্মুখী হয় সেই অংশেই জ্ঞান বিদ্যা প্রকাশ ও অমৃত দৃশ্য হয়, আর যে অংশ সূর্য্য বিমুখী সেই অন্ধকারাংশই জড়া অবিদ্যা ও অচেতনা স্পর্শা নামে অর্দ্ধমাত্রা মূল প্রকৃতি কৃষ্ণা অব্যাকৃত অমরূপে দৃশ্যা হয়েন। চৈতন্য ব্রহ্ম আদিত্যাত্মা সহ সংযোগে মায়া (ভোগ্যা) সচৈতন্যা হইয়া সৃষ্টির মূল 'কারণ' হয়েন। অতএব মায়ার ঊর্দ্ধভাগ ব্রহ্ম সম্মুখে প্রতিপদাদি কলায় ক্রমশঃ প্রকাশ প্রাপ্তা পূর্ণা হইয়া পরাবিদ্যা নামে স্বর্গাদি লোকে অমৃতবর্ষণ করেন, একারণ সুরগণ অমৃতপানে অমর বলিয়া গণ্য হয়েন। আর অধোভাগে যেখানে অন্ধকার, সেই ভাগকে অপরা বিদ্যা, জীবব্যামোহিনী কর্ম্ম রূপিনী মোহাসববর্ষিণী সর্ব্বসংহারিণী মৃত্যু বলিয়া শাস্ত্র বর্ণনা করেন। উকার ঊর্দ্ধভাগ, মকার অধোভাগ, কিন্তু পরমাত্মা ঈশ্বর রূপে (প্রণবাকারে) সেই মকারকে ঊর্দ্ধে ধারণ করাতে এই অশেষ সংসারের মূল ঊর্দ্ধেই হইয়াছে, সংসার কার্য্যে সুনিপুণা সেই ষোড়শী স্বগুণে পতির অত্যন্ত প্রেয়সী প্রবৃত্তি রূপিনী সৌভাগ্যবতী হয়েন। দ্বৈত সংসারের মূল স্বরূপা এই কালশক্তি মকারকেই স্পর্শাবসান মূল প্রকৃতি বলা যায়। ব্রহ্ম চৈতন্য সত্ত্বায় তিনি এই লোক ও লোকপাল সম্বলিত অখণ্ড মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দিতা আছেন। তিনি অমাবস্যাতেও পতিপরে থাকেন একারণ বিন্দুরূপে নিত্যা। ক্ষয়োদয় ধর্ম্মে ম এবং ং রূপে দৃশ্যা ও অদৃশ্যা উভয় হয়েন। পরমাত্মা পুরুষ যদিচ ক্ষয়োদয় রহিত তথাপি প্রকৃতি প্রবেশে মেঘাচ্ছন্ন দিবস রূপ হয়েন। তাহাতেই অবস্থাত্রয়ে দেব তির্য্যগ্‌নরাকারে ত্রিলোকে প্রত্যক্ষ হয়েন এবং আছেন। এতাবতা পরিণামী মূল প্রকৃতি হইতে যাহা প্রকাশ হইতেছে, মাতৃগর্ভ হইতে যাহা ভূপৃষ্ঠে আসিতেছে, সংসার বৃক্ষে যে ফল সকল ফলিতেছে, তাহা স্থূলাংশে পরিণামী 'অসৎ' এবং সূক্ষ্মাংশে অপরিণামী 'সৎ' শব্দ বাচ্য হয়। কাণ্ডত্রয়ে বেদ বিভক্ত, কারণ তদুপদিষ্ট 'কর্ম্ম উপাসনা জ্ঞান' সদা নিত্যফল প্রদান করে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কর্ম্ম অনাদি ও নিত্য বিনা ভোগে কর্ম্মফল ক্ষয় হয় না। উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফলেও স্বর্গাদি বাস ও দেবত্ব প্রাপ্তিরূপ অমোঘ ফল উক্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানের মুক্তিদায়িনী শক্তিও অলঙ্ঘ্যেয়। সুতরাং অসৎ জড়া অকর্ম্মণ্যা অবিদ্যা, বিদ্যা, কলা, কাষ্ঠা, শুক্লকৃষ্ণা ইত্যাদি নানা নামা বাণী চৈতন্য আত্মপুরুষ সংযোগে ঈশ্বরত্ব জীবত্ব প্রভৃতি শব্দের বোধক হয়েন ইহাই সত্য হে হংসিকে ?—

যথা ভাগবতে,—

"অনুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলং যো যো ভাবঃ প্রসিদ্ধতি।
সর্ব্বত্রোভয়সংযুক্তং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ" ॥

"তস্মাৎ আত্ম শব্দো জগদ্বীজবাচী সত্যম্। অতৎ সতত্য-গমনে। এতস্মাদ্বাতোঃ সততং অততি। তৎ সর্ব্বানুস্যূতঃ পরমাত্মা প্রথমাঙ্কুরঃ কালকর্ম্ম দ্বিতীয়াঙ্কুরঃ স্বভাবনাম জীবাত্মেতি তৃতীয়াঙ্কুরঃ। অতএব চতুর্দ্ধা প্রতিপাদ্যতে। বাসুদেবো বীজরূপঃ শঙ্কর্ষণঃ কালরূপঃ প্রদ্যুম্নঃ কর্ম্মরূপঃ অনিরুদ্ধো স্বভাবরূপ জীবঃ। চতুর্দ্ধা ব্রহ্মস্বরূপং মায়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মিকা ত্বয়া সহৈক্যং প্রাপ্য সংসারবৃক্ষা-কারেণ পরিণমতি। তত্র প্রথমপরিণামো নিরুপ্যতে। স আদি নারায়ণঃ বৈকুণ্ঠাধীশঃ। স একাকী ন রমতে। ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবেন স এবাত্মা উকার পরমেশ্বরঃ। স দ্বিধা ভবতি, পতিশ্চ পত্নীশ্চেতি, এক এবানন্দপুরুষ-যোষিন্মিথুনং সৎ দ্বিধা ভবতি। শিবশক্ত্যাত্মকো ভবতি। শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাহহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপ-মশ্বিনৌব্যাত্তমিতি শ্রুতেঃ। অতএব লক্ষ্মীনারায়ণাত্মকং বিশ্বস্থিত্যুপলক্ষণং ব্রহ্মানন্দং শ্রুতিভিরুচ্যতে। পুরুষোত্তম নাম চতুর্দ্দশলোকনিবাসিনঃ সর্ব্বে চতুর্ভুজা ভবন্তি, তেষাং স্ত্রিয়ঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধঃ সর্ব্বা লক্ষ্মী সাদৃশ্যো ভবন্তি। বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু, ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্য-পরাপরোক্তিঃ"। ইতি সপ্তশত্যুক্তেস্তস্মাত্তস্য বৃক্ষস্য প্রথমবিটপো বৈকুণ্ঠেত্যাদি"—

২ শিবলোক,	৫ জনর্লোক,	৮ ভুর্লোক,
৩ সত্যলোক,	৬ মহল্লোক,	৯ নক্ষত্রলোক,
৪ তপোলোক,	৭ দেবলোক,	১০ চন্দ্রলোক,

১১ সূর্য্যলোক,	১৪ যমলোক,	১৭ বায়ুলোক,
১২ ইন্দ্রলোক,	১৫ নৈঋতিলোক,	১৮ কুবেরলোক,
১৩ অগ্নিলোক,	১৬ বরুণলোক,	১৯ ঈশানলোক,

তদনন্তর মেরুসম্বন্ধী লোককে স্বর্গলোক বলা যায়। তদনন্তর ভুবর্লোক, অন্ত-রীক্ষলোক এবং যেখানে সূর্য্যপ্রকাশের অবকাশ আছে তাহাকে স্বর্লোকও বলা যায়। তন্নিম্নে অতলাদি সপ্ত পাতাল শেষনাগ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি সমস্ত বিশ্ব আত্ম সত্তামাত্রে উল্লাস প্রাপ্ত হইতেছে। 'অতৎ' শব্দে গম-নকে বুঝায়, শ্রুতি বলেন ইহাঁরি সত্তায় বায়ু গমনশীল প্রাণ হয়েন, গতি বিশিষ্ট চৈতন্য পদার্থই আত্মবাচী। এতাবতা পরমাত্মাই প্রথমাঙ্কুর, কালকর্ম্ম দ্বিতীয়াঙ্কুর, স্বভাবে জীবাত্মা তৃতীয়াঙ্কুর হয়েন। বীজ পরমাত্মা (কূটস্থ) মায়ারূঢ় হইলে কর্ত্তা ভোক্তারূপে বিস্তার প্রাপ্ত রথির ন্যায় স্বয়ং অচল হইয়াও গমনাগমনকারী বলিয়া আপনাকে মান্য করেন। কূটস্থ, মূলপ্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম স্বভাবরূপ, মায়া কর্ম্মরূপিণী, উৎপত্তি স্থিতি লয়াত্মক স্বয়ং কাল তৈজস জীবরূপে পরিণামী হয়েন * : একারণ শাস্ত্রে বাসুদেবাদি চারি পাদ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বাসুদেব বীজ, শঙ্কর্ষণ কাল, প্রদ্যুম্ন কর্ম্ম, অনিরুদ্ধ স্বভাব; কর্ম্ম ও স্বভাব জীবের অনুগামী হয়েন। ইহার প্রথম পরিণাম বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু। বৈকুণ্ঠই প্রথম বীটপ যাহাকে লক্ষীনারায়ণ নিবাস বলা যায়। শিবশক্তি নিবাস কৈলাসকে দ্বিতীয় বিটপ। ব্রহ্মা গায়ত্রী নিবাস সত্যলোক তৃতীয় বিটপ হয়, সকল বিদ্যাও সকল স্ত্রীমাত্র সেই এক মূলপ্রকৃতিতে অভেদ। তাহার পর তপ, জন, মহ, দেব, ভূ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশাণনামক লোক, এবং অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোক নামক দ্বাবিংশতি বিটপ নিম্নে সপ্ত পাতাল বিবর মধ্যে শেষনাগ পর্য্যন্ত দেব মনুষ্য তির্য্য-গাদি পূর্ণ বিশ্ব সেই আত্মবীজ সত্তাতে সমূলে উল্লাসিত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে 'পুত্র কামনায় পুত্রপ্রিয় নয়, কিন্তু আত্ম কামনায় পুত্র প্রিয় হয় ইত্যাদি,'—অতএব আত্মাই প্রিয়তর বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি সম্বাদ আছে, অতএব পরিণামী উপাধি পরিত্যাগে সকল বিষয়ে সর্ব্বত্রে কেবল আত্মাই প্রাপ্তব্য এমত বিচারে অয়ং শব্দার্থে এই প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণ আত্মাই বিশ্ববীজ, বিশ্বাকার বা বিশ্ব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আত্মাই জগৎ, কেন না পরাপর শব্দে শ্রুতিতে পূর্ণব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন। যিনি ইহলোকে ও পরলোকে, পরোক্ষে অপরোক্ষে অখণ্ড ও নিত্য বর্ত্তমান তিনিই ব্যাপক, অতএব 'বৃহৎ' গুণে ব্রহ্ম। এই আত্মাকে 'অনু বৃহৎ কৃশ স্থূল বলিয়া' যে

* দেহ ও প্রকৃতিবিশিষ্ট অধ্যাত্ম স্বভাব (কর্ম্মাধ্যক্ষ কাল) জীব হয়েন।

বেদে নিরূপণ করেন, তাহা গৌণ, মুখ্য ব্যাপক 'এক এব'। ব্রহ্মশব্দ ও গৌণ, কারণ তাহাতে বহুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব প্রকৃতি-পুরুষ-মিথুন নপুংসক লিঙ্গে ব্রহ্মশব্দের বুৎপত্তি, মুখ্য 'আত্ম-চৈতন্য' পুরুষপদবাচী হয়েন। হে হংসি! সেই ব্রহ্মশব্দে সর্ব্বানুস্যূত জ্ঞানময় চৈতন্যাত্মা আমিই হই। অয়ং শব্দের সহিত তাঁহারি অন্বয়। ওঁকারাকার সেই তুরীয় সাক্ষী, ওঁকারাকার সেই তুরীয় সত্য এই পুরুষে বর্ত্তমান, যিনি আদিত্যে বিদ্যমান। যে প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম অন্তরীক্ষে 'তৎ-পদে' লক্ষিত, তিনিই পৃথিবীর সর্ব্বত্রে প্রতিষ্ঠিত। 'স্বং ব্রহ্ম' এ শ্রুতি ও প্রসিদ্ধ।

শার্ক ঋষি-'উদরং ব্রহ্ম' অপরে 'হৃদয়ং ব্রহ্ম' বলিয়া সেই এক অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন। তাহাও সত্য। উদর শব্দে ঊর্দ্ধস্থিত শূন্য, হৃদয় শব্দে সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও ধ্যেয়। তর, তম, পরম ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য প্রমাণে ব্রহ্ম স্বরূপ অনির্ব্বচ-নীয়। ঈদৃশ তাদৃশ, তাবৎ এতাবৎ, পরাপর, চরাচর, তাবৎ ব্যাপ্ত হয়েন, নচেৎ ইন্দ্রিয় বিষয় দোষ ঘটে।

শ্রীশঙ্কর স্বামী 'অপরোক্ষং চ' এবং 'বাঙ্‌মনোগোচরাতীত' বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং অথর্ব্ববেদের কাণ্ডত্রয়ে আত্মশব্দ নির্ণয় পূর্ব্বক প্রণব পুরুষে ব্রহ্মোপাসনার নিয়োগ দৃশ্য হয়। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী বাণী শব্দময় অক্ষর পুরুষকেই আত্মা বলিয়া প্রকাশ করেন যথা,—

"ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরং ইদং সর্ব্বং প্রত্যক্ষ সমস্তপদার্থাবয়ব-লক্ষণং বিদ্ধি, তস্য প্রকৃতস্য পরাপরব্রহ্ম রূপস্যাক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনং ব্রহ্ম প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাৎ ভূতং অতীতং ভবৎ বর্ত্তমানং ভবিষ্যৎ, ভাবি ইতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ সর্ব্বং তৎ ওঁকারঃ স্বরূপমেব, যৎ অন্যচ্চ ত্রিকালাতীতং কালাপরিচ্ছেদ্যং যৎ সর্ব্বং তৎ অপি ওঁকার এব"।

অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্মে সকল প্রত্যক্ষ পদার্থের অবয়ব লক্ষণ দর্শন কর এবং জান। ত্রিকাল পরিচ্ছিন্ন শরীরমাত্রের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, নিমিত্তক গত, উপস্থিত, আগত যাবদীয় বিষয়, সকলি ওঁকারের স্বরূপ, ঐ অক্ষরত্রয় তাবৎ ত্রিবর্গস্বরূপ, আর তদতিরিক্ত, কালত্রয়াতীত অবস্থাত্রয়াতীত সাক্ষীস্বরূপ যে চতুর্থ তুরীয় আত্মা যিনি মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনন বিবেচন ও গ্রহণাদি সম্পাদন করেন, তিনিও ওঁকারের স্বরূপ হয়েন। ইদানীং মহাবাক্য দ্বারা এই আত্মার নির্ণয় করিতেছেন। যথা,—

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

'অয়ং' বিশেষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'এই আত্মা ওঁকারাভিধেয়, পর অপর, ইহ পরলোকে সর্ব্বত্রে অবস্থিত, সর্ব্বত্রেই দ্রষ্টা, মন্তা, সাক্ষী। কার্ষাপণবৎ চতুষ্পাদপূর্ণ,—জাগ্রদাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের সাক্ষী পূর্ণ হয়েন। 'জ্ঞানগম্য পুরাতন'—এ শ্রুতিবাক্যে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই শরীরত্রয় প্রত্যেকে যে পূর্ণ আত্মা নহেন, একদেশ বা অঙ্গ মাত্র, এতদভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল বিরাট শরীরাভিমানী ব্রহ্মা রজোগুণী দেবতা, জাগ্রতাবস্থায় কেবল স্থূল ভোগ এবং বৈখরী বাণীর উপাসনা করেন, একারণ স্থূলভুক্ বৈশ্বানর 'অগ্নি' ঋগ্বেদোক্ত প্রথমপাদ, অঅং বীজাকারে তিনিই 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' মন্ত্রাত্মক গায়ত্রীর একাংশ হয়েন।

প্রাণাদি দশ ইন্দ্রিয় বৃত্তি, তন্মাত্র, অন্তঃকরণ, দিক্‌পাল দেবতা, এবং কালকর্ম্ম স্বভাব একত্রিত যে সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরী হিরণ্যগর্ভ তৈজস পুরুষ, তিনিই স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ভোক্তা দ্বিতীয়পাদ সত্বগুণী বিষ্ণুনামে কেবল কণ্ঠস্থা মধ্যমাবাণীর উপাসক উংকার 'ভর্গদেবস্য ধীমহি' গায়ত্রী দ্বিতীয়াংশ হয়েন।

তদ্বৎ, স্থূলসূক্ষ্ম অবস্থাদ্বয়ের কারণ স্বরূপ 'সদসৎ' ভেদরহিত প্রজ্ঞান ঘন আনন্দভুক্ চেতমুখ সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়ে পশ্যন্তী বাণীর উপাসক মংকারের স্বরূপ যে তমোগুণী রুদ্র দেবতা, তিনি 'ধীয়োযোন প্রচোদয়াৎ' গায়ত্রী তৃতীয়াংশ, প্রেরয়িতা কালরূপ হয়েন।

এই অবস্থাত্রয়ে ও শরীরত্রয়ে যে রূপত্রয় প্রাপ্ত হইলে হে হংসি! তন্নিয়ামক চতুর্থ তুরীয় অবস্থার ব্যাখ্যাও শ্রবণ কর, কারণ তিনি 'শ্রোতব্য' হয়েন।

> "তত্র ব্রহ্মস্বরূপং কেবলং চৈতন্যমাত্রং, সর্ব্বোপাধিরহিতং সাক্ষীমাত্রং ভবতি। যথা সূর্য্যপ্রকাশঃ, তৎ সত্তামাত্রেন লোকানাং চেষ্টা প্রবর্ত্ততে"।

তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র সর্ব্ব উপাধি রহিত সাক্ষীমাত্র সূর্য্য প্রকাশবৎ* লোক চেষ্টার (ইন্দ্রিয়বৃত্তির†) প্রবর্ত্তক হয়েন। এই অবস্থায় মহাকারণ শরীরী পরমাত্মার পূর্ণপ্রজ্ঞাভিমান, জ্ঞানাসক্তি, মূর্দ্ধিস্থ পূর্ণানন্দ ভোগ, পরাবাণী, ওঁকার বীজ, শুদ্ধসত্বগুণ, উমাত্রিকা উজ্জ্বলা কলা পূর্ণমাসী, সাযুজ্যমুক্তি, মূলপ্রকৃতি অঙ্গ, সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মাই দেবতা, মহৎ অভিমানী, মায়াদেবী, চিচ্ছক্তি নিজধাম, 'পরো-

---

* সূর্য্যপ্রকাশবৎ—নির্লেপ, স্বতন্ত্র।

† ইন্দ্রিয়বৃত্তির—প্রকৃতির, জড়া অবিদ্যার।

রজসে শাব্দং' 'এই চতুর্থপাদ গায়ত্রীর উপাসনায় স্বয়ং সিদ্ধ হয়েন। অতএব তিনি 'স বিজ্ঞেয়' জানিবার যোগ্য ইত্যাদি শ্রুতি উপদেশ করেন।

পুর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ে অবিদ্যাকৃত অপরমার্থরূপ বর্ণন করিয়া এক্ষণে নিষেধ মুখে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন যে, 'ন অন্তঃ প্রজ্ঞং' অর্থাৎ স্বপ্নাভিমানী তৈজস, কেবল তিনি নহেন। ন'বহিপ্রজ্ঞং' অর্থাৎ জাগ্রতাভিমানী যে বিশ্ব, কেবল তিনি নহেন। ন 'প্রজ্ঞানঘনং' অর্থাৎ সুষুপ্তির অভিমানী যে প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, কেবল তিনিও নহেন। ন প্রজ্ঞং অর্থাৎ প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) শব্দে যে মায়া কেবল তিনিও নহেন। কিন্তু, এক (তৎসমষ্টি) আত্মপ্রত্যয় প্রমাণে প্রাপ্য অদ্বৈত শিব স্বতশ্চৈতন্য হয়েন। যেমন বীজ মুখ্যে মূল তেমনি কন্দ, শাখা, পল্লব পুষ্পে-ফল, ফলে পুনঃ বীজ। বৃক্ষাদি কলের ক্রম পরিণাম মায়ীক, অবশিষ্ট যে বীজ আদিতে সেই বীজ অন্তেও তাদৃশ থাকাতে বীজ সৎ, অনাদি নিত্য অক্ষয় হইল।

সেই বা এই আত্মপ্রত্যয়ভূত প্রত্যক্ষ-চৈতন্য সনাতন পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় বর্ত্তমান হয়েন, যিনি ভূত ও ভাবী কালের ঈশ্বর, যিনি অদ্য কল্য ও পরশ্ব নামক কালত্রয়ের সাক্ষীরূপে প্রকাশমান। কোথায় সেই পুরুষ?— তদ্ধাম নিরূপনার্থ কহিতেছেন,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষো জ্যোতিরি বা ধূমকঃ
ঈশানোভূতভব্যস্য সত্রবাদ্য সউশ্বঃ। এতদ্বৈতৎ" ॥

অর্থাৎ হৃদয় পুণ্ডরীকে সুষুম্নান্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতর ছিদ্রমধ্যে অন্তঃকরণ উপাধি-বেষ্টিত বংশপর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী 'স্বরবৎ' ধ্বনিরন্যায়, শুদ্ধ ও নির্ধূম জ্যোতির্ম্ময়, যোগীগণের ধ্যানগম্য যে চৈতন্য, তিনিই অদ্যতনাত্মা স্বরূপ 'বর্ত্তমান'। গত ও আগত কালের দ্রষ্টা অদ্বিতীয় এক হয়েন। বর্ত্তমান স্বরূপে তিনিই ভূত ও ভাবীর সাক্ষী হয়েন। বর্ত্তমানে ভূত কাল যেমন বর্ত্তমান ছিল ভাবী ও সেইরূপে বর্ত্তমান হইয়া পরে ভূত হয়;—একারণ বর্ত্তমান অধ্যাত্মরূপে কূটের ন্যায় অপরিণামী সদাবর্ত্তমান থাকেন বলিয়া তিনিই সনাতন আত্মা 'ব্রহ্ম চৈতন্য'সন্দেহ নাই। সুপ্তব্যক্তিই উত্থিত হয় ইত্যাদি ন্যায়ে ত্রিকাল অবচ্ছেদে একাত্মাই প্রসিদ্ধ।

"অরাইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
সএযোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তিবঃ
পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ইতি শ্রুতেঃ ॥

অর্থাৎ হে হংসি! রথনাভি সংলগ্ন অরা, চক্রদণ্ডের ন্যায় শরীরস্থ নাড়ীজাল মধ্যে যিনি বিচরণ পূর্ব্বক বহুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, ওঁকার ধ্যান দ্বারা সেই পরমাত্মাকে সবিশেষরূপে অবধারণ করিয়া এই ঘোর সংসারান্ধকার সাগর হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। সেই এই 'অদ্যতন' বর্ত্তমান সূর্য্যপ্রকাশস্বরূপ পুরুষ জাগ্রতসাক্ষী, গতকল্য স্বপ্নসাক্ষী, আগতকল্য সুষুপ্তি সাক্ষী, এবং পরশ্ব তুরীয়, চতুর্থ কূটসাক্ষী হয়েন ইহাও সত্য। তিনিই দেহীমাত্রের দেহে নাড়ী জালমধ্যে বহুপ্রকার হর্ষ, ক্রোধ, শোক, মোহাদিরূপে প্রকটিত হইয়া অন্তঃকরণাকারে দৃশ্য। সেই এই আত্মাই ওঁকার ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় হয়েন। অবিদ্যাজনিত অন্ধকার নিবৃত্তি হইয়া সংসার সাগরের পরোপার সত্য দ্বীপে গমনার্থ-স্বস্বরূপ প্রাপ্ত্যর্থ অয়ং শব্দার্থ নির্ণয় দ্বারা 'সোহং হংসঃ' এই ত্রিমাত্রাভূত 'অহং' আমিই হই হে হংসিকে!

অ মাত্র, যাঁহার মাত্রা (পরিমাণ) নাই, তিনি কেবল অব্যবহার্য্য আত্মচিৎ যেমন 'হ'-মাত্রারহিত অকার। অতএব তিনি তুরীয় চতুর্থপাদ 'কূটে'* পঞ্চমপাদ পূর্ণ শিবরূপ হয়েন। এই প্রকারে যিনি ওঁকার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই ব্রহ্মেতেই প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হয়েন, অর্থাৎ শরবৎ তন্ময় হয়েন, তন্ময় হয়েন!

হে হংসি! আমার যে বন্ধন ও মুক্তি সে কেবল তোমার (মায়ার) গুণ, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম চৈতন্যের (আমার) বন্ধ মোক্ষ কিছুই সম্ভব নয়। যেমন পদ্মপত্রে জলস্পর্শ করিতে পারে না সেই রূপ আমাতে (আত্মবেত্তা শুদ্ধ পুরুষে) তোমার (মায়ার) বিকার পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, হর্ষ শোক স্পর্শ করিতে পারে না, আমি আত্মশুদ্ধসত্তায় পাপপুণ্য হর্ষবিষাদাকারা তোমার অন্তর বাহ্যে থাকিয়াও পৃথক আছি এবং থাকি। ঈশ্বরাকারে পৃথক আছি এবং জীবাকারে পৃথক থাকি। অতএব ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা তুমি আর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 'হংস' আমি ইহা নিশ্চয় কর হে প্রাণবল্লভে! যথা শুকগীতা,—

"একং ভাবং দ্বিভাবাক্তং দ্বিভাবমেকভাবকং।
আত্ম ভিন্নং হি ত্বং মাত্রং আত্মাহং সর্ব্বরূপিনং" ॥

হে দেবি! একভাবই দ্বিভাবাক্ত এবং দ্বিভাবই একভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই বাক্যের অভিপ্রায় মত দুই বস্তুই নিত্যভাব অর্থাৎ প্রাপ্য। কি সেই দুই বস্তু যাহা এক হইয়া দুই থাকে, এবং দুই হইয়া এক থাকে। তদর্থে কহিতেছেন যে (আত্মা ও অনাত্মা) চিৎ ও জড়। চিদাত্মা 'অহং' হইতে ভিন্ন যে 'জড়' নামরূপে অনেক, সে 'তুমি' অর্দ্ধমাত্রা হল্, আর আত্মস্বরূপ "চেতন' সর্ব্বই অহং পদে

* কূট ;-আধার, মায়া, ব্রহ্ম।

স্বরূপ এক অভিন্ন 'অ' কার 'আমি' হই। তুমি বহুগুণে পঞ্চাশদ্বর্ণাকারে এক, এবং আমি অ কারাকারে এক হইয়াও তোমার অনেকরূপে অনেক দৃশ্য হই ও দেখি, কখন বিন্দু ও বিসর্গ যুক্ত কখন বা দীর্ঘ হই।

উপসংহার।

চতুর্ব্বেদের সার যে মহাবাক্যচতুষ্টয় তাহার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে তাহার সমাস করিতেছেন। প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা-ব্রহ্ম এই চতুর্ধা বাণীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এক অদ্বৈতস্বরূপে অনেকত্ব দোষ ঘটিতে পারে। অতএব তাবত অঙ্গের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য পূর্ব্বক এক সমষ্টি অপরোক্ষজ্ঞানে পূর্ণ চৈতন্য মাত্রের নির্দ্দেশ করাই সদ্গুরুর কার্য্য; তাহাই করিতেছেন। সমস্ত বেদের সারসংগ্রহ এই,—

"তৎ প্রজ্ঞানানন্দোঽহং ত্বং পদেনায়মাত্মা ব্রহ্মঃ"

অর্থাৎ 'সেই' প্রজ্ঞানানন্দ (অহং ত্বং) আমি তুমি পদসিদ্ধ 'এই' (প্রত্যক্ষ আত্মচৈতন্যই) ব্রহ্মঃ।

এই সিদ্ধান্তমতে কোন প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। কি বেদান্তবাদী, কি পৌরাণিক কি তান্ত্রিক, কি ব্রাহ্ম, সকলেই এ সিদ্ধান্তে একবাক্য হইবেন। 'সেই আত্মাকে' এই বলিয়া 'আপনি তাই' বুঝিলে আর বিরোধ থাকিবে না। সেই বলাতে পৌরাণিক ও ব্রাহ্ম, বাহ্যে দ্বৈতবাদী 'কর্ত্তা,' এই বলাতে আপনাতে (অন্তরে) অদ্বৈত বেদান্তবাদী (সাক্ষী) 'অকর্ত্তা' হইতে পারিবেন। যাঁহাকে সেই বলিয়া আমি 'জীব' পদে দ্বৈতভাব ধারণ করি ও উপাসক হই, তাঁহাকে 'এই' বলিয়া স্বহৃদয়ে 'আত্মপ্রত্যয়ভূত চিদহং' পদে আমিই আত্মা পরম ও জীব শব্দ হইতে অভিন্ন হইতে পারি, ইহাই বেদান্তমত; ইহাকেই 'অদ্বৈত মত' বলাযায়। উপাসক, উপাস্যের ভাব প্রাপ্ত হইলেই মগ্ন হয়, তখন আর 'তিনি' ভাব থাকে না। যাবৎ একভাবাপন্ন না হওয়া যায় তাবৎ বিরোধ থাকে। কিন্তু যখন তিনিই আমি নিশ্চয় হয়, তখন সকল বিরোধ ভঞ্জন হইয়া আপনিই অদ্বৈত ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্ম সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রবিরোধ যুক্তি বিরোধ ও লোকবিরোধ, কিছুই থাকে না। তখন সকলশাস্ত্র, সকল যুক্তি ও সকল ব্যবহার সেই 'আত্মবোধ-কূটে' নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। আমি ভিন্ন কিছুই নাই, আমাতেই সকল বিরাজ-

মান উপলব্ধি হইতে থাকে। এই বলিলে আপনাতে, আত্মা বলিলে আপনাকে, এবং ব্রহ্ম বলিলে সর্ব্বত্রে সেই চৈতন্য 'তিনিই' লক্ষ হয়েন। যিনি শাস্ত্রে তিনি বলিয়া উক্ত হয়েন, 'এই' শব্দে তিনিই 'আমি'। সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য আরাধ্য আত্মচৈতন্য যেমন এই ঘটে সেইরূপ ঘটান্তরে, সমভাবে সর্ব্বত্রে আছেন; এরূপ স্বরূপ বোধে বিরোধ কোথায়? অতএব সেই 'এই আত্মা' প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। যাহা আমি।

অদ্বৈতবাদীরা যাহাকে আত্মঘটে আরাধনা করেন, দ্বৈতবাদীরা তাঁহাকে আত্ম ভিন্ন ঘটান্তরে, ব্রহ্মাণ্ডঘটে বা খণ্ডবিগ্রহে আরাধনা করেন। কিন্তু 'তিনি জ্ঞানীর নিকটে এবং অজ্ঞানীর দূরে' এপ্রকার উক্তি আছে। আত্মা হইতে নিকট বস্তু আর কিছুই নাই, সুতরাং আত্মাই উপাস্য দেবতা; তিনি পদবাচ্য ব্রহ্মই এই আত্মা। যিনি অন্তরস্থ 'আমি' যিনি নয়নস্থ 'আমি', তিনিই প্রবোধ স্বরূপ 'চিৎ'।

ব্রাহ্ম্যমতে ও বেদান্তমতে এই ভেদ। বেদান্তবাদীরা 'সেই প্রজ্ঞানানন্দ স্বরূপাত্মা আমি' বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হয়েন, আর ব্রাহ্ম্যধর্ম্মিরা পরোক্ষ, অরূপ, অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, মহান সেই 'তিনি' বলিয়া দ্বৈতভাবে আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবেন। অদ্বৈতমতের সহিত পৌরাণিকের যে সম্পর্ক, ব্রাহ্মেরও সেই সম্পর্ক, তাহাতে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু স্বামীজীর মতে সে বিরোধ ভাব নাই। তিনি 'সেই আমি এই আত্মচিৎ' বলিয়া সর্ব্বত্রে আপনি আপনার উপাসক হইতে নির্দ্দেশ করিয়া সকল বিরোধ ভঞ্জন করিতেছেন। তিনি কহিতেছেন আমি পদে যাঁহাকে নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি ও তিনি পদে তাঁহাকে 'দূরে লক্ষ্য হয় মাত্র, প্রাপ্ত হওয়া যায় না'। অতএব তুমি তিনি পদভেদ মায়াবিকার অজ্ঞান জন্য দ্বৈতভেদ করে, এক বস্তুকে দুই বা অনেক বোধ করায়। পরন্তু আমি পদ তদ্বিপরীত। ইহাতে আত্মপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে 'সেই' নামরূপের তিরোধান ও 'এই সেই বা সেই এই' 'ভাবের উদয় হয়, যাহাকে' সমদর্শন বলে। যে আত্মচিৎ আমাতে সেই আত্মচিৎ তোমাতে ও তাহাতে ইত্যাকার 'আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু' ভাব হইলে আর মত ভেদ থাকে না। 'তুমি, তিনি, সেই' এই শব্দত্রয়ে যে ভিন্নতা তাহা আমিই করি, আমি না থাকিলে তাহা কে জানিত বা বলিত। অতএব 'এই' পদলক্ষ্য অত্যন্ত সান্নিধ্য যে 'আমি' তাহাই মুখ্য, আমিই সকলের সাক্ষী আমিই সকলের অন্তর্যামী ও প্রকাশক হই! আমার সত্তায় 'তোমার' ও 'তাহার' প্রকাশ গ্রহণ হইতেছে, সুতরাং আমা ভিন্ন 'তাহা' সম্ভব হয় না। এতাবতা 'এই' পদসিদ্ধ আত্মাই সকল পদে সমান; তিনিই 'ইনি' নামে আরাধ্য ও উপাস্য ইহাতে সংশয় নাই। ইহাঁরি উপাসনায় মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নিয়ত নিযুক্তা আছেন। ভূত, তন্মাত্র,

ইন্দ্রিয়, দেবতা, ঋষি, ছন্দ, মন্ত্র, বর্ণ, দেহ, অন্ন, কালকর্ম্ম স্বভাবাদি দ্বিধা ত্রিধা, বহুধা হইয়া চাতুর্ব্বিধ বাণীরূপে সেই মায়া 'এই সেই আত্মার' সেবা করিতেছেন। তাঁহা হইতে, সেই উপাস্য দেব হইতে, ভক্তের ভাবানুযায়ী সদসৎ পদভেদে সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরক ভেদমূলক উপাসনায় ভেদ ভাব হইতেছে, কেন না সেই প্রকৃতি স্বয়ং 'দ্বিধা' হয়েন। অনাদি সান্তা প্রকৃতি পরমাত্মা জীবাত্মা ভেদে দ্বৈতাদ্বৈত পদ্ধতি মূলক যোগ ভোগ ফল রচনা করতঃ 'ফলভাগিনী' হইয়াছেন। ফলে, আত্মা ক্ষতিলাভ বর্জ্জিত হইয়াও স্বপ্রকৃতিগুণে ক্ষতিলাভ বিশিষ্ট হয়েন, নচেৎ ফলদাতা ও ফলভোক্তা হইতে পারেন না। অতএব উপাসনা পদ্ধতি ও মিথ্যা নহে, পদ্ধতি মাত্রই বাগ্বিলাস, একারণ স্বামীজী কহেন যে যাবৎ আত্মবোধ না হয় তাবৎ সেই বাগ্দেবীর আরাধনাই জীবের কর্ত্তব্য। বিদ্যাদেবীর সাক্ষাৎকারলাভার্থ গুরু আরাধনার বিধিও অমূলক নহে। যে বিদ্যা আত্মলাভের সহায়, সেই বিদ্যা গুরু উপাসনা দ্বারা প্রাপ্তি হয়। 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ,' ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে এবং শ্রুতিতে 'আচার্য্য দেবোভব' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল সেই ব্রহ্মবিদ্যা সরস্বতী দেবীর আরাধনার নিমিত্ত, আত্মবোধ হইলে আর কাহারও উপাসনা করিতে হয় না; কারণ তদপেক্ষা 'পরম-লাভ' আর কিছুই নাই। বিদ্যা দ্বারা প্রকৃতি শুদ্ধি হয়, প্রকৃতি শুদ্ধি দ্বারা তৃপ্তি (সন্তোষ), তৃপ্তি হইলে আনন্দ; আনন্দস্বরূপই আত্মা 'আমি' হই। হে হংসি!—আমার এ অবস্থায় কোন উপাসনাই নাই, কেবল স্বেচ্ছা-বিহার আর জগতের হিতার্থ শরীর ধারণ কার্য্যথাকে। ধর্ম্মের রক্ষা, সাধুর পরিত্রাণ, অধর্ম্মের নাশ ও অসাধুর দমনার্থ আমার যে শরীর ধারণ (তোমার পূজা গ্রহণ) তাহা তুমি অবধারণ কর। নচেৎ তুমি যে কায়মনোবাক্যে আমার আরাধনা কর তাহা নিস্ফল হয়! আত্মসমর্পণ দ্বারা ভক্তির পরাকাষ্ঠা তুমিই দর্শন করিয়াছ, একারণ আমি সদামুক্ত হইয়াও তোমার প্রেমভক্তি বন্ধনে আবদ্ধ,—জীবাকারে আনন্দিত আছি।

হে হংসি! আত্মবেত্তা স্বয়ং কিছু না করিয়াও সকল করেন, কেন না তিনি সর্ব্বত্রে সকল ঘটে আপনাকে কর্ত্তা এবং অকর্ত্তা উভয়রূপ দর্শন করেন;—তোমার ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মান্য করেন বলিয়া সকলের প্রিয় ও সর্ব্বপূজ্য হয়েন। ইতি হংসবাকসারার্ণবীভাষা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী বাণী ব্যাখ্যার সহিত সমাপ্ত হইল। ওঁ।

নিগমার্থ সারসংগ্রহ।

১ প্রজ্ঞানসবিতুর্ব্রহ্মঃ বরেণ্যং ভূর্ভুর্বশ্বরঃ।
ঋতঞ্চ অমৃতং তস্মিন্ আনন্দং স্বর্গকারণম্॥
নিত্যং জ্ঞানগুণবানাত্মা অব্যয়ঃ পরমাণুবৎ।
কানাদগৌতমী যেন দর্শনেন প্রমাণিতম্॥
ততো বৈ জায়তে সৃষ্টিস্তদ্বরেণ্যমুপাস্মহে।
অমৃতং মন্ত্রবিজ্ঞানাদানন্দাম্মূল দৃশ্যতে॥

২ অহং তৎভর্গোদেবোস্মি বিশ্বাত্মা ব্রহ্মকর্ম্মণঃ।
অথেমে যজ্ঞকর্ম্মস্য কর্ত্তারং মাঞ্চ ধীমহি॥
মন্ত্রোদিতো হি বিশ্বাত্মা ব্রহ্মণো দেবরূপিনঃ।
কর্ত্তা কর্ম্মস্য একত্বং সাধি যজ্ঞেশ্বরেঽপি চ।
অহং বিগ্রহবানাত্মা হংসো ভবতি শক্তিতঃ।
নিরাকৃতং ক্ষীরনীরং বিবেকাচ্ছুখলিপ্সয়া॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্মণঃ ফলম্।
কর্ত্তা ভোক্তানাং নিত্যত্বং মীমাংসাকৃতজৈমিনীঃ॥

৩ তত্ত্বং পদয়োর্লক্ষ্যে ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।
সত্যানৃতে জড়ে চিত্তে ব্রহ্মাসি পদমদ্বয়ম্॥
তৎপদে পুরুষে নিত্যে যুক্তো পাতঞ্জলি মুনিঃ।
ত্বং পদে ত্রিগুণাধারে প্রধানে সাংখ্যকৌপিলাঃ॥
উভয়োর্দ্বন্দ্বভঙ্গায় প্রবৃত্তর্ব্বাদরায়ণঃ।
বেদান্তাসি পদে ব্রহ্মে কৃতমৈক্যং প্রচোদয়াৎ॥
চেতনামাত্মধর্ম্মো হি তস্মাৎ কার্য্যসমুদ্ভবম্।
কর্ম্মা কর্ম্মস্থযোগেন চেতনাঃ অন্যথা কুতঃ॥

চিদাত্মপ্রেরিতা বুদ্ধের্ব্বিবেকত্বং সমুদ্ভবঃ।
বিবেকাজ্জায়তে দ্বৈতং যতোঽয়ং বিশ্বকৌশলম্ ॥
পরোক্ষশ্চেতনাশক্তিঃ প্রেরণা বুদ্ধিযোগতঃ।
বুদ্ধ্যাধারে স এবায়ং অপরোক্ষং ভবিষ্যতি ॥
চৈতন্যে মহতো বুদ্ধিঃ দৃশ্যতে যা স্বভাববৎ।
তস্মিন্নিরীশ্বরা জাতা বৌদ্ধাদিশাস্ত্রকারকাঃ ॥

৪ অয়মাত্মা বিচারেণ তচ্ছৎ শব্দস্য বিবৃতিঃ।
নিত্যং শাব্দং তুরীয়ং যৎ ওঁকারং সাক্ষীচিন্ময়ম্ ॥
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অয়ংশব্দেন গৃহ্যতে।
অপরোক্ষানুভূতোঽয়ং তৎসদোং সর্ব্বদেশিনম্ ॥
দেশকালাদ্যবস্থা চ রজস্তমগুণাদয়ঃ।
জীবেশ্বরবিভাগঞ্চ ব্রহ্মাদ্বৈতে বিলীয়তে ॥
নিত্যং প্রত্যক্ষভূতোঽয়ং জ্ঞানানন্দস্বরূপকম্।
আত্মা যঃ প্রেরয়ীতারং শরীরে বুদ্ধিগহ্বরে ॥
অস্তি ভাতি প্রিয়ং সৈব বাক্যার্থবোধরূপিনঃ।
সর্ব্বকারণকারণং যত্তদ্বেদান্তে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

অর্থাৎ——(১) ঋগ্বেদে যে প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাই তৎ শব্দার্থে গায়ত্রীর প্রথমপাদ। মন্ত্রার্থজ্ঞানস্বরূপ সবিতা ত্রিলোক পূজ্য ব্রহ্ম, যেহেতু মন্ত্রার্থেই অমৃত আছে, যাহাতে আনন্দ যে আনন্দ সৃষ্টিরমূল কারণ হয়। নিত্যজ্ঞান গুণবান্ যে আত্মা পরমাণুর ন্যায় নিত্য, ঋগ্বেদ প্রমাণে তাঁহাকেই ন্যায়, বৈশেষিক, দর্শনে উপাস্য বলিয়া কনাদ ও গোতম ঋষিদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(২) যজুর্ব্বেদে যে অহং পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তিনিই ভর্গদেব নামে গায়ত্রীর দ্বিতীয়পাদ। সেই যজ্ঞেশ্বর কর্ত্তৃত্ব অভিমানে 'আমার ধ্যান করি' বলিয়াছেন। মন্ত্রময় বিশ্বাত্মাই দেবরূপ, কর্ত্তাকর্ম্মের অভেদ হইলেও সেই দেব স্বশক্তি প্রভাবে 'হংস' বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক সুখ দুঃখার্থ পাপ পুণ্য, সদসৎ কর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্র সংসারকে বিবেক দ্বারা ক্ষীর নীরবৎ বিভাগ করিয়াছেন বলিয়া জৈমিনী পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে কর্ত্তা কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, অত-

এব যজুর্ব্বেদ প্রমাণে হংসই ভর্গদেব, এবং মীমাংসামতে তিনিই বিগ্রহবান কর্ত্তা, তিনিই ধ্যেয়।

(৩) সামবেদোক্ত 'তত্ত্বমসি' পাদত্রয়ে ঋগ্বেদোক্ত প্রজ্ঞান পুরুষ ও যজুর্ব্বেদোক্ত অহং পুরুষ এই পুরুষদ্বয়ের যে ভেদ দৃশ্য হয় তাহা ঔপাধিক, বাস্তব নয়, বলিয়া অসিপদে উভয়ের ঐক্যতা সাধনার্থ গায়ত্রী তৃতীয় পাদের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি 'বুদ্ধির প্রেরক' অর্থাৎ চৈতন্য, তিনিই প্রজ্ঞান, তিনিই আনন্দ প্রাচুর্য্যে অহং তিনিই ত্বং 'তুমি'। এই তাৎপর্য্যে সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের প্রবৃত্তি, যাহা বেদান্ত দর্শনে নিরাকৃত হইয়াছে। তৎপদে পাতঞ্জলি অধ্যক্ষ সচৈতন্য পুরুষকে গ্রহণ করেন, ত্বং পদে কপিল সাংখ্যবৃত জড় প্রধানকে চেতনের কারণ এবং পুরুষকে অকর্ত্তা বলেন। এই ভেদাভেদ উপলক্ষে যে সকল বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদিরমত উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভ্রম নাশার্থ বেদান্তমত সিদ্ধান্ত প্রকাশে বেদব্যাসের প্রবৃত্তি।

(৪) অথর্ব্ববেদোক্ত অয়ং শব্দার্থে 'সেই' প্রজ্ঞানানন্দ অহং সৎ 'এই' বলিয়া প্রত্যক্ষ, সমীপস্থ (হৃদয়স্থ) 'আত্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনিই ওঁ কারাকার নিত্য অবিনাশী পুরাণ পুরুষ পদবাচ্য 'শব্দ ব্রহ্ম' সর্ব্বরূপ গুণের সাক্ষী, তুরীয়; সত্বাদি গুণত্রয়ের আধার প্রকৃতিরপর, শব্দার্থবোধস্বরূপ চৈতন্য, গায়ত্রীর চতুর্থপাদ 'পরোরজসে শাব্দং' ইতি। ইহাঁরি ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল অবস্থার নিরাকরণ পূর্ব্বক 'এই' বলাতে 'সকলি ব্রহ্মময়' ইত্যাকার সিদ্ধান্তে বেদান্তদর্শনের পর্য্যবসান। ও কারেই অ কার উকার মকারাদির ন্যায়. ঋক্, যজু,সাম, জ্ঞং অহং সৎ,* জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, বিশ্ব, তৈজস প্রাজ্ঞ, বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর, সুখ দুঃখ আনন্দ, দিবারাত্র সন্ধ্যা, ভূতভাবী বর্ত্তমানকাল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা, গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী দেবী, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া শক্তি, ভূর্ভুব স্বরাখ্য ত্রিরেখা, (ত্রিপুটী, ত্রিকোণ ত্রিবর্গ, তিনগ্রাম) প্রভৃতি নামরূপ উপাধি বিশিষ্ট তাবৎ প্রপঞ্চের ঐক্যতা, ইহা নিশ্চয়, যথা অদ্বৈতানুভূতিঃ।

"নানাবিধেষু কুম্ভেষু বসেদেকং নভো যথা।
নানাবিধেষু দেহেষু তদ্বদেকোয়মাত্মনঃ॥
শিব এব সদা জীবো জীব এব সদাশিবঃ।
বেত্ত্যৈক্য মনয়োর্যস্তু স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ॥

---

* জ্ঞং মন, অহং অহঙ্কার সৎবুদ্ধি এই তিনের অধিষ্ঠান চতুর্থ চিৎ।

গুণমূর্ত্তিত্রয়ং ভাতি পরস্পর বিলক্ষণম্।
সত্ত্বাদি লক্ষণো যস্মিন্ স এবাহং নিরংশকঃ॥

অর্থাৎ নানাকুম্ভে যেমন আকাশ নানা দেখায়, সেইরূপ নানা দেহ ও অবস্থাতে এক এই আত্মাকেও অনেক দেখা যায়। শিব জীব নামমাত্র, বস্তুতঃ এক যে জানে, সেই আত্মজ্ঞ অন্য কেহ নয়। গুণভেদে এক আত্মার তিনরূপ দেখায়, তন্মধ্যে শুদ্ধ সত্বাত্মক যে রূপ তাহাই 'আমি' এক অখণ্ড। আত্মতত্ত্বজ্ঞানীর এই আত্মাতেই সকল নিষ্ঠা পর্য্যাপ্ত হয়, যথা অষ্টাবক্র সংহিতা।

"অলং ত্রিবর্গ কথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞান কথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি"।

অর্থাৎ-ধর্ম্মার্থ কামরূপ ফলত্রয়ের কথা, যোগাভ্যাস বা তদালোচনা, জ্ঞানকথা, এ সকলি আত্মতত্ত্ববেত্তার পক্ষে নিষ্ফল অথবা বৃথা হয়, কারণ তিনি সে সকলের উপর যে স্বরূপভূত মুক্তি তাহা স্বহৃদয়েই (আপনি আপনাতে) প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট ও স্থির হইয়াছেন।

'আত্মমন্ত্র' প্রণবের সাধক কি প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন, (জীবন্মুক্ত হয়েন) তাহা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ ব্রহ্মসাধকঃ
ন চাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্য মেবচ।
মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ-হে দেবি! ব্রহ্মবীজ ওঁ কার যাপক ব্রহ্মসাধক সকলি ব্রহ্মময় [অর্থাৎ যেমন প্রণবে সকল বিশ্ব নামরূপের সহিত একতা, সমতা হইয়াছে, সেইরূপ আপনার উপাধিগত দ্বৈতভেদ ভাব আত্মস্বরূপে সমতা করিয়া অদ্বৈতভাবে তন্ময়] ভাবনা করেন। একারণ সেই সমদর্শী সাধকের কোন প্রকার প্রত্যবায়, অঙ্গবৈগুণ্য জনিত দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মহান পদে আরূঢ় মহামনা সেই সাধকের, মহামন্ত্র প্রণব সাধন মাহাত্ম্যে, সকল বৈগুণ্য সাঙ্গ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ হয় ইহা নিশ্চয় জানিবে, প্রণবই সকলের মূল ইতি।

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ তর্ক সিদ্ধান্ত

মহাশয় শ্রীপদাম্বুজেষু

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

মহাশয়ের ২৮ মাঘীয় অনুগ্রহ পত্রী পাঠ পূর্ব্বক পরম সুখী হইয়াছি। সারার্ণব প্রথম খণ্ড পাঠে যে আপনি সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রম সফল হইল। আপনার প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেওয়া আমার মত অল্প বিদ্যা বুদ্ধি বিশিষ্ট জনের দুঃসাধ্য, তথাপি আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় গুরুদত্ত জ্ঞান পুষ্পে গুরুরর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ভরসা করি মহাশয় গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার ন্যায় উত্তর গুলিন গ্রহণ করিয়া ভ্রমপ্রমাদ সংশোধনে চরিতার্থ করিবেন।

১। বিপাশা নদীর ঠিকানা কোথায় ?

হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগ হইতে নিঃসৃত পঞ্চ নদের মধ্যে বিপাশা একটী নদী। ইহা জালন্ধরপীঠ বেষ্টন পূর্ব্বক শতদ্রুতে সম্মীলিতা হইয়াছে। পঞ্চনদ দেশকে এক্ষণে পঞ্জাব বলে, তত্রস্থ জলন্ধর পীঠকে 'জলন্ধর' এবং বিপাশাকে 'বিয়াশ' বলিয়া থাকে। জ্বালামুখী স্থানই জলন্ধর পীঠ *।

২। পিশাচ কি উপদেবতা না মনুষ্য ?

অমরকোষানুসারে পিশাচ, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর এই চারি জাতিকে দেবযোনি বলা যায়, কিন্তু পিশাচযোনি মনুষ্যযোনির সহ বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখে, কারণ ইহারা হিমাচলের পশ্চিম অনার্য্য দেশবাসী পূর্ব্ব আর্য্যদেশের অতি নিকটেই আছে, তাহার প্রমাণ কাশীখণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবশর্ম্মা বিষ্ণুলোক গমন কালীন হরিদ্বার হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমেই এই দেশ দর্শন প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতকে জিজ্ঞাসা করাতে দূত কহিল,—

"অয়ং পিশাচ লোকহত্র বসন্তি পিশিতাশনাঃ।
দত্ত্বানুতাপভাজা যে নো নো কৃত্বা দদাত্যপি॥"

অর্থাৎ পিশিতাশন শব্দার্থে পিশাচজাতি, যাহারা দান দিয়া অনুতাপ করে এবং দেব না দেব না করিয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক দান দেয়, তাহারাই এই স্থানে বাস করে।

অতএব "বহি ও ইক" পিশাচ দম্পতি যাহাদিগকে অনার্য্যেরা "আদম ও ইব" বলে, তাহারা দেবযোনি ছিল ; পরন্তু, তাহাদের অপত্যেরা বেদোক্ত বর্ণাশ্রমাচার

* ইং কাংড়া ভ্যালি।

ধর্ম্মভ্রষ্ট "লোভী" হওয়াতে আর্য্যদেশ বহির্ভূত হিমালয়ের নিম্নে বিপাশা নদীতীরে স্বজাতীয় শাপগ্রস্ত পুত্রগণের সহিত বশিষ্ঠের নন্দিনী যোনি-জাৎ যবণগণের সহিত এবং রামায়ণোক্ত রাক্ষসীগর্ভে বাণরজাত সন্তানগণের সহিত সংযোগে শঙ্করভাবপ্রাপ্তানন্তর ক্রমশঃ বহুদূরব্যাপী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। এরূপ ভাবগ্রস্ত বাহীক জাতিতে পিশাচত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়স্বভাব দর্শন করিয়া বিচার করিলে পুরাণের সহিত ইতিহাসের একবাক্যতা সুসিদ্ধ হয়, তন্নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে অস্পৃষ্ট জাতিমধ্যে গণনা করি, তাহারা আচারভ্রষ্ট পতিত মনুষ্য, উপদেবতা নয়। ইহারা যে আমাদের প্রতিবাসী ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে তাহা লিখিত আছে,—

"অভিজাতাঃ শাবরাস্তা বিপুলাশ্চিত্রমানবাঃ।
তৈর্ব্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ ভাগশঃ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুক্রান্ত যে অসেচণক (এসিয়া) দেশ, তন্মধ্যে আর্য্য অনার্য্য উভয়-বিধ মনুষ্যই বাস করে। হিমালয়ের পূর্ব্ব আর্য্য দেশ এবং পশ্চিম অনার্য্য ম্লেচ্ছ বা বাহীক দেশ বোধব্য। অতএব তত্রবাসীরা দেবযোনিজাত হইয়াও সঙ্কর-মনুষ্য। তাহারা বিপুল-কায় (স্থূল) এবং কৃষ্ণচিহ্ন (গোদনা) ধারণ করিয়া থাকে।

৩। সূর্য্য সচল কি পৃথিবী?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন দেশ কালের পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশের সহিত জগতে যে অনৈক্যতা-জাল বিস্তার করিয়াছেন, আমি তাহাতে আবদ্ধ নহি, আমি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অর্থাৎ বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্রের একবাক্যতা-কেই যথার্থ মত বলিয়া বিশ্বাস করি।—

আমার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সূর্য্য সচল পৃথিবী অচলা, অপ্রত্যক্ষ অনুমান বিজ্ঞানে সূর্য্য অচল পৃথিবী সচলা হয়েন, অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান সামঞ্জস্যে উভয়েই অচল উভয়েই সচল।

দিবা রাত্রে কালের গতি প্রত্যক্ষ আছে বলিয়া এ প্রশ্ন উত্থাপন হইয়াছে নচেৎ হইত না। প্রাচীন ও নবীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ মতের কাল গণনা ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্য নাই। এই গণনার মূল বিচার করিলে পরমায়ু পরিমাণ করাই নিশ্চয় হয়, অত হেতু আয়ুকে সন্ধিস্থল "কাল" বলিয়া বুঝিতে হইবে। আয়ুর শুভাশুভ ফলকে দিবারাত্র স্থলে দেখিলে সন্ধ্যাত্রয়কে দিবারাত্রের মূল বলিতে আর সন্দেহ থাকিবে না। দেশভেদে সন্ধ্যাকালের ভেদ হয় হউক, কিন্তু সন্ধ্যা প্রত্যহ

হউক আর বগ্নাসাস্তে হউক হইয়া থাকে তাহার ব্যতিক্রম হয় না। সূর্য্য অচল হইলেও পৃথিবীকে সচল বলিয়া যে গণনা সিদ্ধ হয়, পৃথিবীকে অচলা ও সূর্য্যকে সচল মানিয়া তাঁহার গতি ধরিয়া গণনা করিলে সেই কালই সিদ্ধ হয়। ৬০ দণ্ডে দিবারাত্র এবং ৩৬০ দিবসে বর্ষ গণনা উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ মান্য করিলে যদি পুরাণের অপমান হয়, কিম্বা পুরাণ মান্য করিলে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অপমান করা হয় তবে তাহা করা অযুক্ত। উভয়ের ঐক্যতাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত, এই ঐক্যতা বেদান্ত মতেই প্রাপ্য। কি প্রকার সেই ঐক্যতা প্রনিধান করুন ;—

বিরাট-পুরুষের চক্ষুরূপ সূর্য্য বিরাট দেহ হইতে অভিন্ন, একারণ অচল, আবার উন্মীলন-নিমীলন স্পন্দনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বলিয়া সচল বোধ হয়েন। এইরূপ পৃথিবী বিরাটের চরণ স্বরূপে সচলা এবং আধারশক্তি রূপে অচলা হয়েন, এমতে সকল মতই সত্য। চক্ষুর ক্রিয়াশক্তিতে এবং চরণের আধারশক্তিতে যে সম্বন্ধ, সূর্য্য ও পৃথিবীতে সেই সম্বন্ধ নিবদ্ধিত আছে। চক্ষু যেমন স্বস্থানে (বিবরে) অচল, চরণও তেমনি স্বস্থানে (জানুজঙ্ঘে) অচল। চক্ষু স্থান লক্ষ্য করেন, চরণ তথায় গমন করেন একারণ চক্ষের সহিত চরণের সচলত্ব প্রসিদ্ধ। চরণের লক্ষ্য করিবার শক্তি নাই কেবল চক্ষু লক্ষিত স্থানে গমন করিবার শক্তি আছে। চক্ষুতে লক্ষ্য স্থান দর্শন এবং স্পর্শনের উভয় শক্তি আছে। চক্ষু স্বস্থান হইতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন তাহাতে তাঁহার গতি অলক্ষ্য বোধ হয়, চরণ তাহা পারেন না, তন্নিমিত্ত চরণের গতি চক্ষুর দৃশ্য হয়। এতাবতা উভয়ের ক্রিয়া সম্পাদনার্থ কালের সহিত আম্নায় (সাদৃশ্যতা) হইয়াছে। চক্ষু যে স্থানকে পলকমাত্রে স্পর্শ করেন চরণ সেই স্থানকে পদে পদে গমন করিয়া প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতেই ক্রিয়ার ভেদে দিবারাত্র সন্ধ্যা কালের ভেদ হয়। সূর্য্যের পলক লক্ষিত স্থানে পৃথিবী ৬০ দণ্ড কালে উত্তীর্ণ হয়েন অথবা পৃথিবীর এক চরণ চালনে সূর্য্যের এক পলক বলা একই কথা। অতএব চক্ষুর ন্যায় সূর্য্যের "সংক্রামকগতি" এবং চরণের ন্যায় পৃথিবীর "প্রাতিপদিক-গতি" আমি বিশ্বাস করি।

স্বস্থান হইতে পলকমাত্রেই লক্ষ্য স্থানকে আক্রমণ করাতে সূর্য্যের সাংক্রান্তিক গতি, সেই সন্ধি বা সংক্রমণ স্থানকে প্রাপ্ত হইতে পৃথিবী যে নিয়মিত গতিতে গমন করেন তাহাকে প্রাতিপদিক-গতি বলি। কারণ বারীকে আধার-শক্তি বলি, যাহা কূর্ম্মাকার বিরাটচরণের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মহার্ণব জলকে ভগবানের অয়ণ আশ্রয় বলিতে বেদ ও পুরাণ উভয়ের এক বাক্যতা আছে। অতএব সেই জল পৃথিবীর আধার হওয়াতে রসরূপ সুধা-মণ্ডল চন্দ্রের সহিত তাঁহার তাদাত্ম্যতা

নিবন্ধন চন্দ্রের সহিত সূর্য্যলক্ষিত স্থানে পৃথিবীর গমন জন্য প্রতিপদাদি চতুর্দ্দশ্যন্ত অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রাকার তিথি গণনায় কালের আম্নায় হইয়াছে। এই অষ্টবিংশতি চরণে পৃথিবীর এক মাস, অমাবস্যা পূর্ণা লইয়া যে দুই পাদ সূর্য্য হইতে ন্যূন তাহাই দুই বৎসরান্তে মলমাসে পূর্ণ হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলই জলের রূপ, চন্দ্ররসেই পৃথিবী রসবতী হয়েন এবং ঋতুবতী হইয়া বীজ ধারণ করেন। পৃথিবী চন্দ্রের সহিত পদে পদে গমন করেন এ কারণ "প্রতিপদী" নামে প্রসিদ্ধা। সূর্য্যের লক্ষ্য কোথায়? না প্রলয় কালের প্রতি, পৃথিবীর লক্ষ্য-স্থান কোথায়? সেই প্রলয়কালে। এই সন্ধিস্থলকে অধিদৈব বা কালকবল বলি। কাল্যাত্মা রবি প্রতিপলকে পৃথিবীর আয়ু গণনা করিতে করিতে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতেছেন, পৃথিবী স্বীয় আধার চন্দ্রমণ্ডলস্থ সুধারসে স্নিগ্ধা ও গুরুতরা হইয়া ততই ভ্রমণচ্ছলে নৃত্য করতঃ তাঁহাকে মুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু, সুধালোলুপ ক্ষুধাকাতর সেই "কালাগ্নিরুদ্র-পুরুষ" কালপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে আত্মসাৎ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও নবীন জ্যোতিষমতে এই প্রলয়ের (মৃত্যুর) অনুসন্ধানে, আয়ু গণনায়, প্রবৃত্তি দেখা যায়। প্রাণ ও অন্ন, ভোক্তাও ভোগ্য, পতি ও পত্নী, চক্ষু ও চরণের এই পরমভাবই দিব্যভাব আর সকল ইহার আবান্তর মানুষীভাব হয়। মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে একার্ণব জলস্থ ব্রহ্মাণ্ড দ্বিখণ্ডে বিভক্ত। ঊর্দ্ধভাগ দিবি, অধোভাগ ভূমি। তদ্রূপ সূর্য্য ও পৃথিবী,—সচন্দ্র বা সসাগরা পৃথিবী, পরস্পর সংলগ্ন স্বতন্ত্র নহে; একের অভাবে অপরের অভাব অনিবার্য্য হয়।

এই বিশ্বের আদি পুরুষ আপাদ নাভি এবং আনাভিমস্তক দ্বিখণ্ডে বিভক্ত দেহবান বিরাট হয়েন। সূর্য্যাদি সকল তাঁহার অঙ্গ। ইনি জল হইতে উত্থিত হইয়াছেন আবার জল মধ্যেই লয় হইয়া অরূপ হইবেন। ইনি অচল হইয়াও সচল এবং জড়পিণ্ড অচেতনের চেতনস্বরূপ আত্মা।

৪। অনাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম কোথায় ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর সারার্ণব প্রথম খণ্ডে ৭১ হইতে ৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে তথাপি,—

প্রজ্ঞানানন্দ বোধ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শব্দার্থময়ী প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহং "শব্দব্রহ্ম" বেদ, বেদ হইতে মন্ত্রবর্ণাকার কার্য্যব্রহ্ম "খং" আকাশ, আকাশে অধ্যাত্ম "চর" প্রাণে চিৎ, অর্থ শব্দ এবং বর্ণ তিনের বোধক জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির সাক্ষী, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার কর্ত্তা বিরাট নামে "স্থূল দেহী" জীবসংজ্ঞা

প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব শব্দের মুখ্যার্থ কর্ম্মমূলিকা প্রকৃতি অনাদি। প্রকৃতি সৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূতা এ কারণ সৃষ্টিকার্য্য প্রকৃতিমূলক, সুতরাং গৌণার্থে ক্রিয়ার করণ স্বরূপ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিবিকার দেহেন্দ্রিয়কে "কর্ম্ম" বলিয়া বেদে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ভূত-প্রকৃতি "আপন কর্ম্ম আপনি করেন লোকে বলে করি আমি;"—অপিচ, সহস্র নাম মধ্যে বিষ্ণুর এক নাম কর্ম্ম, ইত্যর্থে ভূত প্রকৃতি স্বভাব। প্রথম কর্ত্তা পরে কর্ম্ম তদনন্তর ক্রিয়ার আম্নায় সুসিদ্ধ, নচেৎ দেহাভাবে কর্ম্মের অভাব মান্য করিলে দেহাভাবে জীবাত্মার অভাব এবং সংসারাভাবে পরমাত্মার অভাবাপত্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তাহাতে বৌদ্ধাদি চার্ব্বাক মত উপস্থিত হয়। অকর্ম্ম আত্মা হইতে কর্ম্ম শব্দ বাচ্য দেহ অথবা "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" ইত্যাদি ভগবদ্গীতা প্রমাণে অনাদি নিধন পরমাত্মা হইতে কর্ম্ম যজ্ঞাদিতে দেহোৎপত্তির বীজ (অন্ন) প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রলয়কালে অব্যক্তা প্রকৃতিতে কর্ম্মের (দেহের) লীনতা জলমধ্যে মীনের ন্যায় জ্ঞাতব্য, এ কারণ কর্ম্মের নাম "অদৃষ্ট"! সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার সেই অব্যক্ত কারণার্ণব মায়া গর্ভস্থ অদৃষ্টফল, ক্রিয়ার অঙ্কুরস্বরূপে ব্রহ্মাদির শরীর ধারণে ব্যক্ত হয়। শ্রুতি বলেন—

"সূর্য্যাশ্চন্দ্রমসো ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"

অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্রমা হইতে (অত্তা ও ওদন, অগ্নি ও রস, অমৃত ও বিষ অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ মিথুন হইতে) বিধাতা, যেমন পূর্ব্বে ছিল সেই রূপ, সকল নাম রূপ পুনর্ব্বার কল্পনা করিলেন। ইত্যর্থে কর্ম্ম অনাদিপ্রকৃতিতে থাকে বুঝিতে হইবেক। কর্ম্ম শব্দে শরীর, সঞ্চিৎ আগামী প্রারব্ধ এই তিন কর্ম্ম-জন্য তিন শরীর স্থূল সূক্ষ্ম কারণ নামে প্রসিদ্ধ *।

৫। সৃষ্টিকালে জাতিভেদ ছিল কি না?

অণ্ডজ স্বেদজ উদ্‌ভিজ্জ ও জরায়ুজ নামক চারি জাতিই প্রসিদ্ধ তাহাই সৃষ্ট বলিয়া শাস্ত্র প্রচার করেন। মনুষ্য জাতি তাহারি অন্তর্গত জরায়ুজ অর্থাৎ গর্ভজাত বলিয়া ধৃত হয়। সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ রজোগুণ প্রাধান্যে ক্ষত্রীয় তমোগুণ প্রাধান্যে বৈশ্য এবং কেবল তমোগুণে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেন। সাত্ত্বিক সংস্কার ও সদাচার গুণে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান বিদ্যা বল ধন ও ভক্তি বিবেচনায় জ্যেষ্ঠত্ব নিরাকরণ হইত। বৈবাহিক নিয়ম ছিল না, স্বেচ্ছা-বিহারী,

---

* আরব্ধ কর্ম্মে স্থূল শরীর, আগামী কর্ম্মে সূক্ষ্ম শরীর এবং সঞ্চিৎ কর্ম্মে কারণ শরীর সংযুক্ত। একারণ কর্ম্মফলত্যাগী মহা কারণ শরীরস্থ হয়েন।

যথা তথা বাসী, নিয়ত নিবাস-বিহীন তাদৃশ তপস্বী গণের জাতি-নির্ণয় কেবল কর্ম্ম ও গুণ দেখিয়াই স্থির হইত। ক্রমশঃ রজস্তম গুণাধিক্যে আচার বৈলক্ষণ্যে ভেদ প্রাপ্ত হইলে, তব মম অবিদ্যা-গুণে আবদ্ধ হইলে, বৈবাহিক বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারাই চতুরাশ্রমে চাতুর্ব্বর্ণে কতক গৃহস্থ কতক উদাসীন হইয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্ব কল্পীয় সংস্কার বা কর্ম্মই জাতি তত্বের বীজ হয়। মুখ বাহু উরু চরণ হইতে চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা গৌণ *। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—

"অনিচ্ছাদ্বেষসংযুক্তা বর্ত্তন্তে তু পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমতাং বিনা॥"

অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বেষ রহিত পরস্পর তুল্য রূপ ও জীবনবান, সকলেই উত্তম অধম ভেদ রহিত বিহার করিতেন।

এতাবতা জাতি তদবস্থায় বীজ রূপে ছিল ক্রমশঃ গুণ প্রাপ্তে অঙ্কুরিত ও বিস্তৃত হইয়াছে ইহাই উপলব্ধি হয় ইতি।

অনুগত শ্রী মহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।
কাণপুর।

---

* সারার্ণব তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।
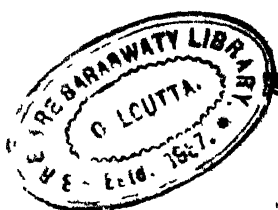
আমরা কি চাই?

এই প্রশ্নটীর উত্তরে আজকাল নানা দিক হইতে নানা প্রকার কথা শুনা যাইতেছে। নানান তর্কের সৃষ্টির সহিত বিবিধ বিচার প্রণালীর পত্তন, উপদেশ পঙ্‌ক্তির প্রয়োগ এবং পরামর্শ পর্য্যায়ের সূত্রপাৎ হইতেছে। সংবাদ পত্রের সমষ্টি ও সাময়ীক ক্ষুদ্র বৃহদাকার পুস্তকরাশী পাঠ করিয়া "সময় নষ্ট করিলাম" বলিয়া লোকের মানসীক কষ্ট উপস্থিত হইতেছে এবং উজ্জ্বল সভামণ্ডপে সুদীর্ঘ সালঙ্কৃত বক্তৃতা শ্রবণে জামিনী জাগরণ জন্য "শিরঃ পীড়ায়" শ্রোতৃবর্গের দৈহিক কষ্টের কারণ প্রত্যক্ষ হইতেছে। লেখক ও বক্তাগণ নূতন নূতন বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষাচ্ছলে নূতন নূতন ভাবগর্ভ বাক্‌চাতুর্য্যে পাঠক ও শ্রোতাগণের অনুসন্ধানলোলুপ মন-মুগ্ধ করিতে করিতে আপনারাও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন এবং আপ্ত বিস্মৃতীদোষে "প্রকৃত বিষয় বিস্মৃত হইয়া" ভারতকে দোষী করিয়া আপ্ত দোষ গোপন করিতে চতুর হইতেছেন। কেহ কহিতেছেন পতিত ভারতবাসীগণের পূনঃ সংস্কার চাই, কেহ কহিতেছেন সমূলে, কেহ কহিতেছেন কিছু কিছু। কেহ বলিতেছেন আদৌ দেশাচার পরিবর্ত্তন চাই, কেহ কহিতেছেন ভাষা সংশোধন প্রথমে আবশ্যক। কেহ কেহ বেশ বিরচন, কেশ রক্ষণ, কেহ কেহ বা স্বাস্থ্য স্থাপন, বলোৎপাদন ও ধনাহরণ লইয়া বিব্রত; কেহ বা বাল্যবিবাহ নিবারণ জাতিবন্ধন ছেদন; বিধবা-বিবাহ অস্বর্ণ-বিবাহ প্রচলন ও কর্ম্মকাণ্ড খণ্ডন চাই বলিয়া উন্মত্ত ও ভারতকে লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইতেছেন। এ প্রকারে "নানা মুনির নানা মত" শুনিতে শুনিতে ভারতের কর্ণ বধির হইয়া পড়িল, দেশ দেশান্তরে ভারতের অপযশ গাণ আরম্ভ হইল, ভারত সত্য সত্যই পতিতবৎ হইলেন। সকলি হইল;—আহার, ব্যবহার, আচার, বিচার উপেক্ষিত হইল, বিধবা-বিবাহ অস্বর্ণ বিবাহ রজস্বলা-বিবাহ, বিজাতী বিদ্যা-শিক্ষা, সমুদ্রযাত্রা, মুখে মুখে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বত্রে পান ভোজন প্রভৃতি অভিলষিত কার্য্য সকলি কিছু কিছু প্রচলিত হইল, কিন্তু ভারতের যে দুর্দ্দশা তাহাই রহিল, তাহাই আছে কিছু প্রতিকার হইল না। ভারত স্বীয় সহজ স্বভাবে সুস্থির হইলেন না, বিজাতীয় বিদেশীয় বিশাস্ত্রীয় রীতি, নীতি, প্রকৃতির পারবশ্যে কম্পিতকলেবরেই কালাতিপাত করিতে থাকিলেন। ভারতের

উচ্চ কুলগৌরব স্বভাব ভঙ্গ হইল দেখিয়া, নব্য কুলবধূ কুলীনেরা যদি পর নাই আনন্দের সহিত কুলে অকুলসাগরের জলাঞ্জলি দিয়া কুল রক্ষা করিতে থাকিলেন থাকুন তাহাতে তত ক্ষতি নাই ; কিন্তু, 'কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিলেন' ইহাই শোচনীয় হইল ! । ভারতের দুঃখে কাতর মনুষ্য মুক্তকণ্ঠে ইহাই বলিতেছেন যে, লোকে কোন কার্য্যই অবশিষ্ট রাখিলেন না, যাহা অকরণীয় প্রিয় ভারতের জন্য তাহা সকলি করিলেন, অথচ ভারত স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন না, তবে বোধ হয় ভারত "প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পান নাই" ; পাইলে ভারতের মুখে হাসি ধরিত না, আনন্দের সীমা থাকিত না ! তাঁহার হাস্য পূর্ণ আস্য আপনিই দিক্ প্রকাশ করিত, এবং আনন্দ কোলাহলে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ হইত, হাহাকার থাকিত না। তাঁহার তাপিত প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং উৎকণ্ঠিত অন্তঃ-করণ কখনই এত ব্যাকুল হইত না। অসংখ্য পুত্র কন্যাসত্তে পিণ্ডলোপের ভয়ে ভীত হইতেননা, এবং অগণ্য শাস্ত্রসত্তে স্বেচ্ছাচারিতার আশঙ্কায় শঙ্কিতও থাকিতেননা।

"আমরা কি চাই" এটী এখন যে স্থির হয় নাই এ কথায় আর কেহ কিছু আপত্ত করিতে পারিবেন না ; যাঁহার যা বলিবার, যাঁহার যা করিবার বলিয়া ও করিয়া শেষ করিয়াছেন ও করিতেছেন ; একারণ আমরা এই প্রস্তাবে কেবল সেই প্রশ্নটীর উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বস্তু নির্ণয় হইলে পরে তাহার প্রাপ্তির উপায় জন্য প্রযত্ন করা যাইবে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমরা বলিতে পারিলাম কি না।

১। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচক পণ্ডিতগণের মতে দেশ বিশেষে মনুষ্যজাতির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে, জীবন যাত্রা সূচক আহার, ব্যবহার, আচার, বিচার, নিয়ম ও ব্যবস্থার ভিন্নতা ঐশীক নিয়ম বলিয়া গণ্য হয়। কালে যেমন শরীরে বাল্য যৌবন জরা আপনি উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জীব প্রকৃতিও আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া কালানুগামিনী হয়, চেষ্টায় তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে। আমরা যদি বালককে বৃদ্ধ কিম্বা বৃদ্ধকে বালক করিতে চেষ্টা করি, সে চেষ্টা সুসিদ্ধ হইলেও তাহা স্বভাবের প্রতিকূলতা দোষে কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ অকালজাত ফল পুষ্পের ন্যায় মনুষ্য প্রকৃতিও অকালে পরিবর্ত্তিত হইলে সুখদ না হইয়া বরং রোগ শোকের কারণ হইয়া উঠে। অতএব অকাল পরিবর্ত্তণকেই ভারতের অধঃপতনের মূল বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ভারত চঞ্চল প্রকৃতি সন্তানের দোষে যে অকাল পক্কতা (ইঁচড়ে পাকা) ভাব ধারণ করিতেছেন, 'সেই ভাবটী পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে ভারত পুনর্ব্বার স্বভাবে অবস্থিত হইতে পারেন তাহাই আমরা চাই', কেবল তাহাই চাই আর কিছুই নয়। স্বভাব রক্ষা

করাই ভারতের সহজ ও প্রকৃতভাব, লোকচেষ্টা তাহার বিপরীত হওয়াতে বিপরীত ফল ফলিতেছে। ভারতের স্বভাব স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, আমরা এখন তাহাই চাই।

২। ভারত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভূমি, তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবীজ রোপিত হইলেই শুভ ফল ফলিবে, অন্য বীজ বপণ করিলে শুভ ফল না ফলিয়া বরং ভূমির উৎকর্ষতা গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে; তাহাই ঘটিতেছে। ধর্ম্ম, রাজ্য, ধন ও শুশ্রূষা এই চারিটী মনুষ্য জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহার আদান, প্রদান সংরক্ষণ ও গ্রহণের নিমিত্ত বিধাতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি (জাতি) বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্মত নিয়ম ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা সেই সেই নিয়মে স্ব স্ব বর্ণানুসারিক ধর্ম্মে স্থির থাকিলেই ভারতের স্বভাব রক্ষা জনিত সুখভোগ হইতে পারে অন্যথা পারে না, আমরা তাহাই চাই।

৩। আমরা ভারতে সেই স্বভাবসিদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রচলিত করিতে চাই। ব্রাহ্মণ বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যযুক্ত, ক্ষত্রীয় বলবীর্য্য রণদক্ষতা ও নীতিসম্পন্ন, বৈশ্য বাণিজ্য কুশল এবং শূদ্র সেবা পরায়ণ আজ্ঞাকারী ও গুরুভক্তি সম্পন্ন হইলেই ভারত পবিত্র হইবেন, ভারতবাসীরা সুসভ্য ও সুখী হইবেন অন্যথা নহে ইহা স্মরণ রাখা চাই। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিথিল হওয়াতেই লোক চেষ্টা বিফল হইতেছে, ভারতের অভাব দূর হইতেছে না, রোগ শান্তি হইতেছে না, কোন ঔষধিই গুণ করিতেছে না, দিন দিন রোগ বৃদ্ধি হইতেছে, ভারত জীর্ণ শীর্ণ অস্থিমাত্রাবশিষ্ট হইতেছেন। যে রোগীর গৃহ শুদ্ধ নয়, নিকটে পথ্যাপথ্যের বিধি ব্যবস্থার নিমিত্ত উপযুক্ত প্রিয় তত্বাবধারকের অভাব, সে রোগীর রোগ শান্তি কিছুতেই হয় না, কেবল চিকিৎসকের ব্যবস্থায় তাহার প্রতিকার হওয়া দুষ্কর। অতএব আমরা প্রথমে 'গৃহ শুদ্ধি চাই'। যখন গৃহ মধ্যে অব্যবস্থা রোগ বর্ত্তমান—কে কি কার্য্য করিবে তাহার নিয়ম নাই—কখন কোন কার্য্য আবশ্যক তাহার নিশ্চয় নাই;—কোথায় কোন কার্য্য হওয়া উচিত তাহার নিরূপণ নাই;—যখন যথায় যাহার যাহা মনে হইল—ইচ্ছা হইল,—শুদ্ধই হউক অশুদ্ধই হউক, বৈধ বা অবৈধ প্রকৃত কি কৃত্রিম যাহা হউক, তখন তথায় তাহার দ্বারা তাহাই কৃত হইল—বলা হইল লেখা হইল—গুরুজনের মতামত, শাস্ত্রের বিধি এবং কালের বেগানুসারিক মনুষ্যের,—সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতির সম্মতি লওয়া হইল না;—সেখানে 'ভদ্রতা' কিরূপে থাকিতে পারে!। অতএব আমরা বর্ণাশ্রম বিচার পূর্ব্বক লোককে স্ব স্ব আত্মোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাই। কেন না স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থির প্রতিজ্ঞ নিয়ত নিযুক্ত মনুষ্যাকীর্ণ দেশ হইতে দুর্নীতি আপনিই

পলায়ন করে, বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না; স্বধর্ম্মচ্যুত মনুষ্য যে প্রায়শ্চিত্ত লওয়াই তাহারও কারণ এই। আজ কাল যে সকল সহৃদয় দেশ-শুভাকাঙ্ক্ষী মহাশয়গণ ভারতকে সুস্থ করিতে যত্নবান, তাঁহারা যে ভারতের অভাব নিরাকরণ না করিয়া সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছেন—কে কি দিতে কি দিতেছেন—ভারত তাহাতে সুখী সন্তোষী সুস্থির হইতেছেন কি না—তাহা বিবেচনা না করিয়া কৃপা দৃষ্টি বৃষ্টি করিতেছেন,—আমাদের বিচারে তাঁহাদের তাদৃশ কৃপা রসই ভারতের অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগের কারণ হইবে। ভারত এত বুভুক্ষিত নহেন যে যা পাইবেন তাই খাইবেন। তিনি প্রচুর ভোজন পানে পরিতৃপ্ত বিশ্রাম করিতেছেন মাত্র, তদবস্থায় 'আখার দিব্য দিয়া' যাহা কিছু খাওয়ান যাইবে তাহাই অজীর্ণের হেতু হইবে,—তাঁহার হিতকারীরা তাহা না বুঝিবাতে তাহাই হইয়াছে। তিনি ঐ সকল উপদেশ, পরামর্শ ও শিক্ষারূপ বিলাতী-মেওয়া* (বেদানা-আনার বা আঙ্গুর—উপাদেয় পুপপিষ্টক বা মধুরা সুরার ন্যায় অমূল্য বা ইন্দ্রিয় সুখকর হইলেও) এখন অখাদ্য অপেয়বৎ পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিতেছেন। এখন স্বভাবে অবস্থানই তাঁহার সুপথ্য এবং 'অজীর্ণ-জারক-চূর্ণবৎ' উপকারী হইবে; যাহার অভাবে তাঁহার অস্বস্তি। যাহার অভাবে তাঁহার পাতিত্য ও অবনতি সেই অভাব দূর করাই চাই।

৩। ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ প্রজার পংক্তি বিভাগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কাল প্রভাবে তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে ও ধর্ম্মভাবে তাদৃশ অনুরক্ত নয় তজ্জন্য স্বভাব-ভঙ্গ হইয়াছে। সকল বর্ণই সকল বর্ণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাবকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে তাহাতেই ভারতের কলঙ্ক। সম্ভাবিত লোকের অপযশই মৃত্যু, অতএব ভারত জীবন্মৃত সন্দেহ নাই। তথাপি এই কলঙ্ক ভঞ্জনার্থ আমাদের যত্ন করা চাই, যাহাতে আরো গাঢ় হয় তাহা করা চাই না। ধর্ম্মের স্থিরতায়, সমাজের স্থিরতায় ব্যক্তিমাত্রের সহজভাব আপনি স্থির হয়। অতএব আমরা যাহাতে এই ধর্ম্ম বিচিকিৎসা নিবারণ হয় এমন পরামর্শ উপদেশ ও মন্ত্রণা চাই, যাহাতে আরো অধোগতি হইবে তাহা চাই না। ভারতের বর্ত্তমান প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় বোধ হয় যে স্বভাব বিরুদ্ধ পথ্যে তাঁহার অরুচী জন্মিয়াছে, তাহাতেই তাদৃশ উপদেশ সকল গলাধ হইতেছে না। একারণ আমরা বলি, এখন কেবল স্বভাবানুকূল উপায় চাই আর সেই উপায়ানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এমন কোন এক জন সাহসী বহুদর্শী বিচক্ষণ পথপ্রদর্শক চাই।

৪। সেই পথপ্রদর্শক কি করিবেন তাহাও স্থির করা চাই।

---

* বিলাতী-মেওয়া, বৈদেশিক ফল, বিজাতীয় ভাব।

তিনি লোকের প্রকৃতি ও কালের গতি উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। সত্যযুগের যে সকল ব্যবস্থা কলিযুগের লোক সামর্থ্য শক্তিহীনতা জন্য প্রতিপালনে অক্ষম অথচ তদনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হওয়াতে বিকৃতভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বভাবচ্যুত হইতেছে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রে যে সকল 'অনুকল্প' ব্যবস্থা আছে তাহা প্রচলিত করিতে যত্ন করিবেন। স্বজাতিবৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে পর পর নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু "পর ধর্ম্ম অবলম্বনের ব্যবস্থা নাই" সেটী স্মরণ রাখিবেন। সংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তির সম্যক রূপে আর্য্য ধর্ম্ম সাধনের সময় নাই একারণ শাস্ত্রে তাদৃশ জনগণের নিমিত্ত যে সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে তাহাই উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে স্ব ধর্ম্মে ও স্ব স্ব ভাবে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিবেন। যে নিত্য কৃত্য সন্ধ্যা পূজা দিবারাত্রে বা অষ্ট প্রহরে সমাপ্ত হয়, তাহা এক ঘণ্টায় হয় এমন ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে; এক ঘণ্টা কেন, "মন শুদ্ধ হইলে" তাহা এক বার গায়ত্রী বা প্রণব অথবা পঞ্চাশৎ অক্ষরের একটী অক্ষর, কিম্বা হরি কৃষ্ণ শিব রাম ঈশ্বর বা ঈশ্বরী ইত্যাদি একটী নাম জপ, উচ্চারণ বা স্মরণ করিলেও হইতে পারে। লোকের প্রকৃতি ও কালের গতি বিবেচনায় ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে কোন কষ্টও নাই হানিও নাই, অতএব তাহাই চাই। সে সকল লোককে পতিত বলিয়া ঘৃণা করা সমাজচ্যুত করা উচিত নয়। বিন্দুমাত্র গঙ্গাজলেপতিত পাবন করাও আর্য্যধর্ম্ম, ইহা বিশ্বাস করা চাই। চিত্ত শুদ্ধিই কর্ম্মও উপাসনা কাণ্ডের ফল। যে জ্ঞানী কর্ম্মের নিন্দা না করেন, তাঁর শত্রু নাই। শাক্ত শৈবাদি উপাসক সম্প্রদায়কে এক করা, আর্য্য স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য, অতএব তাহার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাঁহারা স্ব স্ব ভাবে স্থির থাকেন, অথচ বেদান্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে সকলেই বিভিন্ন পন্থা দ্বারা এক স্থানে গমন করিতেছেন ইহা নিশ্চয় করতঃ পরস্পর দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক এক প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, প্রেমভক্তিই সেই সেই প্রথক প্রথক পন্থার "পাথের" স্বরূপ ইহা জানিতে পারেন, তাহাই চাই। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে অতি প্রাচীন কালের বৈষ্ণব বংশ কালে শাক্ত হইয়াছেন, এবং অনেক শাক্ত বংশ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপাসনার হানি নাই তাহা প্রচার করা চাই।

হিংসা করা অধর্ম্ম একারণ অহিংসক বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাংসাশী নহেন, কিন্তু যজ্ঞে বা দেবোদ্দেশে পশুহননের প্রাচীন বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি দ্বারা পশু মাংসভোজনে শাক্ত কি কোন সম্প্রদায়েরই দোষ হয়না ইত্যাদি প্রমান আছে। অতএব শাক্ত বৈষ্ণবের নিন্দা বা বৈষ্ণব শাক্তের নিন্দা করিলে যে তাঁহারা উভয়েই দোষী হয়েন

তাহা স্বীকার ও প্রচার করা চাই। এইকারণে লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে (কোন প্রকারে) ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উৎসাহ দেওয়া চাই। বৈষ্ণব গৃহে কোন যুবকের শক্তি ভক্তি প্রবল হইয়া যদি সে শাক্ত হইতে চায় কিম্বা হয়, তবে তাহাকে ঘৃণা করা কিম্বা নিষেধ করা আর্য্য স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা কখনই করেন নাই, হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদকে নিষেধ করিয়া দণ্ডার্হ হইয়াছিল এবং পরম বৈষ্ণব বেদব্যাস ও শিবনিন্দা জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই রূপে শাক্ত সম্প্রদায়ও বাম দক্ষিণ আচার ভেদে দ্বিবিধ। তাঁহাদের পরস্পরের প্রবৃত্তি ভেদে উপাসনার পদ্ধতি ভেদক শাস্ত্র আছে। পূর্ব্ব পরম্পরায় প্রচলিত না থাকিলে কোন পদ্ধতিই শাস্ত্র মধ্যে থাকিত না, যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা আমাদের সহজ স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া অবশ্য প্রামাণ্য, তন্মতে আচরণ করাতে দোষাভাব,—ইত্যাদি বিচার অবলম্বনে দক্ষিণা চারী উপাসক যাহাতে বামাচারী উপাসকের নিন্দা করিয়া বা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া অনৈক্যতা উৎপাদান করিতে না পারেন তাহার উপায় করা চাই। সমাজ সংস্করণের প্রধান সহকারী "অপক্ষ পাতিতা" তাহা মনে রাখা চাই *। অমূলক ধর্ম্মাপেক্ষা সমূলক ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট। কালপ্রভাবে এবং মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত শিব বাক্য প্রমাণে এক্ষণে লোকের আগম শাস্ত্রোক্ত বাম মার্গেই প্রবৃত্তিকে ধাবিত দেখা যায়, অতএব আমাদের সুযোগ্যনেতার পক্ষে সেই প্রবৃত্তি অনুসারে বেদ তন্ত্র উভয় সম্মত পথে সমাজকে নয়ন করা চাই, বিরোধ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ। বৈধ "ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে" পান ভোজন দুষ্য নহে, কিন্তু "অবৈধ অযোগ্য অনাচার প্রবর্ত্তণ নিষিদ্ধ" ইহা লোকের মনে যাহাতে উদয় হয় তিনি এমত চেষ্টা করিবেন।

ধর্ম্মনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-দমন, যে তাহা করে সে সকল ধর্ম্ম পালন করে, ইত্যাদি ন্যায় মতে তাদৃশ মনুষ্য দুরাচারী হইলে ও তাহাকে সাধু বিবেচনায় সমাজচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইবেন না। পরদার গমনে পরদ্রব্য হরণে পর পীড়নে ক্ষান্ত মনুষ্যই ধার্ম্মিক, এই রূপ "একেশ্বরবাদী"† (যদি বেদ ও দেব নিন্দক না হয়েন) সমাজচ্যুত হয়েন না, ইহা মনে রাখেন। অল্পদর্শী যুবকগণের কৃত অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, কালের গতি বলে এ যুগের বালকেরা মুকুলপক্ক (ইচড়ে পাকা) তর্ক প্রিয় ও অনুসন্ধানযুক্ত, অতএব তাহাদিগের অপরাধ অগ্রাহ্য করিয়া দোষের অংশ সংশোধন এবং গুণের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে, শাস্ত্র প্রমাণ যুক্তি যোগে প্রয়োগ করিতে করিতে তাহাদিগকে স্বভাবে রাখিতে যত্ন

* অদ্বৈতবেদান্তবাদী অথবা অভ্রান্ত কৌলতত্ত্বজ্ঞানী সমদর্শন জন্য অপক্ষপাতী, তিনিই সমাজসংস্কার কার্য্যের যোগ্য অন্য কোন সম্প্রদায়ী নহে। † ব্রাহ্ম।

করিবেন। তত্বাবধারকের অনাদর অযত্ন ও স্নেহশূন্যতাদোষে যুবককরা কতক অজ্ঞতা প্রযুক্ত ও কতক অভিমান ভরে স্বকীয় সহজ স্বভাবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পরে অনুতাপ ভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যা শিক্ষার সহিত জগতের—বিশেষতঃ দেশ দেশান্তরের,—আচার ব্যবহার রীতি, নীতি ক্রমশঃ অবগত হইতে হইতে তাহাদের নবীন অন্তঃকরণ বৃত্তি সঞ্চালিত হইয়া অনুকরণে প্রবর্ত্ত করায়, সেই সময় যিনি তাহাদের মনরজ্জু স্বকরে ধারণ করিয়া স্বপথে রাখিতে পারেণ তাঁহাকেই তাহারা প্রকৃত নেতাবলে, বর্ত্তমান নেতাগনকে এখন এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই। ভারত শত সহস্র বিদ্যালয় সত্বেও কেবল ঈদৃশ একজন পথপ্রদর্শকের অভাবে খঞ্জ হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যরূপ উপদেশ কর্ত্তারা ইহার প্রতিকার করিতে গিয়া কেবল অপকারই করিতেছেন। তাহাতেই ভারতের অভাব যাইতেছে না, স্বভাবপ্রাপ্তি হইতেছে না।

৫। পূর্ব্বে গুরুগৃহে বাস করিবার প্রথা ছিল, ইহা পুনঃ প্রচলিত হইলে বাল্য বিবাহ ও রজস্বলা বিবাহ উভয় দোষ আপনিই রহিত হইবে। বাল্যবিবাহ প্রাচীন রীতি নয় বলিয়া তাহা রহিত করাও অসাধ্য, এই নিমিত্ত এক্ষণে যে বিদ্যালয়ে বাস (বোর্ডিং) প্রথা প্রচলিত হইতেছে ইহার উৎসাহ দেওয়া চাই। ইহাতে বিবাহিত বালক বালিকা যথা কালেই একত্রিত হইতে পারিবেন। অকালে সংযুক্ত হইতে পারিবেন না, অথচ বৈধ কালে বিবাহ সংস্কারও রহিত হইবে না।

৬। ধর্ম্ম নীতি এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা হয় না ভালই হয়, শিক্ষক এবং পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন আপনাপন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ রাখিলে সেই দৃষ্টান্তেই বালক গণের স্বধর্ম্মে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর শৈথিল্যে বালকেরা শৈথিল্যতা দোষ অনুকরণ করে। হায়! এখন বৃদ্ধেরা যে বালক প্রদর্শিত পথে গমন করেন ইহাই অধোগতির কারণ!।

৭। যুবতী স্ত্রী-শিক্ষা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা না হইয়া কেবল সম্ভ্রান্ত বিষয় সম্পন্ন গৃহস্থ বা রাজ পরিবার মধ্যে প্রচলিত হওয়া চাই, কিন্তু স্বগৃহে। সম্ভ্রান্তা শূদ্রানী যুবতী, পতির ন্যায়, দ্বিজাতি গুরুর নিকট কেবল পুরাণপাঠ করিতে পারেন, এবং গুরু আজ্ঞায় তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধিও করিতে পারেন। সর্ব্ব জাতীয়া স্ত্রী বাল্যকাল হইতেই পুত্রের ন্যায় সম্ভব মত শিক্ষনীয়া। সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য বিদ্যাবিভবে বিনয়ী না হইয়া অভিমানী ও গর্ব্বযুক্ত হয়েন এবং গুরু অবজ্ঞাও করিয়া থাকেন, স্বজাতী ও স্বকীয় অবস্থাগত প্রকৃতি প্রকৃষ্টরূপে বিস্মৃত হইতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর লিখন বাহুল্য। বিদ্যা ব্যবসায় ব্রাহ্মণ বর্ণেরই শোভা পায়, তাঁহারাই বর্ণের গুরু।

৮। বিধবা বিবাহ কোন কালে প্রচলিত ছিল কি না আর্য্য শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ নাই, যাহা আছে তাহা অস্পষ্ট সর্ব্ব সম্মত নয়, একারণ তজ্জন্য যত্ন আপাততঃ আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ বোধ হয় *। পূর্ব্বে স্বয়ম্বর প্রথা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীতে ছিল, এক্ষণে নীচ শূদ্রজাতীতে আছে, তাহা পুনঃ প্রচলিত করিতে হানি নাই। অন্য জাতীয়া বিধবা স্ববর্ণে স্বয়ম্বর গ্রহণ করিলে নিষেধ করা চাই না, ব্রাহ্মণী করিলে নিম্ন শ্রেণীতে ভুক্ত হওয়া চাই। লজ্জাই পতিব্রতার রূপ, ইন্দ্রিয় প্রাবল্যে সেই লজ্জাকে পরিত্যাগ করণ দোষে, দ্বিতীয় পুরুষ সঙ্গ দোষে, পাতিত্য অবৈধ নয়। স্ববর্ণা বিধবাকে শূদ্রানীর ন্যায় (দাসত্বে) সেবাকার্য্যে গ্রহণ করিতে দোষাভাব, তিনি এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানাদি কেবল ভরণপোষনাধিকারী পিণ্ড বা দায়াধিকারী নয়। বিধবার পুত্র দায়ার্থ কলহ করিবে বলিয়া বিধবা বিবাহ দ্বিজাতীর নিষিদ্ধ।

৯। অস্ববর্ণা 'বিবাহ' কোন যুগে ছিল না, কেবল তন্ত্রোক্ত বিধিতে সংস্কৃতা স্ত্রী মাত্রের 'পাণিগ্রহণ' কিম্বা ক্ষত্রীয়া ও বৈশ্যার পাণিগ্রহণ' এবং সৎ শূদ্রাণীর 'সেবা গ্রহণ' প্রথা প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, অতএব সেই রীতি অবলম্বনে (স্ববর্ণা ব্রাহ্মণী) বিবাহের পর অথবা স্ত্রী বিয়োগান্তে ব্রাহ্মণ অস্ববর্ণা এবং ক্ষত্রীয় ক্ষত্রীয়া বিবাহের পর বৈশ্যা, বৈশ্য বৈশ্যাণী বিবাহের পর বিণীতা শূদ্রা স্ত্রীকে সেবা কার্য্যে স্বগৃহে রাখিয়া তাহার ভরণ পোষণ এবং পুত্রকামা হইলে পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন্। সম্পত্তিশালীর বহু বিবাহ শোভনীয় দুঃখীর নয়। পর পর ব্যবস্থাপকেরা রাজাজ্ঞা মতে কলিযুগে এ সকল ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন তাহার কারণ কেবল দায়ভাগের ভয়ে, অল্প সম্পত্তি অনেক ভাগ হইলে স্ববংশে কিছুই থাকিবেনা, এই জন্য প্রচলিত করা উচিতনয় বলিয়াছেন, নচেৎ তাহাতে ধর্ম্মহানির ভয় নাই। যাহারা কৌলার্চ্চন-পদ্ধতি মতে অস্ববর্ণার পাণিগ্রহণ স্বীকার করেন তাঁহারা অবৈধ করেন না, তাঁহারা নিন্দনীয় বা পতিত নহেন। তাঁহারা অবধূত, গৃহী নহেন, তাঁহাদের পতিত বলা পাপকর ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্ত্রী মাত্রেই শূদ্রাণী। পাতিব্রত্যই তাঁহাদের ধর্ম্ম। বেশ্যা, কুলটা, অসভ্য নীচা, অন্ত্যজা সর্ব্বথা ত্যজ্যা ও অগম্যাই আছে।

১০। আহার ব্যবহার সর্ব্বকালেই রুচীর অধীন। প্রকৃতি অনুযাইক রুচী ও হইয়া থাকে। ফলে বল বীর্য্য মেধা ও স্বাস্থ্যকর আহার সকল বর্ণের পক্ষেই ভক্ষ্য, অভক্ষ্য নয়। গো মেধ অশ্ব মেধাদি যজ্ঞ পূর্ব্ব কালে প্রচলিত ছিল এবং বাজপেয়

---

* শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত "বিধবা বিবাহ নিষেধক বিচার" নামক পুস্তক দেখ।

শৌত্রামণি প্রভৃতি যজ্ঞে সোমরস ও সুরা সেবন করাও হইত, কারণ তখন ভারতের সর্ব্বত্রে একাল অপেক্ষা শীত অধিক ছিল, পরিশ্রম স্ব স্ব কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে করিতে হইত, এক্ষণে মনুষ্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন সহকারে শীতের লাঘবতা পরিশ্রমের লাঘবতা ও পথ্যাদির স্বল্পতা হওয়াতে নিষেধ ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ হয়। কিন্তু অনধিকারী অভক্ত বা অশাস্ত্রজ্ঞ মূর্খের পক্ষে সর্ব্বদাই তাহার নিষেধ আছে। তন্ত্রে 'গোপনীয়ং গোপনীয়ং' বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাৎপর্য্য এই যে এমন পান ভোজন করিবে যে কেহ জানিতে পারিবে না। উন্মত্ত হইবে না, স্বভাবে থাকিবে *।

১১। গো জাতীর পূজা মাতার ন্যায় দুগ্ধ হেতু কৃষিকার্য্য হেতু যজ্ঞের হেতু এবং দুর্ভিক্ষে প্রাণধারণ হেতু বোধ হয়। বিশেষতঃ বিলাতী সুরা ও গো মাংস আর্য্য প্রকৃতির অস্বাস্থ্যকর, উন্মত্ততা বৃদ্ধিকারক বলিয়া নিষিদ্ধ, তাহা মান্য করা চাই। বিলাতী সুরা হলাহল বোধে এবং গো মাংস অখাদ্য বোধে পরিত্যাগ করাই আর্য্য স্বভাব। যাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাই (মলইচ্ছু) ম্লেচ্ছ হইয়াছেন।

১২। বিজাতীর বিদ্যা শিক্ষা বৈদেশীক বাণিজ্য বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা সর্ব্ব কালে ছিল, ম্লেচ্ছ প্রাবল্যে সমুদ্র তীরে দস্যুভয় জন্য তাহার নিষেধ উপলব্ধি হয়, যাহাতে এক্ষণকার ধনী বৈশ্যগণের তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা করা চাই। বণিকগণ সমবেত হইয়া বণিক সভা করিলে তাহা হইতে পারে, এখন দস্যুরা প্রায় সুসভ্য হইয়াছে। কালে আরো হইবে!।

১৩। শূদ্রের বেদ অধ্যয়ণ নিষেধ-বিধি প্রামাণ্য পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অনধিকারীর পক্ষে জ্ঞান ও এক উপাধি। যেমন সর্পের ফণার মণি শোভার কারণ না হইয়া ভয়ের কারণ হয় তদ্বৎ তাহা চাই না। যত অল্প হয় ততই ভাল। তবে তাদৃশ যোগ্য বিনয়ী গুরুভক্ত শূদ্রের নিমিত্ত "বিশেষ" বিধি আছে, সামান্য বিধি নাই। বেদার্থ ধারণে অসমর্থ মনুষ্য বা বেদনিন্দক পাষণ্ডই শূদ্র।

১৪। আমরা যাহা চাই যাহা না চাই বলিলাম, এক্ষণে পাঠক যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুণ। সর্ব্বাগ্রে একজন নেতার অনুসন্ধান করুণ, যাহার বিহনে সকল শ্রম বৃথা হইতেছে, অমূল্য উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বকালে প্রজাগণের প্রার্থনায় পরম কারুণিক পরমেশ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া আর্য্য সমাজকে বারম্বার স্বধর্ম্মে নয়ন করিয়াছিলেন, কালে আবার করিবেন ইতি।

---

* সারার্ণব তৃতীয় খণ্ডে তন্ত্র তাৎপর্য্য বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে।

সংগীত।

ধানশ্রী। আড়া ঠেকা।

সেই তুমি হও নাথ! স্বরূপ ভাবিয়ে মনে।
যে নিত্য স্বভাবে তৃপ্ত অদ্বিতীয় আত্ম-ধনে। ১
বাহ্য বিষয়ের আশে, দশমাস গর্ভবাসে,
প্রবেশিয়ে পঞ্চকোষে, ভ্রমিছ মায়ার*সনে। ২
ভূতলে ভূতের দল, তোমারে পেয়ে সম্বল,
অন্নজল খায় সুখে, তুমি মজ অভিমানে। ৩
দেশ কাল অবচ্ছেদে, বয়োধর্ম্মভাব ভেদে,
কভু হাস কভু কাঁদ, সুষুম্নাজাল বন্ধনে।
অতএব বলি শুন, ধর নাথ আত্মগুণ
সেই আমি বলে মুখে, উঠ নিজ সিদ্ধাসনে। ৪

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

হরি নাম পরিহরি বল না মন কি করিবে।
অপার সংসার পার হরি বিনে কে করিবে। ১
ঐহিক সুখ সাধন নাহি হয় বিনে ধন।
তাই কি ধন উপার্জ্জনে পরকাল পাসরিবে। ২
হরি কল্পতরুবরে, আশাতীত ফলধরে।
স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে লইবে যত পারিবে। ৩
অতএব বলি শুন, গাও সদা হরি গুণ।
হরি নামের প্রভাবে, স্বভাবে ভব তরিবে। ৪

ঐ। পোস্তা।

যতনে পায় না রতন যদি, যতন কেন তবে।
প্রিয় জন মিলন আশা নৈরাশা কি সার হবে? ১

---

* মায়ার, ছায়ার। দেহের, অবিদ্যার, অজ্ঞানের।

আরো কেহ কেহ বলে, প্রেম নাইক ধরাতলে।
প্রেম অনুরাগী সবে দুঃখ ভাগী হতে হবে। ২
যতনে যাতনা হয়, প্রণয়ে বিচ্ছেদ ভয়।
প্রণয়ের পরিচয়, পাবে না কভু মানবে!।
নাথ বলে ওরে মন, প্রেমাধীন নারায়ণ।
মিলন কারণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে হবে!। ৪

সিন্ধু ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

কেরে বাজায় বাঁশী কদম্ব মূলে।
শুনিয়ে গোপিনী কুল কুলশীল যায় ভুলে। ১
সপ্তস্বর তিন গ্রাম, ঋক্ যজু আর সাম,
সর্ব্বোপরে রাধা নাম, সপ্তমে ধরে তুলে। ২
বংশীরবে বৃন্দাবনে, স্বভাব আনন্দ মনে,
শিখি সঙ্গে নাচে রঙ্গে, গায় কোকিল কুলে। ৩
মলয় হিল্লোলে তাল, করপত্রে দেয় তাল,
যমুনা কল্লোল ভুলে মগনা এক কুলে। ৪
বসন্ত সামন্ত সনে, নাথের মানস বনে,
সাজায় বংশীবদনে, প্রেমবকুল ফুলে। ৫

কাফী। মধ্যমান। বা হোরী।

মন, রাম শরণ মে আহি, তোর অউর কোউ জগ নাহি, রে। ১
রাম দয়াল, পার লাগাই হেঁ, কৃপাসিন্ধু বিন্দু মাহি, রে। ২
রাম কৃপা বল, বন বানর নল, সাগর সে ত উতরায়ী, রে। ৩
ক্যা রে অযোধ্যা, ক্যা রে গোকুল, রাম রমত জগমাহি, রে। ৪
যাকো নাম সদা, রটত সদাশিব, নাথ ভজত কেওঁ নাহি, রে। ৫

রাগিণী বেহাগড়া। কাওয়ালি।

মন, তুমি কালী বোলে কেন ডাক না।
মহাকালের মনোমোহিনী, কালী, তাকি জান না?। ১
ব্রহ্মা আদি সুর নরে, যে কালেরে ভয়করে।
সেই কাল হৃদি পরে, ধরে কালী ত্রিনয়না। ২

করাল বদনী কালী, শবাসনা মুণ্ডমালী।
মুক্তকেশী দিগ্বসনা, মা, দিগম্বরী লোল রসনা। ৩
অসী মুণ্ড বরাভয় করে হরে ভব ভয়।
লয়ে সেই পদাশ্রয়, নাথ পুরাও বাসনা। ৪

সপ্তমী। রামবসুর সুর।

ধর্‌তা।

শরতের শুভ সপ্তমী যোগে, শঙ্করী যান হিমালয়।
পঞ্চানন, হোয়ে বিরস বদন, গদ গদ স্বরে কয়।
ঐ, মায়ের আদরে, বাপের ঘরে, বিলম্ব যেন না হয়।
আমি স্বভাবে পাগল, গলায় গরল, সম্বল হারাতে মনে করি ভয়। ১

মহড়া।

(ওগো) গণেশ জননী, দেখিতে জননী, যাইবে যদি নিশ্চয়।
এই সত্য করে যাও, আমার মাথা খাও, বিজয়াটি যেন কৈলাশেতে হয়। ২

অন্তরা।

আমি সহজে নির্গুণ, কপালে আগুণ, কি আছে দিব তোমায়।
বসন ভূষণ, হয়েছে স্বপন, সোণার শঙ্করী ভস্ম মাখ গায়। ৩

পরচিতেন।

মহেশের মনোমানস বুঝে, ধনেশ ঈশানীয়ে কয়।
পিত্রালয়, যাওয়া দুঃখিনীর প্রায়, জননীগো উচিত নয়।
কুবের সত্বরে আসিয়ে ঘরে, বস্ত্র অলঙ্কারে সাজায় মারে,
ভাল যা ছিল ভাণ্ডারে।
তখন কুবেরের জায়া, হেরে মহামায়া,
জবাঞ্জলী দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়। ৪

হিন্দি ভজন।

ইমন। চৌতাল।

বন্দোঁ সতগুর গণেশ, মহেশ সুরেশ শেষ,
অশেষ জগত বেশধর, গিরবর ধর গোপাল। ১
শঙ্খ চক্র গদাধর, মুরলী মূষল ধর,
ধনুস্ বাণ তূণ ধর, ধনেশ অনুজ-কাল। ২ *

অন্তরা।

আগম নিগম বেদ চার, যাকে নহি পাওত পার,
নির্ব্বিকার নিরাধার, মূলাধার ঝাঁকে। ৩

ভোগ।

অনাথ কে নাথ প্রভু, নাথ কো শরণ দেও,
চরণ-ন গুণ গাওত, নাচোঁ ঔ দেউঁ তাল।

ঐ

শরণ মেয় আয়োঁ তোরা, শুনত শিব করত সোরা,
আগম নিগম তন্ত্র যন্ত্র, এর ফের বিচারি কে। ১
তেরো হি ধ্যান ধরত, শেষশায়ী চেত করত,
বিধাতা কে প্রাণ দেত, অসুর দৌ মার্‌কে। ২

অন্তরা।

আদিশক্তি তেরো নাম, ভক্তন কো দেত কাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারোঁ ফল দায়িকে। ৩

ভোগ।

তুঁহি দেবি জগত-মাতঃ জন্ম মরণ তেরো হাত,
তাসোঁ ফুকারে নাথ, মুণ্ডমালী কালিকে। ৪

---

* রাম। রাবণারী।

সোরট। জৎ। বা আড়া।

দেবি তেরি, কৌন্ শরণ নহি আয়ে। দেখুঁ দশো দিশা বশ ছায়ে। ১
ধরতী আকাশ পাতাল পুর বাসী। সুর নর মুনি গুণ গায়ে। ২
মহাকালী মুণ্ডমালী, ব্রকভানু ললী হো, ললিতা সীতা বেদ গাওয়ে। ৩
শারদা বরদা তুহি, জ্ঞানধন দাতা, এ (নাথ) জগতেরো বসায়ে। ৪

ভৈরবী। ঠেকা।

দেখো প্রভু সুধ লিয়ে রহিও আমার, হাম আজ্ঞাকারী শরণ তোমার। ১
জগ্ ভূলে কছু ভূল না মানী, তুম্ ভূলে আঁধিয়ার। ২
ভবসাগর জল অগম অপার, মন্ন বুড় তহুঁ মাঝ ধার। ৩
পূজন ধ্যান কুছ বন না পড়ত হ্যায়, নাথ কে নাম আধার। ৪

ঐ

নাথ তুম নাহক মন ভটকাও, তীরথ রাজ নিজ ঘট মে ছোড়ে, দূর হানাত্তন যাও।১
গুরু চরণন কি গুণ বিসারি, আন কি গুণ গাও। ২
চারোঁ পদারথ ঘটমেহি উপজে, খোজো তৌ বৈঠ পাও। ৩
ধন ধরম গতি গুর হি দেত হ্যা, চরণন মে চিত লাও। ৪

সামকল্যাণ। জৎ।

মেরা রাম রমত সব ঘট্‌মে। সব ঘটমে পটমে মঠমে। ১
রাম রমত নিত নিরখত ছুনিয়া, করম ধরম ঘট ঘট মে,
আনন্দ ঘন নব জলধর বরণ, শ্যাম বসত সব ঘটমে। ২
জ্যাসে পবন রমত জগমাহি, ধরতী বসত জ্যাসে ঘটমে,
অখরণ মে জ্যাসে অকার বসত হৈঁ, তানা বানা জ্যাসে পঠমে। ৩
ফুলন মে জ্যাসে বাস বসত হে, গুণ বসেঁ গুণীয়ণ মে,
যাকে ধ্যান ধরত সব সুরনর, লিখ২ ছব চিত পটমে। ৪
গঙ্গা পীয়ত রাম সরযু হানাওত, খেলত যমুনা কি তটমে,
কহত নাথ বিন শরণ রামকে, পড়িহো পাছু নট্‌খট্‌মে। ৫

গৌরী। ঠেকা।

বিসরত নাহি মনমোহন রূপ।
যদ সুধ আওয়ত চীর চোর কি, প্রেমরস যাত জীয়া ডুব। ১

বেণী গুধন অঞ্জন রঞ্জন, মান ভঞ্জন রূপ। ২
বেণু নাদ সোঁ ধেন চরাওন, আপ চাকর ময় ভূপ। ৩
যাকে নাম শুনি যমুনা ঝুরাওত, দেত ডগরা অনূপ। ৪
কহত নাথ রাধে তুমহি জান, আপনো পিয়াকে স্বরূপ। ৫

ধামশ্রী। ঠেকা।

বিন ভজন জগমে নহি মিলতা। সতগুরুজ্ঞান সৎসঙ্গ সৎবনিতা। ১
ধন জন সম্পদ আপদ বিপদ, নিত আতা নিত যাতা।
সতগুরুজ্ঞান তেরো সঙ্গ বসত হৈঁ, আতা হো চাহে যাতা রে। ২
সতগুরু চিহ্নো আপন আসন পর, না কহুঁ আতা ন যাতা।
সজ্জন জানো রাম কথা শুনি, চাহে জাগতা হোয় ও সোতা রে। ৩
সৎবনিতা কি এ পয়চান, যাসো হিয়াকা হুয়াকা বনতা,
কহত নাথ রাম বসত ভজন মে সাগর মে জ্যাসে মুকুতা। ৪

খাম্বাজ। জৎ।

রাম ভজন বিনা যাত বৃথা দিন, রাম ভজন বিনা যাত রে। মন।
রাম তোমারে সঙ্গকে সাথী, রাম হি অনাথ কে নাথ রে। ১
যাত প্রভাত নিত বিষয় বানাওত, মধ্যদিন উদর সাম হারত রে,
চিন্তা শোচ সদা শাঝ বিগাড়ত, নিদ্রা চোরাওত রাত রে। ২
আওয়ত বেরিয়া কিরিয়া খায়ে, নীচ কিয়ে নিজ মাথরে,
মট্টী দেখ মন মট্টী খায়ে, রোয়ত বিসরে ও বাত রে। ৩
অজামীল গজ গণিকা তারে, রাম, তুমকা তারত কৌন্ বাত রে,
মায়া মদিরা পীয়ে মনুয়া, রাম সো কিন্ হো ঘাৎ রে। ৪
জাত পাঁত ও ঝগড়া ছোড়, লেন দেন কি বাত্ রে,
নাথ কহে মন ভজো রামকো, ধরম করম রাম হাত রে। ৫

বসন্ত। হোরী।

গুঞ্জত মধুবন যাও রে ভ্রমরা
যাঁহা তেরো মীত ও শ্যাম কঠোরা। ১
যব সে গেয়ে মোরি সুধ উ না লিনে,
বিসরি রহে বৃন্দাবন কি রে ডগরা। ২

আয়ে বসন্ত সগরা বন ফুলে,
একোন ভাওয়ে, বিনা বন-বনরা * । ৩
নাথ কহে তুম সব জনি মিলিকে,
পিয়া কো লেয়াও করিকে নীহোরা। ৪

খাম্বাজ। হোরী।

আজ ভাজ চলো যমুনা কিশোরী, কান্হা কুঞ্জন খেলন আয়ে হোরি। ১
পাৎ পাৎ কর হেরত তুমকা, আবীর লিয়ে ভর ঝোরি,
মুখ মুরলী ওয়াকো হাতোঁ মে পিচিকারী। ২
চলি সুন্দর নারি, কর করকে সিগাঁর, দেত যৌবনা বাহার হার কি লহরী।
এতনি তাক শ্যাম মারত পিচিকারী। ৩
টপকত রঙ্গ ও উড়ত আবীর, মানো বরষা মে বাদর বরষত নীর,
ভীজত গোয়ালিন গাওয়ত গারী। ৪
যব শ্যাম মুসিক্যাই মুখ মুরলী বাজাই, ও ছব দেখলাই প্রেমরস কি ভরি।
তব ভুলি চিটাই নাথ সঙ্গভয়ী গোরী। ৫

ঐ

জিন্ খেলো মোসে হোরী, শ্যাম, মে একেলি কুঞ্জন মে। ১
তুম তো বনে হো ছ্যাল চিকনীয়া, ননদী দেতি মোয় গারী। ২
জিন ডারো মো পর রঙ্গ শ্যামরো, জিন মারো পিচিকারী। ৩
কহত নাথ রাধে কবলগ খেলিও, শাশ ননদী কি চোরি। ৪

কাফি। হোরী।

দুনো, নয়নো সে খেলত ফাগ, শ্যাম তুম আজব রঙ্গিলে। ১
লালী নয়ন মে গুলালী ডোরে, ভরি রসরঙ্গ অনুরাগ,
চিত-মন † কি পিচিকারী মারত হো,
গোপিন তনলগে আগ নাচে তেরো পলক ছবিলে। ২
(ভালা) ডুবগয়ী লোক লাজ কি চুনরিয়া, মিঠগয়ী সরম সোহাগ,
ভীজগয়ী কুলমান কিরে সাড়ী, ক্যাসে বচে ব্রজনার ধাওয়ে বাঁকে শয়ন রসিলে। ৩
(আরে) বৃন্দাবন কি কুঞ্জগলিন মে, কহু নাহি ছিপনেকো লাগ। হাট বাট
যমুনা জিকে তটমে, যাঁহা যাউ লাগে দাগ, দেখ হাঁসে নাথ রঙ্গিলে। ৪

---

* বন,বনরা—বনমালী, বনস্বামী।
† চিত-মন—কটাক্ষ।

কাফী। হোরী।

গোরী আজু ক্যাসে জাওগী কুঞ্জন সে ভাগ,
গোরে রঙ্গকী পড়ি মেরে হিয়া মে দাগ। ১
তুম ব্রজনারী ব্রজকে দুলারী,
গোয়াল বাল পর রাখতি হো লাগ। ২
খেলত হোরী, দেতিহো গারী,
ভাঙ্গ রঙ্গ মে উড়াওতি ফাগ। ৩
কহত নাথ শ্যাম, দাঁও মত ছোড়,
ত্র হোরী তেহারে জাগাওতি ভাগ। ৪

ঐ

নিধুবন কি গয়েল গহি জাৎ,
রাধে হোরী খেলন কো, সখিওন সাথ। ১
শাওঁর গোরী সুঘর গোয়ালিন্ রঙ্গ ভরি গাগর হাত।
প্যারে শ্যাম সুন্দর কো হেরত টেরত। ২
নিধুবন কুঞ্জন সাঁকরি গলিয়াঁ ঠাড়ো কান্হা পসারে হাত।
কিশোরি গাওত হোরী, চোলী * সাম হারত। ৩
উড়ত গুলাল চলত পিচিকারী, ভীজত সুন্দর গাত।
শোহত যুগল কিশোর নিরখত নাথ। ৪

ঐ

দুঃখ কাসোঁ কহুঁ (রে) বারম্বার সখী, ভই সুন্দর কুবর সউত হামার। ১
কংস রাজাকে চেরী কুবরিয়া সারি, মথুরা নগর কি উতার।
চন্দনদান রীঝে যদুনন্দন, ভুলে পহলী প্রীত হামার। ২
বীতে বসন্ত বৃন্দাবন শূনী, বন মে লগী পত ঝার।
গোয়ালবাল সব হোরী খেলত, উড়ত গুলালী গুর্ব্বার। ৩
আব কি হোরী মথুরা মে হোই, তুম সব হো আগুয়ার।
হমরেত হোরী তনমে জরত হ্যাঁয় নাথ কহে শ্যামবিরহ বিকার। ৪

ঐ

আব তো চেতো মহামায়ী তুমে সদাশিব কি দুহায়ী। ১
বের বের এরা ফেরি করতহুঁ ডগরা কঠিন আঁধিয়ারী।

---

* চোলী—কাঁচলী।

যাঁহা তাঁহা ঠগ চোর লাগত হ্যাঁ আবাগমন দুখভারী।
ভূত সব হোরী মাচায়ী। ২

মায়ী, তুম শোওত দেখ, নেক লোগ সব শোত্তত মোয় বিসরাই।
পায় একেল গয়েল বীচ মোকো, আপনে রঙ্গ রঙ্গাই,
মানত নহি রাম দুহাই। ৩

মাতা, তোম্‌রে শোওত, কুছ না বনত হ্যাঁ জাগোত সব বন জাই,
বুঝে দীপক ফির জাগিয়াই, আপনা বিগানা সুঝাই।
নাথ হাত সব কোউ আই। ৪

কাফী। হোরী।

লাগি, কালী চরনোঁ কি রে আশ, তাসোঁ হোরী ভাওয়ে মোয় বারো মাস। ১
নিত বসন্ত বিরাজত ওয়াপে, নিত মলয়া কি বাতাস। ২
নিত ফাগুন নিত ফাঁগ উড়ত হ্যাঁ, পূরণ মাসী প্রগাশ। ৩
শ্যামবরণ ভাল বালচন্দ্র মা, নিশি আঁধিয়ারী কিন্হে নাশ। ৪
কিংকিনী তাল সোঁ গাওত হোরী, নাথ শ্যামা কি দাস। ৫

ঐ

জিন্ করো রণ ভূপ, অনূপ এ নারি অনোখী। ১
হুঁংকারি ভরি মারি ধূমর লোচন, চণ্ডমুণ্ড বীর ভারি।
খণ্ড খণ্ড কর ডারি খড়্গ সোঁ এক বচে নহি পাই, খুন রক্তবীজ কি চাখী। ২
লম্ফ ঝম্ফ সোঁ ধরাধর কম্পে, ডরপে দনুজ কুল সারি।
রুধির ধার কি উড়ত ফুহারে, যেসি আবিরী নীর,
হোরী এসি দিন নিরোখী। ৩

হোরী সি আগ জলত ভাল ওয়াকে, তিন লোক উজিয়ারী।
জরত পতিঙ্গা অসুর সব তাপর, জুঝন কো আগুয়ারী,
নাথ জিন্‌কী অভিলাষী। ৪

ঐ

সব, সখীয়নমে শ্রীরাধে পিয়ারী। ১
একতো রাধে রাজদুলারী, দুজে উজর গোরী।

তিজে উমগত নয়ীরে যোয়ানী, তাপে কুসুম রং সাড়ী,
কিশোরী কি শোভা গ্যারী। ২
ইত সে আয়ে যশোদাকে প্যারে, হাত গহে পিচিকারী,
হেরত রূপ ছকিত ভয়ে মোহন, মূরলী কি তান বিসারী,
ঠিটুর রহে কুঞ্জ-বিহারী। ৩
ঠিটুর ঠাড়ে টেড়ে চিতওন বালে, রাধাকে নয়ন সামহায়ী,
চলি রসধার যুগল পিচিকারী, সখীওন ফাঁগ উড়াই,
নিহাল ভয়ে নাথ নিহারী। ৪

পরজ। হোরী।

খেলন হোরী, এ খেলন হোরী, ক্যাসে আয়ো ব্রজনাথ। ১
তুম সৌতন সঙ্গ সুখ নীদ শোয়ো, ময় জাগুঁ সারি রাত। ২
জিন ছুও অঙ্গ রঙ্গ জিনি ডারো, জিন করো রসকি রে বাত। ৩
নাথ কহে হোরী মিলন বাহানে, ধর চরনন পর মাথ। ৪

কাফী। হোরী।

হোরী খেলত হেঁ মহাবীর, সরযু জিকে তীর।
শীশ মুকুট পীতম্বর পহিনে, রটত সিয়া রঘুবীর। ২
চোয়া চন্দন অধিক সোহাঁওয়ে, লাল গুলাল শরীর। ৩
আবীর গুলাল অওধপুর ছায়ে, বানর গাওয়ে কবীর। ৪
নিরখত নাথ আজ ছব কপিরাজকী, ভরিকেনয়ন প্রেম নীর। ৫

বেহাগ। ধীমা।

খঞ্জন নয়না রূপরসমাতে। ১
অতিশয় চারু চপল অনিয়ারে, পল পিঁজরা না সমাতে। ২
চলি চলি জাত নিকট শ্রবণকে, উলটি ফিরত নাটক ফঁদাতে। ৩
সূরদাস অঞ্জনগুণ অটকে, না তরু অব উড়ি জাতে।” ৪

"সুরদাস।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নয়ন খঞ্জনের সহিত উপমায় অতিশয় চপল, তাহাতে আবার রসোন্মত্ত রূপ, অত্যন্ত মোহনীয়। তাঁহার নেত্র কি প্রকার, না খঞ্জনের মত সুন্দর,

কৰ্জ্জলাক্ত এবং চঞ্চল, এমত চঞ্চল, যে পলক পিঞ্জরে আরদ্ধ হয় না। আকর্ণ ভ্রূভঙ্গিতে কর্ণের নিকট গিয়া আবার নটের কলা বাজির মত ফিরিয়া আইসে। স্বরদাসের ভক্তি অঞ্জন গুণে আবদ্ধ আছে, নচেৎ ঐ খঞ্জন এতক্ষণ তরু পরে উড়িয়া জাইত, ইতি ভাব। অন্যচ। স্বরদাস সেই অঞ্জন গুণেই আবদ্ধ আছে অর্থাৎ সেই অঞ্জনাক্ত সরস নেত্র নিরীক্ষণ করিয়াই জীবিত আছে নচেৎ (নত) রু* প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্থানে জাইত।

ঐ। জৎ

সখী মেরি চিতমে ছিপেঁ চিত চোর।
মত হেরো আওর ঠৌর। ১
জ্যাসে ভমরা ছিপত কমল বিচ, মানো নন্দ কিশোর।
কলিয়ন ছেদ ভেদ, পীওত মধুয়া, এসে হিয়াকে কঠোর। ২
চিত চোরায়ত, বসতহি চিতমে, দেখো চোরকে জোর।
চিতওত জগ চোর মিলত নাহি, মুদত নয়ন পিয়া মোর। ৩
চিও চাঁদরস চাখত মেরি, পিয়াকে নয়ন চকোর।
সুনহ সখী কুছ উপাও বতাও, এ চোর পাকড় কি তৌর। ৪
কহত নাথ রাধে, পাকড় চোর কো, মানো মিনতী মোর,
প্রেম ডোর গলে ডার চোরকে, জাগ জামিনী কর ভোর। ৫

কাফী। হোরী।

হোরী, কোন খেলে বিন শ্যাম। (বিন কান)
আরে উন বিন শূনি সগর ব্রজধাম। ১
কোন বুলাওয়ে গোপ গুজরিয়া, কোন বাজাওয়ে মুরলীকি তান। ২
কৌন ভিজাওয়ে চোলি চুনরিয়া, তক তক মারে কো নয়না বান। ৩
নাথ সখীসব হোরীমে বৌরি, লেয় লেয় রসীয়া কি রস নাম। ৪

ঐ।

সখি, আজ্ পিয়া কহু ছায়ে রে,
তরসাওত নেহা † লাগায়ে রে। ১

---

* রু—শ্রী, জীব, প্রাণ।
† নেহা—স্নেহ, প্রীত।

ওত রসীয়া দেস লোভাইরে,
সব ব্রজভর সৌওত, * বসাই রে। ২
গোরী হেরত ঘর ঘর ডোলে
ঘর আঙ্গন কছুন সোহাইয়ে রে। ৩
প্যারী বসন ভূষণ সব ত্যাগো,
দেখ নাথ মনন মুসিক্যায়েরে। ৪

সমাপ্ত দ্বিতীয়খণ্ড।

---

* সৌওত—সতিনী।

PRINTED BY B. P. M. AT THE B. P. M's. PRESS,
No. 22 Jhamapooker Lane, Calcutta.